পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএসএমএফ)

পোশাক শিল্পখাতে জ্বালানী-সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি ব্যাপক আকারে গ্রহণের মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা

বাংলাদেশ

ডিসেম্বর ২০১৯

গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড

সূচিপত্র

শব্দসংক্ষেপের তালিকা

প্রতিবেদনের সারাংশ

১. ভূমিকা

১.১ পটভূমি

১.২ পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএসএমএফ) ভিত্তি

১.৩ ইএসএমএফ-এর উদ্দেশ্য ও সাধারণ মূলনীতি

১.৩.১ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএমএফ)

১.৩.২ সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো (এসএমএফ)

১.৪ ইএসএমএফ-এর সার্বিক কাঠামো

২ কর্মসূচির বর্ণনা

২.১ কর্মসূচির সংক্ষেপসার

২.২ কর্মসূচির ক্ষেত্র

২.৩ জলবায়ু বিপন্নতা

৩ পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো তৈরির নির্দেশিকা

৪ নীতিগত, আইনি ও প্রশাসনিক কাঠামো

৪.১ সরকারি নীতি, আইন, বিধি ও কৌশলপত্র

৪.১.১ বাংলাদেশ জাতীয় সংরক্ষণ কৌশলপত্র (২০১৬-২০৩১)

৪.১.২ জাতীয় পরিবেশ নীতি ১৯৯২

৪.১.৩ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (ইসিএ), ১৯৯৫ সংশোধিত ২০০২

৪.১.৪ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা (ইসিআর) ১৯৯৭ সংশোধিত ২০০৩

৪.১.৫ পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০

৪.১.৬ শিল্পনীতি, ২০১৬

৪.১.৭ ২০৩০ সাল পর্যন্ত জ্বালানী দক্ষতা ও সংরক্ষণ মহাপরিকল্পনা (২০১৫)

৪.১.৮ সরকারি ক্রয়াদেশ বিধিমালা (পিপিআর), ২০০৮

৪.১.৯ বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬

৪.১.১০ বাংলাদেশ শ্রম বিধি ২০১৫

৪.১.১১ বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক জেন্ডার কর্মপরিকল্পনা ২০১৩

৪.১.১২ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

৪.২ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নীতি, আইন, বিধি ও কৌশলপত্র

৪.২.১ বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা নীতি

৪.২.২ ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স করপোরেশনের (আইএফসি) কার্যদক্ষতা বিষয়ক মানদন্ড (পিএস)

৪.২.৩ বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নির্দেশিকা

৪.২.৪ জাইকার পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা নীতি

৪.২.৫ এডিবির পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা নীতি

৪.২.৬ এডিবির আদিবাসী জনগোষ্ঠী বিষয়ক নীতি

৪.২.৭ জিসিএফের পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা নীতি

৪.২.৮ আইএফসির পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা নীতি

৪.২.৯ ইডকলের পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা নীতি

৪.৩ কর্মসূচির পরিবেশগত ও সামাজিক নীতির প্রভাব

৪.৪ নীতিগত ঘাটতির বিশ্লেষণ এবং তা প্রশমনে পদক্ষেপ

৪.৫ পরিবেশগত ছাড়পত্রের প্রক্রিয়া

৫ পরিবেশগত মূল্যায়ন

৫.১ পরিবেশগত বেসলাইন বা ভিত্তিমূল

৫.২ পরিবেশগত মূল্যায়নের প্রক্রিয়া

৫.২.১ পরিবেশগত যাচাই-বাছাই

৫.২.২ পরিবেশের বর্ণনা

৫.২.৩ বিকল্প পদ্ধতির বিশ্লেষণ

৫.২.৪ মূল উপ-প্রকল্পের কার্যক্রম

৫.২.৫ প্রভাবের মূল্যায়ন ও ভবিষ্যদ্বাণী

৫.২.৬ প্রয়োজনীয় দলিল প্রস্তুতকরণ

৬. সামাজিক নিরীক্ষণ

৬.১ সামাজিক নিরীক্ষণের প্রক্রিয়া

৬.১.১ এক্সক্লুশনের বা বিযুক্তির মানদন্ড

৬.১.২ সামাজিক যাচাই-বাছাই

৬.১.৩ দারিদ্র্য, জেন্ডার ও বিপন্নতা

৬.১.৪ শ্রম ও কাজের পরিবেশ

৬.১.৫ কমিউনিটির স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা

৬.১.৬ সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন

৭ নির্দিষ্ট প্রকল্প ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

৭.১ বাংলাদেশের পোশাক শিল্পখাতের জন্য জ্বালানি-সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি গ্রহণ

৭.২ প্রভাব চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি

৭.২.১ বায়ু নির্গমন

৭.২.২ শব্দ নির্গমন

৭.২.৩ সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা

৭.২.৪ তাপ বা আলোর প্রতিফলন

৭.২.৫ জীববৈচিত্র্যের ওপর প্রভাব

৭.২.৬ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

৭.২.৭ কর্মসংস্থান

৭.২.৮ সামাজিক পুনর্বাসন/উপজাতি জনগোষ্ঠী

৭.২.৯ পরিবেশগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা কমপ্লায়েন্স

৭.৩ পরিবেশগত ও সামাজিক যাচাই-বাছাই ও পদক্ষেপ

৮. পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

৮.১ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

৮.১.১ ভূমিকা

৮.১.২ সাধারণ পরিবেশগত নীতি এবং ব্যবস্থাপনার রীতি

৮.১.৩ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

৮.১.৪ অভিযোগ প্রতিকার পদ্ধতি

৮.১.৫ জলবায়ু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

৮.১.৬ ইএমপি-এর জন্য ব্যয় নির্ধারণ পদ্ধতি

৮.১.৭ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার সাধারণ মূলনীতি

৮.২ সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

৮.২.১ সামাজিক উন্নয়ন নির্দেশিকা

৮.২.২ যোগাযোগ ও অংশগ্রহণ কৌশল

৮.২.৩ অভিযোগ প্রতিকার পদ্ধতি

৯ সুরক্ষা কমপ্লায়েন্স ও সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

৯.১ সুরক্ষা কমপ্লায়েন্সের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

৯.২ নজরদারি, মূল্যায়ণ ও প্রতিবেদন

৯.৩ প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় শর্ত

৯.৪ তথ্য প্রকাশ ও তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ

১০ অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা

১০.১ আলোচনার উদ্দেশ্য

১০.২ আলোচনার প্রক্রিয়া

১১ অভিযোগ প্রতিকার পদ্ধতি (জিআরএম)

১১.১ জিআরএমের উদ্দেশ্য

১১.২ অভিযোগ প্রতিকার কমিটি (জিআরসি) এবং কেন্দ্রবিন্দু

১১.৩ ক্ষোভ মীমাংসার প্রক্রিয়া

১১.৪ জিআরএম বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুপারিশ

১২ তথ্যসূত্র

পরিশিষ্ট ১: খানা জরিপের ওপর মূল্যায়ন প্রতিবেদন

পরিশিষ্ট ২: কারখানা জরিপের ওপর মূল্যায়ন প্রতিবেদন

পরিশিষ্ট ৩: মূল তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার প্রতিবেদনের সারাংশ

পরিশিষ্ট ৪: পরিবেশগত যাচাই-বাছাই

পরিশিষ্ট ৪-ক: পরিবেশগত যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া

পরিশিষ্ট ৪-খ: পরিবেশগত ও সামাজিক যাচাই-বাছাইয়ের তালিকা

পরিশিষ্ট ৫: প্রাথমিক পরিবেশগত নিরীক্ষা তালিকার খসড়া রূপরেখা

পরিশিষ্ট ৬: পরিবেশগত ও সামাজিক পর্যবেক্ষণ তালিকা

পরিশিষ্ট ৭: অর্ধবার্ষিকী/বার্ষিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনের নমুনা

পরিশিষ্ট ৮: অভিযোগ প্রতিকার ফরম

পরিশিষ্ট ৯: ইএসএমএস প্রতিবেদনের সূচিপত্র

পরিশিষ্ট ১০: বিশ্বব্যাংক গ্রুপের এ· ক্লুসন লিস্ট

পরিশিষ্ট ১১: প্রক্ষেপিত মৌসুমি, বার্ষিক উপরিভাগের উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাত

পরিশিষ্ট ১২: জলবায়ু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কাঠামো

পরিশিষ্ট ১৩: ১৯৯৭ সালের পরিবেশ সংরক্ষণ বিধি অনুযায়ী পরিবেশগত মানদ-

পরিশিষ্ট ১৪: উপাদান ও সেবা পরিমাপের অনুমোদিত হার

পরিশিষ্ট ১৫: উপাদান ও পরামর্শ সেবা পরিমাপের অনুমোদিত হার

টেবিলের তালিকা

টেবিল ৬-১: গবেষণার স্থান পরিদর্শন

টেবিল ৮-২: পোশাক খাতের জন্য জ্বালানি-সাশ্রয়ী সমাধানের তালিকা

টেবিল ৯-১: পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

টেবিল ৯-২: শহুরে হটস্পট এলাকার প্রধান বিপন্নতাসহ পরিধির জন্য সিআরএম

টেবিল ৯-৩: পর্যবেক্ষণের ব্যয় নির্ধারণের পদ্ধতি/ভিত্তি

চিত্রের তালিকা

চিত্র ২-১: বাংলাদেশে তৈরি পোশাক কারখানার স্থান

চিত্র ২-২: ফ্যাশন ও অ্যাপারেল শিল্পের চারটি প্রধান প্রভাব এলাকা

চিত্র ৪-১: পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র সনদ পাওয়ার সরকারি প্রক্রিয়া

চিত্র ৯-১: প্রকল্পের নকশা প্রণয়নের জন্য জলবায়ু ঝুঁকি যাচাই-বাছাই ও ব্যবস্থাপনার উপায়

চিত্র ৯-২: জলবায়ু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার পর্যায়

চিত্র ১০-১: সুরক্ষা কমপ্লায়েন্সের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

শব্দসংক্ষেপের তালিকা

এডিবি	এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক
বিএইউ	বিজনেস এজ ইউজাল
বিসিসিটিএফ	বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড
বিএনবিসি	বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড
বিওডি	বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড
বিওকিউ	বিল অব কোয়ান্টিটিজ
বিপি	ব্যাংক প্রসিডিউর
সিবিএন	কস্ট অব বেসিক নিডস
সিবিও	কমিউনিটি বেজড অর্গানাইজেশন
সিও	কার্বন মনোক্সাইড
সিও২	কার্বন ডাইঅক্সাইড
সিওডি	কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড
ডিজি	ডিরেক্টর জেনারেল
ডিওই	ডিপার্টমেন্ট অব এনভায়রনমেন্ট
ডিপিডি	ডেপুটি প্রজেক্ট ডিরেক্টর
ডিএসসি	ডিজাইন অ্যান্ড সুপারভিশন কনসালট্যান্সি
ই.এস.	এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড সেফগার্ড
ইএ	এনভায়রনমেন্টাল অ্যাসেসমেন্ট
ইসিএ	এনভায়রনমেন্টাল কনজারভেশন অ্যাক্ট
ইসিসি	এনভায়রনমেন্টাল ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট

ইসিওপি	এনভায়রনমেন্টাল কোড অব প্র্যাকটিস
ইসিআর	এনভায়রনমেন্টাল কনজারভেশন রুলস
ইই	এনার্জি ইফিশিয়েন্ট
ইই্সি	এনার্জি ইফিশিয়েন্সি অ্যান্ড কনজারভেশন
ইএইচএস	এনভায়রনমেন্ট, হেলথ অ্যান্ড সেফটি
ইআইএ	এনভায়রনমেন্ট ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট
ইএমএফ	এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক
ইএমপি	এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান
ইএমএস	এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
ইপিজেড	এ· পোর্ট প্রসেসিং জোনস
ইসিএ	এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড সোশাল অ্যাসেসমেন্ট
ইএসসি	এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড সোশাল কনসিডারেশনস
ইএসআইএ	এনভায়রনমেন্টাল সোশাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট
ইএসএমএফ	এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড সোশাল ফ্রেমওয়ার্ক
ইএসএমপি	এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড সোশাল ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান
ইএসএমএস	এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড সোশাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
ইএসএসএফ	এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড সোশাল সেফগার্ড ফ্রেমওয়ার্ক
ইটিপি	অ্যাফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্টস
এফডিআই	ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট
এফজিডি	ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন
এফআরই	ফ্যাক্টরি/রিসাইডেন্স ইঞ্জিনিয়ার

এফওয়াইপি	ফাইভ ইয়ার প্ল্যান
জিএপি	জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান
জিএআর	জেন্ডার অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট
জিসিএফ	গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড
জিডিপি	গ্রস ডমেস্টিক প্রোডাক্ট
জিএইচজি	গ্রিন হাউজ গ্যাস
জিআইআইপি	গুড ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রি প্র্যাকটিস
জিআইএস	জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম
জিওবি	গভার্নমেন্ট অব বাংলাদেশ
জিআরসি	গ্রিভেন্স রিড্রেস কমিটি
জিআরএম	গ্রিভেন্স রিড্রেস মেকানিজম
এইচআইইএস	হাউসহোল্ড ইনকাম অ্যান্ড এ· পেনডিচার সার্ভে
আইসিটি	ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশনস টেকনোলজি
ইডকল	ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড
আইইই	ইনিশিয়াল এনভায়রনমেন্টাল এক্সামিনেশন
আইএফসি	ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স করপোরেশন
আইএনডিসি	ইনটেনডেড ন্যাশনালি ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশন
আইএনজিও	ইন্টারন্যাশনাল নন-গভার্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন
জাইকা	জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোপারেশন এজেন্সি
কেআইআই	কিই ইনফরম্যান্ট ইন্টারভিউ
এলসিডি	লিকুইড-ক্রিস্টাল ডিসপ্লে

এলইডি	লাইড ইমিটিং ডায়োড
এলজিইডি	লোকাল গভার্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট
এলইউএলইউসিএফ	ল্যান্ড ইউজ, ল্যান্ড-ইউজ চেঞ্জ, অ্যান্ড ফরেস্ট্রি
এম্ই	মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন
এমডিএসপি	মাল্টি-পারপাস ডিজাস্টার শেল্টার প্ল্যান
এমওইএফ	মিনিস্ট্রি অব এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ফরেস্ট
এমটিওই	মিলিয়ন টনস অব ওয়েল ইক্যুয়েভেলেন্ট
এনবিআর	ন্যাশনাল বোর্ড অব রিভিনিউ
এনজিও	নন-গভার্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন
এনওসি	নো অবজেকশন সার্টিফিকেট
এনওএ·	নাইট্রোজেন অক্সাইড গ্যাস
এনআরডিসি	ন্যাচারাল রিসোর্সেস ডিফেন্স কাউন্সিল
ওপি	ওপারেশনাল পলিসিজ
পিএপি	প্রজেক্টস অ্যাফেক্টেড পারসন
পিসি	পাবলিক কনসালটেশন
পিসিএআইপি	পাবলিক কনসালটেশন অ্যান্ড অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন প্ল্যান
পিএফআইএস	পার্টিসিপেটিং ফিন্যান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়ারিজ
পিকেএসএফ	পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন
পিএমও	প্রাইম মিনিস্টারস অফিস
পিএমইউ	প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট
পিপিই	পারসনাল প্রটেক্টিভ ইক্যুইপমেন্ট

পিপিআর	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুল
পিডব্লিউডি	পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট
আর্ডি	রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
আরএপি	রিসেটেলমেন্ট অ্যাকশন প্ল্যান
আইডিডি	রিডিউসিং ইমিশনস ফ্রম ডিফরেস্টেশন অ্যান্ড ডিগ্রেডেশন
আরইটি	রিনিউয়াবল এনার্জি টেকনোলজিস
আরএমজি	রেডিমেড গার্মেন্টস
এসসিএম	সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট
এসডিজি	সাসেটেইনাবল ডেভেলপমেন্ট গোলস
এসইসি	স্পেশাল এনভায়রনমেন্টাল ক্লজ
এসআইএ	সোশাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট
এসএমই	স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ
এসএমপি	সোশাল ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান
এসওএ·	সালফার অক্সাইড গ্যাস
এসপিএস	সেফগার্ড পলিসি স্টেটমেন্ট
এসআরআইএ	স্ট্যাটেজিক রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেটিভ অ্যাজেন্ডা
টিওআর	থিওরি অব চেঞ্জ
টিপি	ট্রাইবাল পিপলস
ইউএন	ইউনাইটেড নেশনস
ইউএনএফসিসি	ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ
ভিএফডি	ভ্যারিয়েবল ফ্রিকুয়েন্সি ড্রাইভ

ভিজিডি	ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট
ভিজিএফ	ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং
ডব্লিউবি	ওয়ার্ল্ড ব্যাংক
ডব্লিউডিএফ	ওয়াশিং, ডায়িং অ্যান্ড ফিনিশিং
ডব্লিউজিবি	ওয়ার্ল্ড ব্যাংক গ্রুপ

প্রতিবেদনের সারাংশ

বাংলাদেশে উন্নত জ্বালানী দক্ষতা তৈরি হলে স্থানীয় পর্যায়ে তা আরও বেশি ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধি ও সুফল নিয়ে আসবে। জাতীয় পর্যায়ে এর ফলে জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা হবে এবং জ্বালানী নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে। বৈশ্বিক পর্যায়ে এর ফলে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে সাহায্য হবে এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করবে। শিল্প-কারখানাগুলোর দিক থেকে, জ্বালানি দক্ষতা তৈরি হলে উৎপাদন খরচ কমবে এবং মুনাফা বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে কোনো বাড়তি খরচ ছাড়াই কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমবে (আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের শর্তের মুখে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা)। যতগুলো উপখাত রয়েছে, এর মধ্যে পোশাক ও বুনন খাতে (উৎপাদন খাত) সবচেয়ে বেশি জ্বালানির প্রয়োজন হয়। যেহেতু পোশাক ও বুনন খাত সবচেয়ে বেশি জ্বালানির ভোক্তা, তাই এই খাতেরই সবচেয়ে বেশি জ্বালানি-ব্যবহার/ভোগ কমানোর সম্ভাবনা রয়েছে। এসব সুবিধার কথা বিবেচনা করে বাংলাদেশের বিদ্যমান পরিবেশে বেশি জ্বালানি প্রয়োজন, এমন শিল্প খাত (পোশাক ও বুনন) যদি জ্বালানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ব্যবহার করা শুরু করে, তাহলে ভবিষ্যতে ব্যাপক অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা অর্জন করা সম্ভব। এসব অর্থনৈতিক সুবিধার পাশাপাশি হ্রাসকৃত জ্বালানি ব্যবহার এবং কার্বন নির্গমনের পরিবেশগত প্রভাব, কল্যাণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির পথে সামাজিক প্রভাবের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আরও টেকসই বাংলাদেশ তৈরি করা যাবে।

বাংলাদেশে তৈরি পোশাক খাতের বিদ্যমান অবস্থার ভিত্তিতে এটা স্পষ্ট যে জ্বালানী দক্ষতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ নিলে এ খাতের আর্থ-সামাজিক প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবেশগত প্রভাবও কমবে। ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেডের (ইডকল) উদ্দেশ্য হল এসব সুযোগ-সুবিধা বাস্তবে রূপ দেওয়া। উদ্যোক্তাদের সহায়তা দেওয়া এবং জ্বালানি-সাশ্রয়ী প্রযুক্তির জন্য বিনিয়োগের সুযোগ কাজে লাগাতে আর্থিক ও বাজার ব্যবস্থা বিষয়ক সম্পদের মাধ্যমে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহায়তা দেওয়ার একটি কর্মসূচি তৈরি ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইডকল এই কাজটি করতে চেষ্টা করছে। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে সবুজ জলবায়ু তহবিল (জিসিএফ) থেকে অর্থ সহায়তার জন্যও ইডকল আবেদন করেছিল। ছাড়প্রাপ্ত ঋণ হিসেবে এই অর্থ পোশাক খাতের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অর্থায়ন করা হবে চারটি স্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো হলো: সিটি ব্যাংক লিমিটেড, সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড, ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড, এবং আইডিএলসি ফিন্যান্স লিমিটেড।

সেই অনুসারে, ইডকল জিসিএফের কাছে একটি ধারণাপত্র জমা দিয়েছিল। সেখানে এই কর্মসূচি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্প প্রস্তুতির জন্য তহবিলের (পিপিএফ) আবেদনও জমা দেওয়া হয়েছিল। পিপিএফ আবেদন অনুমোদনের ফলে অর্থায়ন প্রস্তাব তৈরি করার কাজে জিসিএফ প্রকল্প প্রস্তুতির কার্যক্রমের জন্য অর্থ দিয়েছে। এই কাজের মাধ্যমে ইডকল জিসিএফের জন্য অর্থায়ন

প্রস্তাব তৈরি করতে প্রয়োজনীয় প্রকল্প-নির্দিষ্ট তথ্য সৃষ্টি করবে। কেপিএমজি ইন্ডিয়া, রাহমান রাহমান হক (কেপিএমজি বাংলাদেশ), এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সি৩ইআর এই প্রস্তাব তৈরিতে ইডকলকে সহায়তা করছে।

কর্মসূচির পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন পরিচালনার লক্ষ্যে কারখানা জরিপ, বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা, মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (কেআইআই), একই রকম অন্য প্রকল্পগুলোর পরিবেশগত মূল্যায়ন প্রতিবেদনের পর্যালোচনা ইত্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০টি বাছাইকৃত তৈরি পোশাক কারখানায় জরিপ করা হয়েছে। বিদ্যমান গবেষণার ওপর পর্যালোচনায় মূলত নজর দেওয়া হয়েছে বিদ্যমান নীতি, আইন, প্রক্রিয়া, এবং বাংলাদেশ সরকার, জিসিএফ এবং বিশ্বব্যাংকের বাস্তবচর্চা ওপর, এবং পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রায়োগিক নীতির ওপর।

বাংলাদেশ সরকার এবং সবুজ জলবায়ু তহবিলের (জিসিএফ) শর্ত মেনে পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএসএমএফ) প্রস্তুত করা হয়েছে। যেহেতু প্রকল্পটি এখনও বিকাশমান পর্যায়ে আছে, তাই নির্দিষ্ট স্থান, আকার, এবং উপ-প্রকল্পগুলোর পরিধি এখনও স্পষ্ট হয়নি, এবং উপ-প্রকল্পগুলোর বিস্তারিত বিবরণ চূড়ান্ত করা হবে প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে গিয়ে। এভাবেই উপ-প্রকল্প পর্যায়ে পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়গুলো যাচাই-বাছাই ও মূল্যায়ন এবং গবেষণার নির্দিষ্ট স্থান সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার (ইএসএমএস) জন্য নির্দেশিকা প্রদানের লক্ষ্যে ইএসএমএফ তৈরি করা হয়েছে। ইএসএমএফের মাধ্যমে পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়গুলো বিবেচনার জন্য প্রয়োজনীয় পটভূমি প্রদান করবে, কর্মসূচির নকশায় থাকা প্রকল্প কার্যক্রমের সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক বিবেচ্য বিষয়ের তালিকা প্রদান করবে, যেন পরিবেশগত ও সামাজিকভাবে টেকসই বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। এটা পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ণ (ইএসআইএ) পরিচালনা, এবং প্রকল্পের যেকোন নেতিবাচক সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব কমানোর উদ্দেশ্যে পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএসএমপি) প্রস্তুত করার নির্দেশিকা প্রদান করবে।

এই প্রতিবেদনের জন্য বিদ্যমান জাতীয় নীতি ও আইন, পরিবেশের ওপর আন্তর্জাতিক কর্মপরিকল্পনা, সামাজিক ও জ্বালানি দক্ষতার পাশাপাশি স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান (ইডকল) এবং জিসিএফের পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা নীতিগুলো পর্যালোচনা করা হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো, ১৯৯৭ সালের ইসিআর এবং আইএফসির কার্যদক্ষতা মানদ-ের সঙ্গে ইএসএমএসের সাযুজ্য থাকতে হবে। ১৯৯৭ সালের পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিতে পোশাক ও সোয়েটার উৎপাদনকে ‘অরেঞ্জ বি’ শ্রেণিতে ফেলা হয়েছে। কর্মসূচির কার্যক্রমের সম্ভাব্য নেতিবাচক পরিবেশগত এবং/অথবা সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাবকে আলাদাভাবে অথবা পুঞ্জিভূতভাবে সাধারণত স্থান-নির্দিষ্টভাবে তাৎক্ষণিক বিবেচনায় আনা হয়েছে, যা

বহুলাংশে সংশোধনযোগ্য। এটা করা হয়েছে পর্যাপ্ত নীতি বাস্তবায়ন এবং কর্মক্ষেত্রের মানদন্ডের মাধ্যমে। সেজন্য এটাকে জিসিএফের ঝুঁকি শ্রেণিবিভাগে 'বি' শ্রেণিভূক্ত করা হয়েছে। তবে, যেহেতু আর্থিক মধ্যস্থতাকে বিনেয়োগ প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা হবে, তাই জিসিএফের নির্দেশিকা অনুযায়ী এই কর্মসূচিকে মধ্যম পর্যায়ের মধ্যস্থতা হিসেবে, অথবা আই২ হিসেবে শ্রেণিভূক্ত করা হবে। আইএফসির পিএস অনুযায়ী, এই প্রকল্পকে পিএস১-৪-এর সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে; যেহেতু এই প্রকল্পে পুনর্বাসন, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, এবং জীববৈচিত্র্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কোন বিষয় নেই, তাই পিএস৫-৮ নির্দিষ্ট এই প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য নয়।

সর্বশেষ ব্যবহারকারী এক্ষেত্রে সরকারি বিধি (আইন, অধ্যাদেশ, বিধান ইত্যাদি) এবং জিসিএফের প্রায়োগিক নীতি ও নির্দেশিকা অনুসরণ করবে। উপ-প্রকল্পের পরিকল্পনা ও নকশা প্রনয়ণের সময় তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিক ও কমিউনিটির মানুষদের পাশাপাশি বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। তাছাড়াও, বিভিন্ন বিপন্ন জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও জেন্ডার বিষয়ক অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করতে বিশেষ নজর দেওয়া হবে। পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব বিষয়ে জিসিএফের পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষার (ইএসএস) মানদন্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্য ইএসএমএসকে পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (ইএসআইএ) ও ইএসএমপি অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। মূল্যায়নের ফলাফলের ভিত্তিতে ইএসএমপি এমনভাবে নকশা করা হবে যেন পদক্ষেপগুলো ঠিকমতো বর্ণিত হয়, দায়িত্ব সংজ্ঞায়িত হয় এবং প্রতিটি কাজের টাইমলাইন ও সম্পদ চিহ্নিত করা হয়। যেখানে উপ-প্রকল্পে বিদ্যমান সুবিধা জড়িত, সেখানে পরিবেশগত ও সামাজিক নিরীক্ষা প্রয়োজন হতে পারে, এবং সেই অনুযায়ী ইএসএমপিতে প্রতিকার, ক্ষতিপূরণ অথবা যেকোন পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়ের অবশিষ্টাংশ যুক্ত করতে হবে। জিসিএফের অর্থায়নে পরিচালিত কর্মকা-ের সামগ্রিক পরিকল্পনা, নকশা, সম্পদ প্রদান এবং বাস্তবায়নের মধ্যে ইএসএমপি অন্তর্ভূক্ত করতে হবে, এবং ইএসএমএসে সেগুলোর প্রতিফলন থাকতে হবে।

ইএসএমপিতে মূলত পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়ের সম্ভাব্য প্রভাবের ওপর নজর দেওয়া হয়। কারখানা ও লাগোয়া কমিউনিটি দুটোতেই এই নজর দেওয়া হয়। পরিবেশগত বিষয়ের মধ্যে রয়েছে জ্বালানির ভোগ, বায়ু, পানি, শব্দ, মাটির দূষণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা। সামাজিক বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে শ্রম ও কাজের পরিবেশ, লিঙ্গ, জাতি ও ধর্মনির্বিশেষে সবার সমান অধিকার, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা, কমিউনিটির স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা, যৌন নিপীড়ন ও সংঘাত। তাছাড়াও, কর্মসূচি পর্যায়ে অভিযোগ প্রতিকার পদ্ধতি (জিআরএম) এবং অংশীজনের সম্পৃক্ততা পরিকল্পনা (এসইপি) থাকতে হবে ইএসএমএস-এ। জিআরএম এবং এসইপিতে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে বিপন্ন নারী ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীসহ বিভিন্ন

অংশীজন ও আক্রান্ত কমিউনিটির দৃষ্টিভঙ্গি কর্মসূচি পর্যায়ের ফলাফলে প্রতিফলিত হচ্ছে। পিআইইউ জিআরএমকে পর্যবেক্ষণ করবে এবং এলএফআই ও এ.ই.-এর কাছে যথাসময়ে অবগত করবে।

ইএসএমএসের আওতায় শর্তানুসারে কমপ্লায়েন্স কার্যকরভাবে পর্যবেক্ষণ করার লক্ষ্যে (প্রস্তুতকৃত ইএসএমপির সঙ্গে পর্যবেক্ষণ কমপ্লায়েন্সসহ) একটি শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রতিটি উপ-প্রকল্পে একটি পর্যবক্ষেণ ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা থাকতে হবে যেন কার্যক্রমগুলোর সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা যায়। উপ-প্রকল্প পর্যায়ে ইএসএমএসের পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটকে (পিআইইউ) দায়িত্ব দেওয়া হবে। উপ-প্রকল্পের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য চারটি এলএফআই-এর প্রতিটির জন্য একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ) থাকবে। এফআই-এর কাজ হলো যাচাই-বাছাইয়ের প্রতিবেদন, ইএসআইএ, বিভিন্ন পর্যায়ে করা পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন, অংশীজনদের সম্পৃক্ততার প্রতিবেদন সংগ্রহ করা, এবং ক্লায়েন্টদের ইএস কার্যদক্ষতা পর্যবেক্ষণ করা এবং এ.ই.-এর কাছে প্রতিবেদন জমা দেওয়া। এ.ই.-এর কাছ থেকে নির্দেশনা পাওয়ার পর জিসিএফ ও এই-এর ওয়েবসাইটে চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে। স্থানীয় অংশীজনদের সুবিধার্তে, ইএসআইএ এবং ইএসএমপি প্রতিবেদনগুলো বাংলায় সংক্ষিপ্ত আকারে প্রস্তুত করা হবে এবং ইংরেজি ও বাংলা দুটো সংস্করণই এ.ই. এবং জিসিএফের ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে।

১ ভূমিকা

১.১ পটভূমি

১. বাংলাদেশ একটি দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি। গত ১০ বছর ধরে দেশটির গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশ, যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রায় ৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। প্রত্যাশা করা যাচ্ছে যে ২০১৯-২০ অর্থবছরেও দেশটি ৮ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি ধরে রাখবে এবং এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনীতি হিসেবে আবির্ভূত হবে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে নেতৃত্ব দিচ্ছে শিল্প খাত। ২০০৮ থেকে ২০১৮ সময়কালে শিল্পখাতে যথাক্রমে ৬ শতাংশ থেকে ১২ শতাংশ প্রবৃদ্ধিতে উন্নীত হয়েছে। অন্যদিকে কৃষি ও সেবাখাতে একই সময়কালে প্রবৃদ্ধি ছিল ৭ শতাংশের কম।২ এর ফলে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি থেকে বাংলাদেশ শিল্পভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। জিডিপিতে শিল্পখাতে অবদান ২৭ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৩৪ শতাংশ। অন্যদিকে কৃষি ও সেবাখাতে যথাক্রমে চার ও সাত শতাংশ হারে জিডিপিতে অবদান কমেছে।২

২. শিল্পখাতের মধ্যে তৈরি পোশাক খাত হলো নেতৃস্থানীয় উপখাত। ২০১৭-১৮ সালে জিডিপিতে এই খাতের অবদান ছিল প্রায় ১১ শতাংশ। এই খাত বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানি খাত। গত তিন দশকে এই খাতে অভূতপূর্ব প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে মোট রপ্তানিতে এই খাতের অবদান ছিল ৪ শতাংশ, যা ২০১৭-১৮ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ৮৪ শতাংশ।২

৩. কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়ে এই খাত প্রধান ভূমিকা পালন করে। এই খাতে প্রায় ৪৪ লক্ষ শ্রমিক কাজ করছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এই খাত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এ খাতের মোট শ্রমশক্তিতে নারী রয়েছে প্রায় ৮০ শতাংশ। ক্ষুদ্র শিল্পগুলোর যোগাযোগ বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রেও এই খাত কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করছে, কারণ ডায়িং, ছাপা, জিপার, লেবেলের মতো যন্ত্রাংশের ৯৯ শতাংশ উৎপাদিত হয় বাংলাদেশে। এর ফলে পরোক্ষ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। এর মাধ্যমে এই খাত দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, এবং দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখছে।

৪. বাংলাদেশের জ্বালানি খাতে, আবাসিকের পরে সবচেয়ে বেশি জ্বালানির প্রয়োজন হয় শিল্প খাতে। ২০১৬ সালের পাওয়া উপাত্তে দেখা যায় , দেশের মোট জ্বালানি চাহিদার ২৭ শতাংশ হলো শিল্পখাতের। শিল্প খাতের এই হার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। প্রথম হলো আবাসিক জ্বালানি চাহিদা। ২০১৪ সালের খাতওয়ারি

জ্বালানি চাহিদা থেকে দেখা যায় যে শিল্পখাতের চাহিদা বেড়েছে, এবং আবাসিক খাতের চাহিদা কমেছে। এখান থেকে বোঝা যায় যে বাংলাদেশে শিল্পখাতে জ্বালানি চাহিদা ক্রমবর্ধমান।

৫. বিভিন্ন ধরণের শিল্পখাতের উপখাতে জ্বালানি সাশ্রয়ের সুযোগ থাকলেও, তৈরি পোশাক খাতে সাশ্রয়ের বিশেষ সুযোগ রয়েছে। আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে শিল্পখাতের মোট জ্বালানি ভোগের প্রায় ৩০ শতাংশের ভোক্তা হলো যৌথভাবে তৈরি পোশাক ও টে· টাইল খাত।

৬. সাধারণ কোন একটি উৎপাদক কোম্পানির ২৫ শতাংশ খরচ হয় জ্বালানি বাবদ। আবার যেসব কোম্পানি জ্বালানি ভিত্তিক, সেখানে এই হার আরও বেশি। জ্বালানি দক্ষতার কর্মসূচি গ্রহণ করলে তিন বছরের মধ্যে এই খরচ ১০ শতাংশ থেকে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কমানো সম্ভব। এই কর্মসূচি গ্রহণ করলে জ্বালানি ভোগ ও গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমন কমানোর পাশাপাশি নির্দিষ্ট শিল্পের উৎপাদনশীলতাও বৃদ্ধি পায়। রক্ষণাবেক্ষণ, মালামাল, বর্জ্য, এবং ঝুঁকি কমলে যে পরিমাণ পরোক্ষ সাশ্রয় হয়, তাতে সুবিধা বৃদ্ধি পায়, সঙ্গে জ্বালানি খরচও অর্ধেক কমে যায় বেশ কার্যকরভাবেই। বহু দেশে কর কমানো এবং সরকারি প্রণোদনা এই সাশ্রয় আরও বাড়ায়। বেশিরভাগ সাশ্রয় হয় যন্ত্রপাতি ও প্রক্রিয়াগত বিষয় থেকে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে সাধারণত জ্বালানি দক্ষতাবিষয়ক পদক্ষেপগুলো হলো কার্যকর মটর, ড্রাইভ, বয়লার, ফার্নেস, পাম্প, কমপ্রেসর, এবং ভেন্টিলেশন ও তাপ ব্যবস্থা। জ্বালানি পুনর্উদ্ধারের ব্যবস্থা থাকলে চাহিদা কমাতে সাহায্য করে। শিল্প খাতে দক্ষতা বৃদ্ধি পেলে কোম্পানি ও অর্থনীতির জন্য বহুমূখী সুবিধা সৃষ্টি হয়।

৭. তৈরি পোশাক খাতের প্রেক্ষাপটে, জ্বালানি দক্ষতাবিষয়ক (ইই) পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। তবে, জ্বালানি দক্ষতাবিষয়ক পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে বেশ কিছু বাধা রয়েছে। সেজন্য এখান থেকে সৃষ্ট সুবিধাগুলো কাজে লাগানো যাচ্ছে না। একটি প্রধান বাধা হলো জ্বালানি দক্ষতাবিষয়ক যন্ত্রপাতির উচ্চমূল্যের অর্থ পেতে ছাড় দেওয়া অর্থায়ন সহজলভ্য না হওয়া এবং টাকা পরিশোধের দীর্ঘমেয়াদ না থাকা। এছাড়াও জ্বালানি দক্ষতাবিষয়ক সহজলভ্য বিকল্পগুলো সম্পর্কে সীমিত তথ্য। প্রস্তাবিত কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো প্রধান এই বাধাগুলো দূর করা। সেটা করার ক্ষেত্রে পোশাক খাতের উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোকে জ্বালানি-সাশ্রয়ী প্রযুক্তির জন্য বিনিয়োগ পেতে আর্থিক সম্পদের মাধ্যমে সহায়তা দেওয়া হবে। এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন সহজতর করতে সবুজ জলবায়ু তহবিলের (জিসিএফ) কাছে ইডকল আর্থিক সহায়তার আবেদন করেছে।

৮. জিসিএফ থেকে ইডকল ছাড় দেওয়া ঋণের ব্যবস্থা করে সেগুলো বাছাইকৃত স্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে (এলএফআই) এসব ঋণে প্রবেশাধিকার দিবে, যেখান থেকে উপকারভোগীদের জ্বালানি-সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি গ্রহণের অর্থায়ন করা হবে। জিসিএফ তহবিলের অবিচ্ছেদ্য শর্ত হিসেবে সহ-

অর্থায়নের উৎসগুলোকেও চিহ্নিত করা হবে যারা এই কর্মসূচির আর্থিক সংস্থানে অবদান রাখবে। পোশাক শিল্পের স্পনসরসহ এসব সহ-অর্থায়নের উৎসগুলোকে এলএফআই হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৯. জ্বালানি-সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি এবং প্রযুক্তি কেনার খরচ ঋণের আওতাধীন। উপকারভোগীরা এই ঋণের মাধ্যমে জ্বালানি-সাশ্রয়ী প্রযুক্তি কেনা, স্থাপন করা এবং ব্যবহার করবে। তাই, এলএফআই-গুলো হবে অর্থ ধারকারী ও নির্বাহী প্রতিষ্ঠান (ইই)। আর উপকারভোগীরা হলো এই কর্মসূচির বাস্তবায়ন প্রতিষ্ঠান (আইই)।

১০. এলএফআই-গুলোর শিল্পখাতে অবদান, ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা এবং জ্বালানি-দক্ষ প্রযুক্তিতে অর্থায়নের অভিজ্ঞতা (সবুজ অর্থায়নের অভিজ্ঞতাও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে), এবং আন্তর্জাতিক তহবিল নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতার (সরাসরি এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে পুনর্অর্থায়নকৃত) ভিত্তিতে ইডকল চারটি এই ধরণের প্রতিষ্ঠান (সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড, সিটি ব্যাংক লিমিটেড, ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড, এবং আইডিএলসি ফাইন্যান্স লিমিটেড) বাছাই করেছে। প্রতিটি এলএফআই যে ধরণের গ্রাহককে বা বাজারকে সেবা দিয়ে থাকে, সেটাও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে যেন এই কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন ধরণের তৈরি পোশাক কারখানাকে অন্তর্ভূক্ত করা যায়।

১১. কর্মসূচির ধারণাপত্রের প্রাথমিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী প্রাক্কলন করা হয়েছে যে এই কর্মসূচির জন্য জিসিএফ থেকে ২৫০-১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং সহ-অর্থায়ন উৎসগুলো থেকে ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দরকার। এই পর্যায়ে বিতরণ সময়কাল ধরা হয়েছে পাঁচ বছর আর ঋণ পরিশোধের মেয়াদকাল ধরা হয়েছে সর্বোচ্চ ২০ বছর।

১.২ পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোর ভিত্তি (ইএরএমএফ)

১২. যেহেতু এই প্রকল্প এখনও বিকাশমান পর্যায়ে রয়েছে, তাই সঠিক স্থান, আকার, এবং উপপ্রকল্পগুলোর পরিধি এখনও স্পষ্ট নয়। কর্মসূচি বাস্তবায়ন পর্যায়ে গিয়ে উপপ্রকল্পগুলোর বিস্তারিত বিবরণ চূড়ান্ত করা হবে। এভাবেই পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএসএমএফ) তৈরি করা হয়েছে যেন উপপ্রকল্প পর্যায়ে পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়গুলো যাচাই-বাছাই এবং মূল্যায়ণ করার নির্দেশিকা পাওয়া যায়, এবং স্থান-নির্দিষ্ট পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা (ইএসএমএস) প্রস্তুত করা যায়। প্রকল্পের নকশায় পরিবেশগত ও সামাজিক দিকগুলো একীভূত করার জন্য প্রাসঙ্গিক নীতি, নির্দেশিকা, অনুশীলন রীতি, এবং প্রক্রিয়া বিবেচনায় নেওয়ার বিষয়ও ইএসএমএফ-এর মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইএসএমএফ-এ যেসব সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়গুলো রাখা হয়েছে, সেগুলোর তালিকা ব্যবহার এবং নীতি ও প্রক্রিয়া মানলে তা চূড়ান্ত দেনাকারীকে

সাহায্য করবে। অর্থাৎ জিসিএফ-এর সুরক্ষা নীতি এবং এ সম্পর্কিত সরকারি নীতি, এবং সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান ও প্রক্রিয়ার আওতায় প্রাসঙ্গিক বিধানের সঙ্গে তৈরি পোশাক কারখানাগুলোর কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে।

১৩. জিসিএফ-এর আওতায় উপপ্রকল্পগুলোর তহবিল প্রাপ্তি যেন নিশ্চিত হয়, সে লক্ষ্যে ইএসএমএফ তৈরি করা হয়েছে জিসিএফ-এর পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা নীতি, এবং বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশগত ও সামাজিক আইনকানুনের সঙ্গে সামাঞ্জস্য রেখে। ইএসএমএফ পরিবেশগত ও সামাজিক বিবেচনার প্রয়োজনীয় পটভূমি প্রদান করবে এবং কর্মসূচির কার্যক্রমে বিবেচ্য এবং প্রোথিত যেসব সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়গুলো রয়েছে, তার তালিকা প্রদান করবে। এর উদ্দেশ্য হলো পরিবেশগত ও সামাজিকভাবে টেকসই বাস্তবায়ন সম্ভব করা। এখান থেকে পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন পরিচালনা, এবং পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা পরিচালনার নির্দেশিকা পাওয়া যাবে, যেন উপপ্রকল্পের যেকোন ধরণের সামাজিক ও পরিবেশগত নেতিবাচক প্রভাব প্রশমন করা যায়।

১৪. প্রয়োজনীয় পরিবেশগত ও সামাজিক রীতির কমপ্লায়েন্সের পর্যবেক্ষণ ও দেখভাল করার ক্ষেত্রে সহায়তা করতে যে কোন ধরণের পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষার শর্তাবলি প্রস্তুত করার ক্ষেত্রেও নির্দেশিকা পাওয়া যাবে এই ইএসএমএফ থেকে। সেজন্য, জিসিএফ প্রকল্পগুলোর আওতায় যেসব কর্মকাণ্ড চিন্তা করা হয়েছে, সেগুলো পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের সঠিক পরিবেশগত কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এই ইএসএমএফ-কে অবশ্যই একটি নমুনা ও নির্দেশিকা হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

১.৩ ইএসএমএফ-এর উদ্দেশ্য ও সাধারণ নীতি

১.৩.১ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএমএফ)

১৫. ইএমএফ-এর উদ্দেশ্য হলো এটা নিশ্চিত করা যে প্রস্তাবিত কাজের আওতায় নিচের বিষয়গুলোতে নজর দেওয়া হবে:

- আলাদা প্রকল্প হোক বা তাদের সম্মিলিত প্রভাবই হোক, এর ফলে যেসব সম্ভাব্য নেতিবাচক পরিবেশগত প্রভাব রয়েছে, সেগুলো কমানো;
- ইতিবাচক পরিবেশগত ফলাফল বৃদ্ধি করা;
- আলোচনা ও তথ্য উš্ে§াচনের পদ্ধতি প্রদান করা;

· এটা নিশ্চিত করা যেন পরিবেশগত এবং সংশ্লিষ্ট সামাজিক বিষয়গুলো ভালভাবে মূল্যায়িত হচ্ছে এবং পরিকল্পনা, সিদ্ধান্তপ্রণয়ন এবং কর্মসূচির কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ অন্তর্ভূক্ত করা হচ্ছে;

· কর্মসূচির মাধ্যমে হস্তক্ষেপের ফলে যেন পরিবেশগতভাবে সংবেদশীল এলাকায় বাড়তি কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয়, তার সুরক্ষা দেওয়া; এবং

· জিসিএফ-এর পরিবেশগত সুরক্ষা নীতি এবং সরকারের এ সম্পর্কিত নীতি, বিধান, নির্দেশিকা, এবং প্রক্রিয়ার সঙ্গে সাযুজ্য ও আইনি সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা।

১৬. ইএমএফ-এর উদ্দেশ্য বিবেচনায়, কর্মসূচির কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ভিত্তি হবে কর্মসূচির নকশায় অন্তর্ভূক্ত নীতিসমূহ, এবং বাস্তবায়নের ব্যবস্থা। নির্বাহী প্রতিষ্ঠানের এবং বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের কাজের পরিধিতে যেসব বিষয় জড়িত তা হলো: জ্বালানি-দক্ষ যন্ত্রপাতির মূল্যায়ন, জ্বালানি-দক্ষ যন্ত্রপাতি স্থাপন বা পরিবর্তন, এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় পরিবেশগত, সামাজিক ও জেন্ডার সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

১৭. এই প্রকল্পে নিশ্চিত করা হবে, পরিবেশগত বিবেচনা যেন পরিকল্পনা ও নকশায় যথেষ্ট গুরুত্ব পায়। এই লক্ষ্যে, তহবিলের চূড়ান্ত দেনাকারী সামাজিক ও জেন্ডার বিষয়ে মূল্যায়ণের পাশাপাশি তৈরি পোশাক কারখানার একটি পরিবেশগত মূল্যায়নও করবে। এই প্রকল্পে নিশ্চিত করা হবে যে পরিবেশগত মূল্যায়নে উপপ্রকল্পের পুরো সময়কালে সম্ভাব্য সব ধরণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরিবেশগত প্রভাবের দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে। নজর দেওয়ার বিষয়গুলো হবে: নির্মাণের পূর্বাবস্থা, নির্মাণ, এবং কার্যক্রম পরিচালনা পর্যায় এবং নেতিবাচক ফলাফল কমানো ও ইতিবাচক প্রভাব বাড়ানোর জন্য প্রশমন পদক্ষেপ নেওয়া।

১৮. চূড়ান্ত ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট সরকারি বিধি (আইন, অধ্যাদেশ, বিধান ইত্যাদি) এবং জিসিএফ-এর প্রায়োগিক নীতি ও নির্দেশিকা অনুসরণ করবে। প্রকল্পের পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়নের সময় তৈরি পোশাক খাত ও কমিউনিটির মানুষের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক অংশীজনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। এছাড়াও, বিভিন্ন বিপন্ন জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ এবং জেন্ডার অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেওয়া হবে।

১.৩.২ সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো (এসএমএফ)

১৯. সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোর (এসএমএফ) নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে এমনভাবে যেন এর মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন ও সুরক্ষা বিষয়ে প্রয়োজনীয় কমপ্লায়েন্সগুলো মূলধারায় আনার ক্ষেত্রে নির্বাহী প্রতিষ্ঠানের (ইই) নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করতে পারে। প্রয়োজনীয় কমপ্লায়েন্সগুলো হবে জাতীয় আইন এবং প্রকল্পের স্থান নির্ধারণ, নকশা এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জিসিএফ-এর প্রায়োগিক নির্দেশিকায় থাকা সাধারণ নীতি, মূলনীতি, এবং প্রক্রিয়া। এসএমএফ-এর নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো নিচে দেওয়া হল:

· তৈরি পোশাক কারখানায় জ্বালানি-দক্ষ পদক্ষেপগুলো প্রচলনের সামাজিক উন্নয়ন ফলাফল বৃদ্ধি করা।

· যতটুকু সম্ভব শ্রমশক্তি ও জেন্ডার বিষয়ের ওপর প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া বা কমানো।

· নেতিবাচক প্রভাবগুলো চিহ্নিত করে প্রশমন করা। অর্থাৎ সেসব নেতিবাচক প্রভাব, যেগুলো মানুষের ওপর পড়তে পারে। এছাড়া সাংস্কৃতিকভাবে, সামাজিকভাবে এবং অর্থনৈতিকভাবে যথাযথ পদক্ষেপের মাধ্যমে জীবিকার ক্ষতির বিরুদ্ধেও সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

· আক্রান্ত মানুষ ও তাদের কমিউনিটির সঙ্গে পর্যাপ্ত আলোচনার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সামাজিক উন্নয়ন ও সুরক্ষা বিষয়ক কমপ্লায়েন্স পদক্ষেপ তৈরি করা, এবং

· জেন্ডার বিষয়ে প্রভাব রয়েছে এমন বিষয়সহ সামাজিক সুরক্ষা ও অন্যান্য সামাজিক বিষয়ে প্রাসঙ্গিক সরকারি নীতি এবং জিসিএফ-এর নীতির সঙ্গে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা।

২০. উল্লেখিত উদ্দেশ্যগুলো বিবেচনায়, সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো এমনভাবে প্রস্তুত করা হবে যেন এই এসএমএফ-এর বর্ণিত মূলনীতি, নির্দেশিকা ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় এবং বাস্তবায়ন করা হয়। এই কর্মসূচির আওতায় থাকা প্রকল্পের নির্দিষ্ট শর্ত অনুসারে বিভিন্ন ধরণের মূল্যায়ন পরিকল্পনা থাকতে পারে। এসএমএফ-এর প্রস্তুতি পর্বে, চূড়ান্ত ঋণগ্রহীতা উপপ্রকল্পের উদ্দেশ্য, পরিধি ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক প্রভাব বিষয়ে কমিউনিটি এবং অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা করবে। এছাড়াও, চূড়ান্ত ঋণগ্রহীতা সম্ভাব্য সামাজিক সুরক্ষার বিষয়গুলো চিহ্নিত করার জন্য এবং ব্যাংকের ওপি ৪.১২ এবং ওপি ৪.১০-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রশমন পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নের জন্য সকল স্থানের সামাজিক যাচাই-বাছাই পরিচালনা করবে।

১.৪ ইএসএমএফ-এর সার্বিক কাঠামো

২১. এই কাঠামো তৈরি করা হয়েছে কর্মসূচির নির্বাহী প্রতিষ্ঠান ও বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য, যা চার ভাগে বিভক্ত এবং পরিশিষ্ট দ্বারা সমর্থিত। নিচের টেবিলে এই প্রতিবেদনের ভাগ ও অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে যা একটি অপরটির সঙ্গে সম্পৃক্ত:

ভাগের নাম বিবরণ এই দলিলের প্রাসঙ্গিক অধ্যায়

ভাগ ক: সাধারণ পর্যালোচনা * দেশে বিদ্যমান আইনি, নিয়ন্ত্রণমূলক এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

* পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক বহুজাতিক, যেমন জিসিএফ ও বিশ্বব্যাংকের সুরক্ষা নীতিসমূহ * অধ্যায় ২: কর্মসূচির বিবরণ

* অধ্যায় ৩: নীতি, আইনি ও প্রশাসনিক কাঠামো

ভাগ খ: পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (ইএসআইএ) উপপ্রকল্পের জন্য সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন গ্রহণের প্রক্রিয়া * অধ্যায় ৪: পরিবেশগত মূল্যায়ন

* অধ্যায় ৫: সামাজিক মূল্যায়ন

ভাগ গ: মূল্যায়নের জন্য সহায়ক কার্যক্রম পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নে সহায়ক কার্যক্রমের বিবরণ যেমন:

* পরিবেশগত ও সামাজিক যাচাই-বাছাই

* অন্যান্য উপপ্রকল্পের নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া

* অভিযোগ প্রতিকার

* অংশীজনের অংশগ্রহণ ও তাদের সঙ্গে আলোচনা * অধ্যায় ৬: নির্দিষ্ট প্রকল্প ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

* অধ্যায় ৭: অভিযোগ প্রতিকার পদ্ধতি (জিআরএম)

* অধ্যায় ৮: আলোচনা ও অংশগ্রহণ

ভাগ ঘ: পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএসএমপি) সুরক্ষা কমপ্লায়েন্স পর্যবেক্ষণ করতে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাসহ উপপ্রকল্পগুলোর মূল্যায়নের ভিত্তিতে পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি করা বিষয়ে নির্দেশিকা * অধ্যায় ৯: পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

* অধ্যায় ১০: সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

* অধ্যায় ১১: সুরক্ষা কমপ্লায়েন্স এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

পরিশিষ্ট ভাগ ক থেকে ঘ-তে উল্লেখিত ডকুমেন্টগুলো তৈরিতে সহায়তা দিতে সহায়ক ডকুমেন্ট

* পরিশিষ্ট ৪: পরিবেশগত যাচাই-বাছাইয়ের তালিকা

* পরিশিষ্ট ৫: পরিবেশগত অনুশীলন রীতি (ইকপ)

* পরিশিষ্ট ৬: পরিবেশগত পর্যবেক্ষণ তালিকা

* পরিশিষ্ট ৭: অর্ধবার্ষিকী পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনের নমুনা

* পরিশিষ্ট ৮: ক্ষোভ বিষয়ে সাড়া প্রদানের ফরম

* পরিশিষ্ট ৯: সামাজিক সুরক্ষার বিষয়গুলোর ফরম, যেখানে সামাজিক যাচাই-বাছাইয়ের তালিকা অন্তর্ভূক্ত

২ কর্মসূচির বিবরণ

২.১ কর্মসূচির সারাংশ

২২. বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত হলো নেতৃস্থানীয় উপ-খাত। ২০১৭-১৮ সালে দেশের জিডিপিতে এ খাতের অবদান ছিল প্রায় ১১ শতাংশ। বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় রপ্তানি খাত এটি। গত তিন দশকে এ খাতে অভূতপূর্ব প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। যদিও তৈরি পোশাক খাত প্রবৃদ্ধির যাত্রা অব্যহত রেখেছে, কিন্তু বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতাও রয়েছে এ খাতের সামনে। এগুলো অতিক্রম করা না গেলে, ২০২১ সালের মধ্যে ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানি সংগঠন (বিজিএমইএ), তা অর্জন করা কঠিন হবে। এসব প্রতিবন্ধকতার মধ্যে রয়েছে জ্বালানি খরচের উর্ধ্বগতি, ক্রমবর্ধমান শ্রমিক মজুরি, শ্রমিকের উৎপাদনশীলতার নিু মান, অনুন্নত দেশের তালিকা থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ এবং গ্রাহকদের কাছ থেকে টেকসই উৎপাদনের ক্রমবর্ধমান দাবি।

২৩. যোগান ও চাহিদার এসব বিষয়গুলো বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের প্রধান প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা নষ্ট করবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, যেমন ভবিষ্যতে কম উৎপাদন খরচ। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা, প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা পুনর্বহাল করা, এবং গ্রাহকদের পরিবর্তিত অগ্রাধিকারের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হলে জ্বালানি দক্ষতার ধারণা হতে পারে একটি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা।

২৪. এই উপ-খাতে মোট শিল্প জ্বালানির ১৫.৪ শতাংশ ব্যবহৃত হয়। পুরো শিল্পখাতে বাংলাদেশের বার্ষিক জ্বালানি ভোগের ৪৯ শতাংশ ব্যবহৃত হয়। তবে, ক্রমবর্ধমান ভোগের মানে এই না যে তৈরি পোশাক খাতে জ্বালানির দক্ষ ব্যবহার ঘটবে। এ খাতে জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ (ঊঙ্ঈ) পদক্ষেপ নিলে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত জ্বালানি ভোগ কমাতে পারে। এর ফলে বহুমূখী সুবিধা পাওয়া যাবে, যেমন উৎপাদন খরচ কমবে, গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমন কমবে, এবং উৎপাদনশীলতা বাড়বে। তবে, বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে জ্বালানি দক্ষতা বিষয়ক পদক্ষেপ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বেশ কিছু বাধা রয়েছে, যেমন ব্যবস্থাপনার সীমিত প্রতিশ্র “তি, জ্বালানি দক্ষতা বিষয়ক পদক্ষেপ সম্পর্কে সীমিত কারিগরি ও বাজারভিত্তিক জ্ঞান, পর্যাপ্ত অনুকরণীয় উদাহরণের অভাব, উচ্চপুঁজি বিনিয়োগের শর্ত, অর্থায়নের ক্ষণস্থায়ী উৎস, ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে জটিল কারিগরি শর্ত, জ্বালানি দক্ষতা বিষয়ক ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে সীমিত কিছু ব্যাংক থাকা এবং জ্বালানি দক্ষতা বিষয়ক উপপ্রকল্পগুলো মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ব্যাংকে সীমিত সক্ষমতা।

২৫. জিসিএফ-এর অর্থায়নের বর্তমান এই কর্মসূচিতে এসব বাধা দূর করার চেষ্টা করা হবে, যেমন জ্বালানি-দক্ষ যন্ত্রপাতি কেনার ক্ষেত্রে সুবিধাজনক ঋণ পাওয়ার সহজলভ্যতা না থাকা, অর্থ পরিশোধের দীর্ঘমেয়াদ না থাকা, এবং জ্বালানি দক্ষতা বিষয়ে বিকল্পগুলো সম্পর্কে পর্যাপ্ত বাজারসুবিধার তথ্য না থাকা। প্রস্তাবিত কর্মসূচির আওতায় প্রধান এসব বাধা দূর করা হবে। এক্ষেত্রে পোশাক খাতের উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোকে আর্থিক সুবিধা দিয়ে জ্বালানি-সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ক্রয়ে বিনেয়োগ পেতে সাহায্য করা হবে। সেই অনুসারে, কর্মসূচির নকশায় দুটো অংশ রয়েছে:

অংশ ১: কারিগরি সহায়তা কার্যক্রম (টিএ কমপোনেন্ট)

২৬. এই অংশ বা কমপোনেন্টের মাধ্যমে জ্বালানি দক্ষতা বিষয়ে বাজার সম্পর্কে ধারণা আরও উন্নত করা হবে এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সহায়তা প্রদান করা হবে। এই লক্ষ্যে জ্বালানি দক্ষতাবিষয়ক যন্ত্রপাতির যোগানদাতা বা উৎপাদক এবং জ্বালানি দক্ষতার বিনিয়োগের পেছনে থাকা সিদ্ধানগ্রহণকারী, যেমন তৈরি পোশাক কারখানার মালিক, এই দুই পক্ষের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা হবে। এর মাধ্যমে এই বিষয়ে তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া যাবে এবং কারখানার মালিকদের যেকোন

প্রশ্নের জবাবও দেওয়া যাবে। জ্বালানি দক্ষতা বিষয়ে পদক্ষেপ বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে নীতি নির্ধারকদেরও অবহিত করা হবে এবং এসব বাধা দূর করার ক্ষেত্রে সহায়ক সক্ষম নীতি ও বিধি প্রণয়নে নির্দেশিকা দেওয়া হবে।

২৭. এর পাশাপাশি টিএ-এর পরামর্শকরা বাজার বিকাশের কার্যক্রম পরিচালনা করবে। যেমন তারা প্রযুক্তি মেলার আয়োজন করবে যেন তৈরি পোশাক কারখানার মালিক এবং প্রযুক্তি যোগানদাতাদের একই প্লাটফরমে নিয়ে আসা যায়। এছাড়াও, জ্ঞান ব্যবস্থাপনা, ব্যবসায় নেটওয়ার্ক তৈরি করা, প্রশ্ন ব্যবস্থাপনা, ঋণ আবেদন প্রক্রিয়া এবং স্বয়ংক্রিয় কর্মসূচি পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার জন্য একটি ডিজিটাল প্লাটফরম চালু করার চিন্তা করা হয়েছে। এই ডিজিটাল প্লাটফরমের মাধ্যমে আশা করা যায় যে তৈরি পোশাক খাতে জ্বালানি দক্ষতা গ্রহণে অনুপ্রেরণা জোগাবে, যা এই কর্মসূচি শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও অব্যহত থাকবে।

২৮. এটা আশা করা যায় যে এই ধরণের সক্ষমতা অর্জনকারী কার্যক্রম ছাড়া শুধু ছাড় দিয়ে ঋণ দিলেই অংশীজনের মধ্যে জ্বালানি দক্ষতা বিষয়ক পদক্ষেপ গ্রহণের আগ্রহ তৈরি হবে না। এছাড়াও, যেহেতু বিষয়টি এখনও বাংলাদেশে অঙ্কুরদগম পর্যায়ে আছে, তাই বাজার ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটাতে এবং তৈরি পোশাক কারখানাগুলোর যন্ত্রপাতি ক্রয়াদেশের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে এসব সহায়ক কার্যক্রম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্যই, কর্মসূচি চলাকালীন সময়ে জ্বালানি দক্ষতা বিষয়ক পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করতে এবং এই কর্মসূচি সমাপ্ত হওয়ার পরও জ্বালানি দক্ষতা বিষয়ক বাজারের স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করতে এই টিএ খুব গুরুত্বপূর্ণ।

অংশ ২: অগ্রাধিকারমূলক হারে পোশাক খাতের জন্য জ্বালানি-সাশ্রয়ী প্রযুক্তির জন্য ঋণ (ঋণ অংশ বা কমপোনেন্ট)

২৯. এই কমপোনেন্টের অধীনে একটি বাস্তবায়নযোগ্য কার্যকর পদ্ধতি তৈরি করা হয়েছে যেন সবুজ জলবায়ু তহবিল থেকে উপকারভোগীদের জন্য অর্থ আনা যায়। যেমন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান (অঊ) যেমন ইডকল, এবং নির্বাহী প্রতিষ্ঠান (ঊঊং), যেমন অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান (অর্থাৎ ব্র্যাক ব্যাংক, সিটি ব্যাংক, সাউথইস্ট ব্যাংক এবং আইডিএলসি) মাধ্যমে উপকারভোগী, অর্থাৎ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে (আইই) অর্থ দেওয়া যেন তারা তৈরি পোশাক খাতে জ্বালানি-দক্ষ যন্ত্রপাতি স্থাপন করার জন্য ছাড়ের মাধ্যমে ঋণ পেতে পারে।

৩০. এই ব্যবস্থার আওতায় জিসিএফ থেকে তহবিল নিয়ে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান তা ৪টি নির্বাহী প্রতিষ্ঠানকে ধার দিবে। প্রতিটি নির্বাহী প্রতিষ্ঠানেরই ইডকলের মাধ্যমে পরিচালিত চারটি আলাদা অ্যাকাউন্ট থাকবে।

তহবিল দেওয়া হবে মার্কিন ডলার ও বাংলাদেশি টাকায়। মুদ্রার বিষয়টি চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে জিসিএফ, স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান ও নির্বাহী প্রতিষ্ঠানের সম্মতি নেওয়া হয়েছে। যদি কোন নির্বাহী প্রতিষ্ঠান চূড়ান্ত ঋণগ্রহীতা/তৈরি পোশাক কারখানাকে মার্কিন ডলারের পরিবর্তে অন্য কোন মুদ্রায় ঋণ দেয়, তাহলে বৈদেশিক বিনিময় হারের ওঠানামার ঝুঁকি বহন করার দায়িত্ব সেই নির্বাহী প্রতিষ্ঠানের। এই লেনদেনের ক্ষেত্রে নির্বাহী প্রতিষ্ঠান একটি আলাদা জিসিএফ অ্যাকাউন্টও রাখবে। এই আলাদা অ্যকাউন্টের মাধ্যমেই তৈরি পোশাক কারখানাকে ঋণ দেওয়া এবং সেই ঋণ আদায় করা হবে। নির্দিষ্ট তারিখে নির্বাহী প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাউন্ট থেকে জিসিএফ-এর তহবিল উঠিয়ে নেওয়ার বিশেষ কর্তৃত্ব থাকবে ইডকলের কাছে। এক্ষেত্রে, নির্বাহী প্রতিষ্ঠান প্রাসঙ্গিক অ্যাকাউন্টের প্রাপ্য অর্থ নির্ধারণ করতে পারবে এবং নির্ধারিত অ্যাকাউন্টের/যেকোন নির্দিষ্ট হিসাবের দেনা/প্রাপ্য অর্থের জন্য ফ্লোটিং চার্জ তৈরির জন্য চুক্তি সই করতে পারবে। যদি টাকা পরিশোধের ক্ষেত্রে দেরি হয়, তাহলে নির্বাহী প্রতিষ্ঠান দেরির কারণ অ্যাক্রিডেটেড বা স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানকে জানাবে, এবং কিস্তি দিতে পরপর তিনবার দেরি হলে, অর্থ দেওয়া বন্ধ করে দিতে হবে।

৩১. বাস্তবায়নের জন্য নির্বাহী প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক যাচাইবাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে এবং বাছাইকৃত তৈরি পোশাক কারখানার দলিলপত্র স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের কাছে পাঠাবে ছাড়পত্রের জন্য। স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান ঋণগ্রহীতার আবেদন মূল্যায়ণ করবে একটি পূর্বনির্ধারিত তালিকার মাধ্যমে, যেখানে বিবেচনা করা হবে যে আদৌ এই আবেদন জিসিএফ-এর শর্তের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা। স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত ছাড়পত্রের পর নির্বাহী প্রতিষ্ঠান অনুমোদন দিবে এবং এরপর তৈরি পোশাক কারখানাকে ঋণ বিতরণ করবে।

৩২. এই বাস্তবায়ন ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে একটি তিন-ধাপ বিশিষ্ট কর্মসূচি পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা তৈরি করা হবে যা প্রকল্পের কার্যদক্ষতার প্রধান সূচকগুলো বিষয়ে সময়মতো তথ্য পেতে সাহায্য করবে। এই কাজটি করা হবে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান থেকে জিসিএফ-এর কাছে তথ্য দেওয়ার মাধ্যমে যা নির্বাহী প্রতিষ্ঠান ও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যম হয়ে সম্পন্ন হবে।

৩৩. ১ ও ২ নম্বর কমপোনেন্টের আওতায় যথাক্রমে ৩.৫ মিলিয়ন এবং ২১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাজেট নির্ধারিত হয়েছে। ২ নম্বর কমপোনেন্টের বাজেটের ৭১ শতাংশ, অর্থাৎ ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার নেওয়া হবে জিসিএফ থেকে, যা বিশেষ ছাড় দেওয়া ঋণ হিসেবে উপকারভোগীকে, অর্থাৎ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হবে। বাকি তহবিল দুই ভাগে ভাগ করে এক ভাগ দেওয়া হবে নির্বাহী প্রতিষ্ঠানকে (বাজার দরে ঋণ আকারে দেওয়া হবে) আর অন্য ভাগ দেওয়া হবে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে, অর্থাৎ চূড়ান্ত ঋণগ্রহীতাকে (ইক্যুটি অবদান হিসেবে)। এই কর্মসূচির ফলে বছরে ৬২.৬৭৫ টন জ্বালানি সাশ্রয় হবে এবং ০.৫৯৪ মেট্রিক টন গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমন কমবে প্রত্যক্ষভাবে। পাঁচ বছর মেয়াদি এই

কর্মসূচি বিবেচনায় মোট নির্গমন কমার প্রাক্কলন করা হয়েছে ১.৬০৪ মেট্রিক টন এবং কর্মসূচির সর্বমোট মেয়াদ বিবেচনায় নিলে, অর্থাৎ ২০ বছরে তা হবে ১১.৮৭৬ মেট্রিক টন।

৩৪. এই প্রকল্প থেকে দেখা যায় যে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে জ্বালানি দক্ষতাবিষয়ক পদক্ষেপ প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটি আমূল পরিবর্তনে সাহায্য করবে এবং শুধু একটি প্রকল্প বিনিয়োগের বাইরেও প্রভাব বিস্তারে অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে। এই প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানো বা একই রকম অন্য প্রকল্প গ্রহণের সুযোগ থাকবে। জ্ঞান আদান-প্রদান এবং শিক্ষণ, বাংলাদেশে জ্বালানি দক্ষতার জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি এবং নিয়ন্ত্রক কাঠামো ও নীতি তৈরিতে ভূমিকা রাখবে। সার্বিকভাবে, এর ফলে জলবায়ু সহনশীল উন্নয়নে অবদান রাখবে যা সংশ্লিষ্ট জাতীয় জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন কৌশল ও পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৩৫. কর্মসূচির কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পর্কিত সম্ভাব্য নেতিবাচক পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি এবং প্রভাবগুলো আলাদাভাবে বা একত্রিতভাবে সাধারণত স্থান-নির্দিষ্ট, যা বহুলাংশেই পরিবর্তনযোগ্য, এবং এগুলো সহজেই পর্যাপ্ত নীতি বাস্তবায়ন ও কর্মপরিবেশের মানদন্ডের মাধ্যমে সমাধান করা হবে। তাই, এই প্রকল্পকে জিসিএফ-এর ঝুঁকি শ্রেণিবিভাগের অধীনে 'বি' শ্রেণিভূক্ত করা হয়েছে। তবে, এই কর্মসূচিকে মধ্যম সারির মধ্যস্থতা হিসেবে শ্রণিভূক্ত করা হবে, অথবা আই২ হিসেবে, কারণ জিসিএফ-এর নির্দেশিকা অনুযায়ী আর্থিক মধ্যস্থতা যুক্ত হবে বিনিয়োগ প্রক্রিয়ায়।

২.২ কর্মসূচি এলাকা

৩৬. পোশাক খাতে ব্যাপক প্রবৃদ্ধি হওয়ায় দেশের শিল্পখাতে নেতৃত্বে রয়েছে এই পোশাক খাত। বর্তমানে, বাংলাদেশে ৪ হাজারের বেশি তৈরি পোশাক কারখানা রয়েছে (বিজিএমইএ, ২০১৯)। রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে কিছু বিদেশি কারখানা ছাড়া বেশিরভাগই দেশীয় মালিকানার। এসব কারখানার ৯৮ শতাংশই দেশের চারটি জেলায় অবস্থিত। এগুলো হলো ঢাকা (৩৮.০%), গাজীপুর (২৮.৯%), চট্টগ্রাম (১৬.১%), এবং নারায়ণগঞ্জ (১৪.৭%)।

৩৭. এই চার জেলায় বিভিন্ন শিল্প ক্লাস্টারে বেশিরভাগ তৈরি পোশাক কারখানা রয়েছে। এর কারণ ভাল অবকাঠামোগত সুবিধা থাকা, আমদানি-রপ্তানির বড় বাণিজ্য পথের সুবিধা থাকা, রসদ ও ব্যাংকিং সুবিধা থাকা এবং সহজে শ্রমিক পাওয়ার সুযোগ। এমনকি এসব অঞ্চলেও রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের (ইপিজেড) মধ্যে ও এর বাইরে তৈরি পোশাক কারখানা ছড়িয়ে আছে। মোট তৈরি পোশাক কারখানার মধ্যে মাত্র ১.৫ শতাংশ আছে ইপিজেডের ভেতরে। এর কারণ ২০১০ সালে সরকারি আইন সংশোধনের মাধ্যমে ইপিজেডের বাইরেও প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের সুযোগ করে দেওয়া। বাংলাদেশে তৈরি পোশাক

খাতের আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো প্রায় অর্ধেক কারখানাই আকারে খুব ছোট যারা ৫০০-এর কম শ্রমিক নিয়োগ দেয়। এরকম কারখানা প্রায় ৪৮.৯ শতাংশ।

৩৮. প্রস্তাবিত কর্মসূচিতে এই চার জেলার তৈরি পোশাক কারখানাগুলোকে বিবেচনায় নেওয়া হবে যেহেতু বেশিরভাগ কারখানাই এই চারটি জেলায়।

২.৩ জলবায়ু বিপন্নতা

৩৯. টে· টাইল ও অ্যাপারেল উৎপাদন খাতে দূষণ ঘটে ব্যাপক। ফলে এই উৎপাদন প্রক্রিয়ার জীবন চক্রের প্রতিটি ধাপেই ব্যাপক সম্পদের দরকার পড়ে। ন্যাচারাল রিসোর্স ডিফেন্স কাউন্সিলের (এনআরডিসি) মতে এক টন প্রস্তুতকৃত কাপড় উৎপাদন করতে গড়ে ৩০০ টন পানি দূষিত হয়। (এনআরডিসি ২০১২)।

চিত্র ২.২: ফ্যাশন ও অ্যাপারেল শিল্পের চারটি ব্যাপক প্রভাবের স্তর

৪০. তৈরি পোশাক খাতে বেশিরভাগ দূষণ ঘটে ওয়াশিং, ডায়িং, এবং ফিনিশিং (ডব্লিউডিএফ) পর্যায়ে। বাংলাদেশে এগুলোকে বলা হয় ডায়িং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং (পিডিএফ)। ধোয়া মানে হলো পানি ও রাসায়নিক দিয়ে কাপড় বা অ্যাপারেল পরিষ্কার করা হয়; ডায়িং পর্যায়ে কাপড়ে রং দেওয়া হয় বা ছাপ দেওয়া হয়; ফিনিশিং পর্যায়ে ভেজা বা শুকনা অবস্থায় কাপড়ের ওপরে অন্যান্য কাজ করা হয়।

৪১. পিডিএফ ইউনিটগুলো নিচের ধরণের মতো হতে পারে: পোশাক ওয়াশিং ও ডায়িং (কাপড় বানানো পরবর্তী নিট আরএমজি এবং ওভেন আরএমজি প্রসেসিং ডব্লিউডিএফ ইউনিট); বুনন ডায়িং করা/প্রিন্টিং-ফিনিশিং দেওয়া (পোশাক প্রস্তুতের আগে কাপড় বুননের প্রক্রিয়ার জন্য টে· টাইলের কাজ); নিট ডায়িং/প্রিন্টিং-ফিনিশিং (নিট ফ্যাব্রিক প্রক্রিয়াকরণের জন্য পোশাক প্রস্তুতের পূর্বে টে· টাইলের কাজ); এবং সুতা ডায়িং করা/ধোয়া (সুতা প্রক্রিয়াকরণের জন্য পোশাক প্রস্তুতের আগে টে· টাইলের কাজ) (বিশ্বব্যাংক ২০১২)। এসব কাজ প্রায়শই সংশ্লিষ্ট টে· টাইল বা তৈরি পোশাক উৎপাদন কারখানাতেই করা হয়।

৪২. রং করা সুতা কিংবা ধূসর সুতা, দুটো থেকেই সোয়েটার বানানো হয়। যদি পুরোপুরি ধূসর সুতা থেকে করা হয়, তাহলে সেগুলোকে আবার রং করতে হয়। অন্যথা, সেগুলোকে একই কারখানা বা পোশাক ধৌত ও রং করার কারখানায় ধোয়া হয়। টেরি তোয়ালেও একই ধরণের প্রক্রিয়ায় উৎপাদন করা হয়। এগুলো রং করা সুতা দিয়েই তৈরি করা হয়, তাই অনেক সময় শুধু ধুলেই চলে। অথবা ধূসর সুতা দিয়ে উৎপন্ন হলে অবশ্যই সেগুলোকে প্রক্রিয়াজাত করতে হয় (রং করা বা ব্লিচ করা)।

৪৩. ধোয়া ও রং করার ফলে ব্যাপক মাত্রার বর্জ্যপানি তৈরি হয়, যার মধ্যে বিষাক্ত রাসায়নিক ও রং থাকে যা পানি দূষণের অন্যতম উৎস। এছাড়াও, পরিবেশে গরম পানি ছড়িয়ে পড়ে যার উৎস হলো কাপড় ধোয়া এবং যন্ত্রপাতি ঠান্ডা করা। যদি কোন শিল্প কারখানা প্রাকৃতিক পানির উৎসের কাছে অবস্থিত হয়, তাহলে পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হয় (যেমন অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়, বিষাক্ততা বেড়ে যায়, মৎস্য প্রজাতি ধ্বংস হয়) যদি প্রয়োজনীয় সতর্কতা গ্রহণ না করা হয়। ফিনিশিং পর্যায়ে, শুকনো বর্জ্য উৎপন্ন হয় যেখানে কাপড়ের টুকরো থাকতে পারে। এর ফলে মাটি, পানি ও বায়ু দূষিত হয়। যদি সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা না করা হয়, তাহলে আরও অনেক ক্ষুদ্র কাপড়ের টুকরো বর্জ্য হিসেবে উৎপন্ন হয় যা বায়ু দূষণ ঘটায়। এছাড়াও, যন্ত্রপাতি থেকে ঈঙ২, ঘঙী, ঠঙঈং এবং কণা (পিএম২.৫ এবং পিএম১০) উৎপন্ন হয় যা বায়ু দূষণের জন্য দায়ী। যদি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয়, তাহলে উল্লেখিত সবগুলো বিষয়ই ব্যাপকভাবে পরিবেশ ধ্বংস করে থাকে।

৪৪. ডব্লিউডিএফ কারখানাগুলো আবার অন্যান্য কাজের সঙ্গে তাদের একীভূত হওয়ার ওপর ভিত্তি করে উপ-ভাগে বিভক্ত থাকে। যেমন: স্বতন্ত্র বা মূল কারখানার বুনন কারখানার সঙ্গে একীভূত থাকে। ৯৫ শতাংশের বেশি ডব্লিউডিএফ কারখানা বৃহত্তর ঢাকায় অবস্থিত (নারায়নগঞ্জ, সাভার, গাজীপুর, এবং ঢাকা মহানগর)। এছাড়াও দেশব্যাপী রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (ইপিজেড) এসব কারখানা রয়েছে (এনআরডিসি ২০১২ এবং এডিএসএল ২০০৯)।

৩ পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা (ইএসএমএস) তৈরির নির্দেশিকা

৪৫. পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার (ইএসএমএস) মাধ্যমে জিসিএফ এর সিদ্ধান্ত প্রনয়ণ এবং কাজের মধ্যে পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়গগুলো অন্তর্ভূক্ত করার সুযোগ পায়। এই অন্তর্ভূক্তি এমনভাবে করা হয় যা নেতিবাচক ঝুঁকি ও প্রভাব এড়ানো ও কমানোর পাশাপাশি পদ্ধতিগত, সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় পরিবেশগত ও সামাজিক ফলাফল আরও উন্নত করার সুযোগগুলো চিহ্নিত করতে পারে। ইএসএমএস-এর প্রধান উপাদানগুলো হলো পরিবেশগত ও সামাজিক নীতি, অন্তবর্তীকালীন পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষার (ইইএস) মানদন্ড এবং একগুচ্ছ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া, যেখানে সাংগঠনিক সক্ষমতা ও কার্যক্রমও অন্তর্ভূক্ত। জিসিএফ-এর নির্দেশিকা অনুসারে, ইএসএমএস-এ একটি প্রতিষ্ঠানের ম্যান্ডেট প্রতিফলিত হতে হবে, অর্থাৎ কিভাবে এই প্রতিষ্ঠান সংগঠিত হয়েছে ও কাজ করছে এবং কিভাবে তা নিজের আইনি ম্যান্ডেট বাস্তবায়ন করতে চায়।

৪৬. যেহেতু এই প্রকল্প (আরএমজি ইই অর্থায়ন) একটি এফআই কার্যক্রম, তাই এর সংশ্লিষ্টদের একটি পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যা এই ইএসএমএস-এর নির্দেশিকা অনুসরণ করে করা হবে। চারটি এলএফআই প্রকল্পের মাধ্যমে এই প্রকল্পের আওতায় যেই ইএসএমএস প্রস্তুত করা হবে, সেখানে বিদ্যমান জাতীয় নীতি ও নিয়ন্ত্রক কাঠামো, ইডকলের ইএসএমএস এবং জিসিএফ-এর ইইএস মানদন্ডের বিবরণ থাকতে হবে। এছাড়াও, এই ডকুমেন্টে বিস্তারিতভাবে কমপোনেন্ট ৩-এর জন্য যেসব যথাযথ প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হবে, তার বর্ণনা থাকতে হবে। কমপোনেন্ট ৩-এ রয়েছে "২৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থায়ন যা তৈরি পোশাক খাতের জ্বালানি সাশ্রয়ের যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির জন্য ব্যয় হবে। ইএসএমএস-এ একটি প্রতিবেদন সারসংক্ষেপ থাকতে পারে যেখানে প্রকল্পের কার্যক্রমের বিষয়ে সারাংশ থাকবে এবং সেগুলোর পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি এবং প্রভাব ও ব্যবস্থাপনা পদক্ষেপ থাকবে। প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য পরিকল্পনা ও কাঠামোও এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত থাকবে। এর মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা ও প্রতিবেদন এবং উন্মুক্ত আলোচনার ফলাফল এবং অভিযোগ প্রতিকার পদ্ধতিও অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

৪৭. পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাবের মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পরিবশগত ও সামাজিক সুরক্ষা (ইএসএস) মানদন্ডের জন্য স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানকে নিশ্চিত করতে হবে যে জিসিএফ-এর অর্থায়নের জন্য প্রস্তাবিত প্রতিটি কার্যক্রম যেন জিসিএফ-এর ইএসএস মানদন্ডের শর্ত পূরণ করে। পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নের পরিধি ও গভীরতা হবে ঝুঁকি ও প্রভাবের আনুপাতিক এবং প্রযোজ্য জিসিএফ ইএসএস মানদন্ডের নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করবে। যেহেতু প্রকল্পটি পরিবেশগত ও সামাজিক ক্যাটাগরি "বি " , যার মানে হলো এই প্রকল্পের প্রভাব সীমিত এবং এর সুগঠিত প্রশমন ও পর্যবেক্ষণ পদক্ষেপ থাকবে, সেজন্য জিসিএফ অনুসারে এর সীমিত নজর থাকবে পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নের ওপর এবং ইএসএমপি এজন্য যথেষ্ট। পরিবেশগত ও সামাজিক টেকসইত্ব বিষয়ে আইএফসি-এর কার্যদক্ষতা মানদন্ড জিসিএফ গ্রহণ করেছে এবং সেজন্য ইএসএমএস এটা অনুসরণ করবে।

৪৮. জিসিএফ-এর শর্ত অনুযায়ী চূড়ান্ত ঋণগ্রহীতা ইএসএমপি তৈরি করবে যেখানে চিহ্নিত ঝুঁকি ও প্রভাব ব্যবস্থাপনা ও প্রশমনের পদক্ষেপগুলো থাকবে। মূল্যায়নের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে ইএসএমপি এমনভাবে নকশা করা হবে যেখানে পদক্ষেপগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণে বর্ণিত থাকবে, দায়িত্ব নির্দিষ্ট করা থাকবে এবং কাজের সময়সীমা ও সম্পদ চিহ্নিত করা থাকবে। যেখানে উপপ্রকল্পে বিদ্যমান সুবিধা যুক্ত থাকবে, সেখানে একটি পরিবেশগত ও সামাজিক নিরীক্ষার প্রয়োজন হবে, এবং নির্দিষ্ট সেই ইএসএম-তে প্রতিকার, ক্ষতিপূরণ অথবা অবশিষ্ট যেকোন পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়গুলোর ব্যবস্থাপনা থাকবে। ইএসএমপি-তে সার্বিক পরিকল্পনা, নকশা, সম্পদ, এবং জিসিএফ-এর অর্থায়নকৃত কার্যক্রমের নির্বাহ একীভূত করা হবে এবং সেগুলো ইএসএমএস-এ প্রতিফলিত হবে।

৪৯. একটি টিএ কমপোনেন্ট থাকবে, যার অধীনে ইডকল কিছু সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম তৈরি করবে। এসব কার্যক্রম হবে এলএফআই ও চূড়ান্ত ঋণগ্রহীতা উভয়ের জন্যই যেন তারা ইএসএমএস বাস্তবায়ন করতে পারে, পাশাপাশি প্রস্তুতি, বাস্তবায়ন, এবং স্থান-নির্দিষ্ট সুরক্ষা ব্যবস্থা ও পদক্ষেপগুলোও থাকবে।

১৪ সবুজ জলবায়ু তহবিলের পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা (ইএসএমএস)

এই কর্মসূচিতে দুটো খাতের ওপর নজর দেওয়া হবে, যেমন টে· টাইল ও তৈরি পোশাক খাত। প্রকল্প অনুযায়ী এখানে শুধু তৈরি পোশাক খাতের অর্থায়ন বোঝানো হয়েছে।

৫০. এছাড়াও, ইএসএমএস-এ উপপ্রকল্প পর্যায়ের অভিযোগ প্রতিকার পদ্ধতি (জিআরএম) এবং অংশীজন সম্পৃক্ততার পরিকল্পনা (এসইপি) একীভূত থাকবে। জিআরএম ও এসইপি-এর মাধ্যমে নিশ্চিত করা হবে যে বিভিন্ন অংশীজন এবং আক্রান্ত কমিউনিটির মানুষদের মতামত গ্রহণ করা হচ্ছে, যেমন বিপন্ন নারীদের মতামত কর্মসূচি পর্যায়ের ফলাফলে প্রতিফলিত হতে হবে।

৫১. ইএসএমএস-এ প্রকল্প-নির্দিষ্ট এবং সামষ্টিক পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন অন্তর্ভূক্ত থাকবে। প্রতিবেদন দেওয়ার শর্তের মধ্যে বার্ষিক কার্যদক্ষতা প্রতিবেদন এবং অন্তবর্তীকালীন মূল্যায়ন ও চূড়ান্ত মূল্যায়ণ প্রতিবেদন অন্তর্ভূক্ত থাকবে। এসবের মাধ্যমে জাতীয় নীতি ও নিয়ন্ত্রক কাঠামো, ইডকলের ইএসএমএস এবং জিসিএফ-এর ইএসএস মানদন্ড এবং আইনি চুক্তিতে থাকা যেকোন ধরণের প্রযোজ্য পরিবেশগত ও সামাজিক বিধানের সঙ্গে প্রকল্পের সামঞ্জস্যতা নির্দিষ্ট করা থাকবে।

৪. নীতিগত, আইনি ও প্রশাসনিক কাঠামো

৫২. কর্মসূচির জন্য প্রযোজ্য সকল জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের আইন, বিধি, এবং নির্দেশিকা চিহ্নিত করা হয় ইএসএমএফ-এ। এছাড়াও প্রাসঙ্গিক সকল আন্তর্জাতিক নীতি ও নির্দেশিকা, যেগুলো কর্মসূচির জন্য প্রযোজ্য, সেগুলোও চিহ্নিত করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য সকল প্রাসঙ্গিক পরিবেশগত ও সামাজিক নীতি ও নিয়ন্ত্রণবিধি এবং নির্দেশিকার ওপর আলোকপাত করা হবে।

৪.১ সরকারি নীতি, আইন, বিধি ও কৌশলপত্র

৪.১.১ বাংলাদেশ জাতীয় সংরক্ষণ কৌশলপত্র (২০১৬-২০৩১)

৫৩. বহু উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মতো সংরক্ষণ বিষয়ক পদক্ষেপগুলোও শিল্পায়ন কার্যক্রমের ওপর আরোপ ও বাস্তবায়ন করা হয়। এর কারণ পরিবেশগত বাহ্যিক প্রভাব। যেহেতু বাংলাদেশ পরবর্তী দশকে দ্রুত শিল্পায়নের দিকে ধাবিত হচ্ছে, তাই সঠিক সংরক্ষণ নীতি প্রণয়ন করা এবং শিল্প পণ্য ও সেবাকে সামনের দশকগুলোতে সহায়তা দিতে নীতি বাস্তবায়ন করাটা অপরিহার্য। জাতীয় সংরক্ষণ কৌশলপত্রের অংশ হিসেবে নিচের উপাদানগুলো বিবেচনায় নিতে হবে। এর কিছু কিছু ইতিমধ্যেই জাতীয় সংরক্ষণ নীতিমালার অংশ।

· নিয়ন্ত্রক কাঠামো এবং বিধানগুলো বলবৎ করতে হবে, যেগুলোয় প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, এবং অন্যান্য উপায় ব্যবহার করে সবুজ প্রযুক্তি গ্রহণে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে হবে।

· শিল্প উৎপাদনের জন্য ভূমিকে অঞ্চলভিত্তিক করতে হবে এবং উচ্চ দূষণের শিল্পগুলোকে পরিকল্পিতভাবে নতুন স্থানে সরিয়ে নিতে হবে। এগুলো নতুন করে পর্যাপ্ত প্রণোদনার বিধানসহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

· সবুজ শিল্পের আওতা বড় করতে হবে, শক্তিশালী করতে হবে, এবং সংরক্ষণ প্রযুক্তির জন্য প্রণোদনা প্রদান করতে হবে (প্রয়োজনে আইপিআর বিষয়গুলোর জন্য বিধান নিয়ে আলোচনা করতে হবে)।

· সবুজ প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে শিল্পখাতে সম্পদগুলো সংরক্ষণ করতে প্রণোদনা দিতে হবে। এটা করতেও প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক দুই ধরণের ব্যবস্থাই নিতে হবে, যেমন ভর্তুকি, কর, ঋণ, এবং সুদের হার প্রয়োগ করতে হবে।

· রপ্তানিমূখী শিল্পগুলোর জন্য বাণিজ্য সহজীকরণ করতে লবিং করতে হবে যদি তাদের উচ্চমূল্যের সবুজ প্রযুক্তি গ্রহণের জন্য সেটা প্রয়োজন হয়। এজন্য সঠিক সম্পদের যোগান খতিয়ে দেখতে হবে।

৪.১.২ জাতীয় পরিবেশ নীতি ১৯৯২

৫৪. জাতীয়ভাবে বাংলাদেশে পরিবেশগত সুরক্ষার ধারণা প্রথম ঘোষণা করা হয় ১৯৯২ সালে পরিবেশ নীতি এবং পরিবেশগত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে। পরিবেশ নীতির প্রধান উদ্দেশ্যগুলো ছিল ক) পরিবেশের সুরক্ষা ও উন্নকরণের মাধ্যমে প্রতিবেশগত ভারসাম্য ও সার্বিক উন্নয়ন বজায় রাখা; খ) প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে দেশকে সুরক্ষা দেওয়া; গ) পরিবেশের দূষণ ও অবনতি ঘটায়, এমন কার্যক্রম চিহ্নিত করে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে; ঘ) সব খাতে পরিবেশগত সুস্থ উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে;

ঙ) প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই, দীর্ঘমেয়াদি এবং পরিবেশগতভাবে সুস্থ ভিত্তি নিশ্চিত করা; এবং চ) সর্বোচ্চ যতটুকু সম্ভব, সকল আন্তর্জাতিক পরিশেগত উদ্যোগের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকা।

৪.১.৩ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (ইসিএ), ১৯৯৫ সংশোধিত ২০০২

৫৫. এই আইনে পরিবেশের সংরক্ষণবিষয়ক আইন, পরিবেশগত মানদন্ডের উন্নতি, এবং পরিবেশ দূষণের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত। বর্তমানে বাংলাদেশের পরিবেশ সুরক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত মূল যেই আইনি কাঠামোর দলিল, সেটা আগের ১৯৯৭ সালের পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশের পরিবর্তে করা হয়েছে।

৫৬. এই আইনের প্রধান বিধানগুলো সংক্ষেপে দেওয়া হলো:

- প্রতিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করা, এবং বিভিন্ন কাজ ও প্রক্রিয়ার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা, যেগুলো প্রতিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন এলাকায় পরিচালনা করা যাবে বা যাবে না;
- পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর যানবাহনের ধোয়া নির্গমন নিয়ন্ত্রণ;
- পরিবেশ ছাড়পত্র;
- বর্জ্য অপসারণের ক্ষেত্রে শিল্প ও অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের নিয়ন্ত্রণ;
- বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন এলাকায় বায়ু, পানি, শব্দ এবং মাটির গুনগত মান ঘোষণা করা;
- বর্জ্য অপসারণ ও নির্গমনের সামী নির্ধারণ ষোষণা করা; এবং
- পরিবেশ নির্দেশিকা প্রণয়ন ও ঘোষণা করা।

৫৭. ১৯৯৭ সালে এই আইনের বিধানগুলো বাস্তবায়নে প্রথম একগুচ্ছ বিধি ঘোষণা করা হয় (নিচে দেখুন: “পরিবেশ সংরক্ষণ বিধি ১৯৯৭”)। এই আইন বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব পরিবেশ অধিদপ্তর (ডিওই)। পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রধান হলেন একজন মহাপরিচালক (ডিজি)। পরিবেশ অধিদপ্তরের ওপর ডিজির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। আইন অনুযায়ী তাঁর মূল ক্ষমতা নিচে দেওয়া হলো:

- পরিবেশ দূষণ ও অবনতির বিভিন্ন ধরণ ও কারণ চিহ্নিত করা;
- পরিবেশ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও দূষণ বিষয়ে তদন্ত ও গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া;

· মানুষের জীবন ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কাজ বন্ধ করার ক্ষমতা;

· দূষণের শিকার কোন এলাকাকে প্রতিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে ঘোষণার ক্ষমতা। আইনেও আওতায়, শিল্প কারখানা/প্রকল্প পরিচালনাকারীরা যেকোন ধরণের দূষণের ঘটনা অবশ্যই মহাপরিচালকে অবহিত করবে। দূর্ঘটনাপ্রসূত দূষণের ক্ষেত্রে মহাপরিচালক সেই কাজের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিতে পারে, এবং এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরিচালক সাহায্য করতে বাধ্য। সেই কাজের পরিচালক এ বিষয়ক খরচ বহন করতে বাধ্য এবং সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করতেও বাধ্য থাকবে।

৪.১.৪ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধি (ইসিআর) ১৯৯৭ সংশোধিত ২০০৩

৫৮. ১৯৯৫ সালের পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের অধীনে এগুলো হলো প্রথম ঘোষিত বিধিমালা। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, এসব বিধিমালাি নেচর বিষয়গুলো ঠিক করে দিতে পারে: ক) চারপাশের বাতাস, বিভিন্ন ধরণের পানি, শিল্প বর্জ্য, নির্গমন, শব্দ, যানবাহনের ধোয়া ইত্যাদির জাতীয় পরিবেশগত গুণগত মান ঠিক করা; খ) পরিবেশ ছাড়পত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে শর্ত ও প্রক্রিয়া ঠিক করা; এবং গ) শিল্প কর্মকাণ্ড ও অন্যান্য উন্নয়ন কাজের শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী আইইই/ইআইএ-এর শর্ত ঠিক করা।

৫৯. তবে, এই বিধিতে মহাপরিচালককে একটি বিবেনাপ্রসূত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তিনি চাইলে যেকোন আবেদনকারীকে স্থানের ছাড়পত্র নেওয়ার শর্ত মুক্ত করে ‘পরিবেশ ছাড়পত্র’ দিতে পারেন, যদি তিনি এটা যথাযথ মনে করেন।

৬০. বর্তমানে, “শিল্পকারখানার ইআইএ নির্দেশিকা” দিয়ে থাকে পরিবেশ অধিদপ্তর। ১৯৯৭ সালের পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালায় পরিবেশগত মূল্যায়ন পরিচালনার নির্দেশনা দেওয়ার আনুষ্ঠানিক দলিল। কোন ব্যক্তি যদি শিল্প কারখানা স্থাপন করতে চায় তাহলে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ সংশোধিত ২০০২ সালের অধীনে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে পরিবেশ ছাড়পত্রের সনদ নিতে হবে।

৬১. পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালার (ইসিআর) ৭ নম্বর বিধিতে প্রকল্পগুলোকে নিচের চারটি শ্রেণিবিভাগে শ্রেণিভূক্ত করা হয়েছে। এটা করা হয়েছে স্থানের অবস্থা এবং পরিবেশের ওপর এর প্রভাবের ওপর ভিত্তি করে। এগুলো হলো (ক) সবুজ, (খ) কমলা এ, (গ) কমলা বি, এবং (ঘ) লাল।

৬২. ১৯৯৭ সালের ইসিআর-এর ১ নম্বর শিডিউলে এই প্রতিটি শ্রেণিবিভাগের অধীনে বিভিন্ন শিল্প কারখানা ও প্রকল্পকে তালিকাভূক্ত করা হয়েছে। বিধিমালা অনুযায়ী, সকল বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত শিল্প কারখানা ও প্রকল্পকে পরিবেশ ছাড়পত্রের সনদ দেওয়া হয় ইআইএ ছাড়াই যদি সেগুলো ‘সবুজ’ শ্রেণিতে পড়ে। তবে, বাকি শ্রেণিবিভাগগুলোর জন্য পরিবেশ ছাড়পত্রের সনদ নিতে হলে স্থানের ছাড়পত্র

সনদ নিতে হবে। সেজন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের সন্তোষজনক জমাদান প্রয়োজন। 'সবুজ' শ্রেণিভূক্ত শিল্পকারাখানাগুলোকে তুলনামূলক দূষণমুক্ত বিবেচনা করা হয়, সেজন্য পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে স্থানের ছাড়পত্র প্রয়োজন হয় না। অন্যদিকে, লাল চিহ্নিত শিল্পকারাখানগুলোর 'তাৎপর্যপূর্ণ নেতিবাচক' পরিবেশগত প্রভাব রয়েছে বলে বিবেচনা করা হয়। সেজন্য ইআইএ প্রতিবেদন জমা দিতে হয়। এসব প্রকল্প প্রাথমিকভাবে স্থানের ছাড়পত্র পেতে পারে আইইই-এর ভিত্তিতে। সেটা পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্দেশিত নমুনার ভিত্তিতে হতে পারে এবং পরবর্তীতে পরিবেশ ছাড়পত্রের জন্য ইআইএ প্রতিবেদন জমা দিতে হয়।

৪.১.৫ পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০

৬৩. এই আইনের উদ্দেশ্য হলো বিচারিক কার্যক্রমের মাধ্যমে ১৯৯৫ সালের পরিবেশ সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন করা। এই আইনের মাধ্যমে পরিবেশ আদালত স্থাপন করা হয়েছে (প্রতি বিভাগে একটি বা তার অধিক), আদালদের এখতিয়ার নির্ধারণ করা হয়েছে, এবং আদালতের কার্যক্রম ও ক্ষমতার প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে, বিচারিক তদন্ত ও আবেদনের অধিকার নির্ধারণ করা হয়েছে, এবং আপিল আদালতের সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪.১.৬ শিল্পনীতি, ২০১৬

৬৪. ২০১৬ সালের শিল্পনীতির গুরুত্বপূর্ণ ও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হলো টেকসই ও অন্তর্ভূক্তিমূলক শিল্প প্রবৃদ্ধি অন্তর্ভূক্ত করা। এটা করা হবে উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে নতুন উদ্যোক্তা তৈরি, শিল্পপ্রক্রিয়ার মূলধারায় নারীদের নিয়ে আসা, এবং আন্তর্জাতিক বাজার সংযোগ তৈরি করা। এই উদ্দেশ্যে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের (এসএমই) বিকাশের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

৬৫. ২০১৬ সালের জাতীয় শিল্পনীতির মূল নির্ধারকগুলো হলো অবকাঠামোগত রূপান্তর, অর্থনৈতিক ভিত্তির বৈচিত্র্য আনয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি, এবং মানুষের জীবিকার উন্নয়ন। এই নীতির গুরুত্বপূর্ণ ও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হলো ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্য আয়ের দেশের কাতারে নিয়ে যাওয়া। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে শিল্পনীতিতে সঠিক কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। এই নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমন্বিত প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। কাঙ্ক্ষিত শিল্প প্রবৃদ্ধি অর্জনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে সময়সীমা নির্ধারণ করে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে।

৪.১.৭ ২০৩০ সাল পর্যন্ত জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ মহাপরিকল্পনা (২০১৫)

৬৬. ২০৩০ সাল পর্যন্ত জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ মহাপরিকল্পনার নজর হলো শিল্প, বাণিজ্যিক, ও আবাসিক খাতে জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ অর্জন। সে লক্ষ্যে সাতটি কর্মসূচি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি ভর্তুকি, কম সুদে ঋণ, এবং অন্যান্য প্রণোদনা দেওয়ার মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে। এছাড়াও, সরকারি ক্রয়াদেশের সময় জ্বালানি-দক্ষ কেনাকাটা বৃদ্ধি করতে সরকার উদ্যোগ নিবে। আরও ভাল পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, এবং পর্যবেক্ষণের জন্য জ্বালানি খাতের ওপর উপাত্ত সংগ্রহ বিষয়ে এই পরিকল্পনায় নজর দেওয়া হয়। এর বাইরে, এসব বিষয়ের মাধ্যমে বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের পেছনে থাকা বিজ্ঞান এবং জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের ওপর জোর দেওয়া হবে।

৪.১.৮ সরকারি ক্রয়াদেশ বিধি (পিপিআর), ২০০৮

৬৭. এটা হলো বাংলাদেশের সরকারি ক্রয়াদেশ বিধি। যেকোন সরকারি, আধা-সরকারি, অথবা যেকোন আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যেকোন পণ্য, কাজ বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে এই বিধি প্রযোজ্য হবে। এই বিধিতে নির্মাণ কাজের সময় 'পরিবেশের সুরক্ষা, নিরাপত্তা ও সংরক্ষণের' ব্যাপারে পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা আছে। এই ধারা মূলত প্রযোজ্য হবে মূলত: ঠিকাদার সকল যুক্তিযুক্ত পদক্ষেপ নিবে যেন ক) নির্মাণ কাজের স্থানে সকল শ্রমিকের এবং কাজের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য ব্যক্তির স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার সুরক্ষা দেয়, এবং সেই স্থানকে যথাযথ অবস্থায় রাখে; এবং খ) স্থানে বা স্থানের বাইরে পরিবেশকে সুরক্ষা দেওয়া যেন কোন ব্যক্তি বা সরকারি বা অন্য কারো সম্পত্তির কোন ক্ষতি বা উপদ্রব এড়ানো যায়, যেসব ক্ষতি বা উপদ্রব ঘটতে পারে দূষণ, শব্দ বা অন্য কোন কারণে যা ঠিকাদারের কাজের পদ্ধতির কারণে সৃষ্টি হয়।

৪.১.৯ বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬

৬৮. এই আইনে কারাখানার শ্রমিকদের পেশাগত অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি স্বস্তিদায়ক কাজের পরিবেশ এবং যুক্তিযুক্ত কাজের পরিবেশের বিধান নিশ্চিত করা হয়েছে। এই আইনের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্ফোরক বা দাহ্য পদার্থ/গ্যাসের ব্যাপারে সুরক্ষা সতর্কতা, চোখের সুরক্ষা, আগুন থেকে সুরক্ষা, ক্রেন এবং অন্যান্য ভারত্তোলক যন্ত্র দিয়ে কাজ, অতিরিক্ত ওজন বহন করার বর্ণনা দেওয়া আছে। অষ্টম অধ্যায়ে সুরক্ষা পদক্ষেপের বিধান দেওয়া আছে, যেমন প্রাথমিক চিকিৎসার জিনিসপত্র, সুরক্ষা সংরক্ষণ বই রাখা, শিশুদের জন্য কক্ষ, আবাসন সুবিধা, চিকিৎসা সেবা, দলীয় বীমা ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে।

৪.১.১০ বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫

৬৯. ২০১৫ সালের বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালায় শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই বিধিমালার সারাংশ নিচে দেওয়া হলো:

· নিয়োগ ও সেবার শর্তের বিষয়ে এই বিধিতে 'শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা তহবিল' এবং হঠাৎ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে দুর্যোগ বা জরুরি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বিশেষ নির্দেশনার বিধান রয়েছে (বিধিমালার দ্বিতীয় অধ্যায়)।

· অধ্যায় ৩৯(১) ও ৪০ অনুযায়ী এবং অধ্যায় ৩৯(৩) ও ৪০ অনুযায়ী উল্লিখিত বিপদজনক কাজ অনুযায়ী সরকার ঘোষিত কোন বিপদজনক কাজে শিশুকিশোরদের নিয়োগ দেওয়া যাবে না এবং বিধি-৬৮ মোতাবেক কোন বিপদজনক কর্মকাণ্ডে শিশুকিশোরদের নিয়োগ দেওয়া যাবে না। (তৃতীয় অধ্যায়)

· গর্ভকালীন কল্যাণ সুবিধায় মূলত মালিক এবং গর্ভবতী নারীর সঙ্গে কাজ করা অন্য শ্রমিকদের দায়দায়িত্বের ওপর নজর দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও কোন ধরণের ছুটি সেই গর্ভবতী নারীর প্রাপ্য, তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। (চতুর্থ অধ্যায়)

· স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি, পরিচ্ছন্নতা, বায়ুচলাচল, তাপ, আলো, খাওয়ার পানি, প্রসাধনী কক্ষ ও পায়খানা, সুরক্ষা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। (পঞ্চম অধ্যায়)

· ভবন, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য কাঠামোর নিরাপত্তা, অগ্নিকাণ্ডের ব্যাপারে সতর্কতা গ্রহণ, নিরাপত্তাসংক্রান্ত সতর্কতা, যন্ত্রপাতি ও জনসমাবেশ স্থান নির্মাণ, সুরক্ষার জন্য নিরাপত্তা পদক্ষেপ গ্রহণ ইত্যাদি। (ষষ্ঠ অধ্যায়)

· বিপনজনক কার্যক্রমের প্রভাব, সুরক্ষা পদক্ষেপ এবং যেকোন দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে কোন ধরণের পদক্ষেপ নেওয়া হবে সে বিষয়ে স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি, এবং সুরক্ষার বিষয়গুলো আরও বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। (সপ্তম অধ্যায়)

৪.১.১১ বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন জেন্ডার কর্মপরিকল্পনা ২০১৩

৭০. আরও বেশি জলবায়ুসহিষ্ণু অবকাঠামো নির্মাণের উদ্দেশ্য অর্জনে প্রয়োজন জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে আরও গভীর বোঝাপড়া, এবং এসব বোঝাপড়াকে অবকাঠামো পরিকল্পনা, নকশা, ভবন, এবং রক্ষণাবেক্ষণের অবিচ্ছেদ্য অংশ করা। এগুলো করতে হবে আইসিটি, পরিবহন, পানি ও অন্যান্য খাতে।

৭১. সেজন্য দীর্ঘমেয়াদি নীতিমালা, যেমন "ভিশন ২০২১" এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনায় (২০১১-২০১৫) বালি কর্মপরিকল্পনার চারটি প্রধান স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে জলবায়ুসহিষ্ণু এবং কম কার্বনভিত্তিক উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। চারটি স্তম্ভ হলো: জলবায়ু পরিবর্তের অভিযোজন, প্রশমন, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং বিনিয়োগের জন্য পর্যাপ্ত ও সময়মতো তহবিলের প্রবাহ। এসব বিনিয়োগের মাধ্যমে খাদ্য, জ্বালানি, পানি, জীবিকা, এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে নজর দেওয়া হয়েছে।

৭২. নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রযুক্তির (আরইটি) মূল বিষয় হবে সৌর শক্তি, বায়ু শক্তি, এবং বায়োগ্যাস। বৈদ্যুতিক প্রযুক্তি হিসেবে জ্বালানি-সাশ্রয়ী বাল্ব হবে অন্যতম পদ্ধতি যা বিদ্যুৎ চাহিদা কমাতে সাহায্য করবে। এখানে নবায়নযোগ্য ও পরিচ্ছন্ন উৎস থেকে উৎপাদিত জ্বালানি থাকতে পারে যা মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ভাল। এর উদ্দেশ্য হলো গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমন কমানো এবং জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানো। বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি সরবরাহ (যেমন সৌর, বায়ু, এবং টেকসই বায়োমাস প্রযুক্তি) তৈরির পরিধি এখনও খতিয়ে দেখা হয়নি।

৪.১.১২ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

৭৩. ২০১১ সালের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীদের অন্তর্ভূক্তি এবং তাদের অধিকার নিশ্চিত করার ওপর নজর দেওয়া হয়েছে। নিচের বিষয়গুলোয় এই নীতি জোর দেয়:

· নারীর প্রতি সকল ধরণের সহিংসতা বন্ধ করা, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন এবং যৌন হয়রানি, ধর্ষণ, যৌতুক, পারিবারিক নির্যাতন, এবং পরিবার, সমাজ ও কর্মক্ষেত্রে অ্যাসিড নিক্ষেপ বন্ধ করা।

· পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত প্রণয়নে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

· মজুরির ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমতা নিশ্চিত করা, শ্রম বাজারে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা, কর্মক্ষেত্রে সমান সুযোগ নিশ্চিত করা, কর্মক্ষেত্রে নিশ্চিত নিরাপত্তা এবং বৈষম্য দূর করা।

· সরকারি কোটা এবং কর্মসংস্থানের নীতির অধীনে নারীদের সকল ধরণের সমান সুযোগ দেওয়ার জন্য সকল ধরণের কর্ম প্রতিষ্ঠানকে উদ্বুদ্ধ করা।

· ক্রমবর্ধমান হারে কর্মসংস্থানে নারীদের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি করতে, সেই অনুযায়ী তাদের অবস্থান এবং তাদের অগ্রগতি অব্যহত রাখতে প্রয়োজনীয় পরিবেশি তৈরি করা।

· নারীদের বিস্তৃত কর্মসংস্থানের জন্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি, এবং নীতির প্রয়োজনীয় সংস্কার করা।

· পরিবেশ সংরক্ষণ নীতি এবং নারীদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করে এমন কর্মসূচিতে সমান অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ এবং অধিকতর নিরাপদ পরিবেশে নারীদের অবদানের স্বীকৃতি দেওয়া।

· শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নারী শ্রমের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সর্বব্যাপী উদ্যোগ গ্রহণ করা। নারীদের ক্রমবর্ধমান কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে সকল পর্যায়ে কোটা বৃদ্ধি করা এবং এর কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

৪.২ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নীতি, আইন, বিধি, ও কৌশলপত্র

৪.২.১ বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা নীতি

৭৪. এসব নীতির উদ্দেশ্য হলো উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় মানুষ ও তাদের পরিবেশের অযথা ক্ষতি ঠেকানো ও কমানো। সুরক্ষা নীতিতে প্রকল্পের নকশা প্রণয়নের ক্ষেত্রে অংশীজনের অংশগ্রহণের জন্য একটি প্লাটফরম প্রদান করা হয় এবং এটা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে মালিকানা তৈরির গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে কাজ করে।

৭৫. সুরক্ষা নীতির দলিলে অপারেশনাল পলিসি (ওপি) থাকে। এটা হলো নীতি উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রমের মূলনীতির বক্তব্য। এছাড়াও এখানে ঋণগ্রহীতা এবং ব্যাংকের দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতাগুলো বর্ণিত রয়েছে। অন্যদিকে ব্যাংক প্রসিডিউর (বিপি) এমন বাধ্যতামূলক প্রক্রিয়া যা অবশ্যই ঋণগ্রহীতা এবং ব্যাংক ওপি অনুসারে অনুসরণ করতে বাধ্য।

৭৬. বিশ্বব্যাংকের রয়েছে দশটি পরিবেশগত, সামাজিক, এবং আইনি সুরক্ষা নীতি। এগুলো নিচে তালিকা করে বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলো নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য প্রাসঙ্গিক।

পরিবেশগত নীতি:

ক. ওপি/বিপি ৪.০১ পরিবেশগত মূল্যায়ন

৭৭. এই নীতি হলো একটি ছাড়া সুরক্ষা নীতি। এর কাজ হলো ব্যাংকের ঋণ দেওয়ার কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সম্ভাব্য নেতিবাচক পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব চিহ্নিত করা, এড়ানো, এবং প্রশমন করা। পরিবেশগত মূল্যায়ন পরিচালনার দায়িত্ব ঋণগ্রহীতার। এ বিষয়ে ব্যাংক ঋণগ্রহীতাকে প্রয়োজনীয় শর্ত বাতলে দিবে। ব্যাংক নির্দিষ্ট প্রকল্পকে তিনটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করে। এটা করা হয় প্রকল্পের ধরণ, স্থান, সংবেদনশীলতা এবং মাত্রা, এবং এর সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাবের ধরণ ও মাত্রার ওপর ভিত্তি করে।

র. শ্রেণিবিভাগ এ: যেই প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্ভাব্য তাৎপর্যপূর্ণ নেতিবাচক পরিবেশগত প্রভাব রয়েছে, যেগুলো সংবেদনশীল, বৈচিত্র্যপূর্ণ, অথবা নজিরবিহীন। এসব প্রভাবের কারণে প্রকল্প স্থানের চেয়ে ব্যাপক এলাকা জুড়ে আক্রান্ত করতে পারে।

রর. শ্রেণিবিভাগ বি: মানুষ ও পরিবেশগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা যেমন জলাভূমি, বন, তৃণভূমি, অথবা অন্য কোন প্রাকৃতিক আবাসস্থলের ওপর প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্ভাব্য নেতিবাচক পরিবেশগত প্রভাব, যেগুলো শ্রেণিবিভাগ এ প্রকল্পের চেয়ে কম নেতিবাচক। এসব প্রভাব মূলত প্রকল্পের স্থান-নির্দিষ্ট; হয়ত এগুলোর দুই একটা অপরিবর্তনীয়, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শ্রেণিবিভাগ এ প্রকল্পগুলোর চেয়ে এগুলোতে প্রশমন পদক্ষেপ প্রণয়ন করা যায় খুব সহজেই।

ররর. শ্রেণিবিভাগ সি: যখন প্রস্তাবিত প্রকল্পে খুবই কম অথবা কোন ধরণের নেতিবাচক পরিবেশগত প্রভাব থাকেনা।

খ. ওপি/বিপি ৪.০৯ প্রাকৃতিক আবাসস্থল

৭৮. যেসব নীতিতে ব্যাংকের অর্থায়নকৃত প্রকল্পে নেওয়া প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হয়, যেন পরিবেশগতভাবে টেকসই উন্নয়নের সুযোগ নিশ্চিত করা যায় এবং সংকটাপন্ন প্রাকৃতিক আবাস্থলগুলোর তাৎপর্যপূর্ণ রূপান্তর বা অবনতি এড়ানো যায়।

গ. ওপি/বিপি কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপনা

৭৯. এই নীতির উদ্দেশ্য হলো সার ব্যবহারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমানো ও ব্যবস্থাপনা করা এবং নিরাপদ, কার্যকর, এবং পরিবেশগতভাবে ভাল কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপনা যেমন জৈব বা পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ব্যবহার বৃদ্ধি করা ও সহায়তা করা এবং কৃত্রিম রাসায়নিক সারের ওপর নির্ভরতা কমানো।

ঘ. ওপি/বিপি ৪.১১ ভৌত সাংস্কৃতিক সম্পদ

৮০. ভৌত সাংস্কৃতিক সম্পদ বলতে বোঝানো হয় সেসব স্থাবর বা অস্থাবর বস্তু, স্থান, কাঠামো, কাঠামোর সমষ্টি, এবং প্রাকতিক বৈশিষ্ট্য ও চিত্র যেগুলোর প্রতœতাত্ত্বিক, পুরাতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, স্থাপত্য, ধর্মীয়, নান্দনিক, অথবা অন্য কোন সাংস্কৃতিক তাৎপর্য রয়েছে। বিশ্বব্যাংক এর অর্থায়নকৃত দেশগুলোকে এ ব্যাপারে সহায়তা করে যেন ভৌত সাংস্কৃতিক সম্পদের ওপর উন্নয়ন প্রকল্পের কারণে কোন ধরণের নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে, বা সেসব প্রভাব কমানো যায়, এবং সেজন্য এসব এলাকার প্রভাব মূল্যায়ন করা হয়।

ঙ. ওপি/বিপি ৪.৩৬ বন

৮১. বন বলতে এমন এলাকাকে বোঝানো হয় যেখানে অন্তত ১ হেক্টর পরিমাণ জায়গায় গাছের ছাউনি রয়েছে (বা সমপরিমাণ), যার ১০ শতাংশের বেশি গাছ রয়েছে, যেসব গাছ সর্বোচ্চ বৃদ্ধি পাওয়ার অন্তত ২ মিটার উচু হয়। বিশ্বব্যাংকের বন নীতিতে টেকসই পদ্ধতিতে দারিদ্র্য নিরসনে বনের গুরুত্ব স্বীকার করা হয়, অর্থনৈতিক উন্নয়নে বনকে কার্যকরভাবে একীভূত করা হয়, বনবিনাশ কমানো হয়, বনায়ন বৃদ্ধি করা হয়, এবং বনাবৃত এলাকার পরিবেশগত অবদান বৃদ্ধি করা হয়।

চ. ওপি/বিপি ৪.৩৭ বাঁধের সুরক্ষা

সামাজিক নীতি:

ছ. ওপি/বিপি ৪.১০ আদিবাসী জনগোষ্ঠী

৮২. “আদিবাসী জনগোষ্ঠী” শব্দটি সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর মাধ্যমে স্বতন্ত্র, বিপন্ন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীকে বোঝানো হয় যাদের বিভিন্ন মাত্রায় নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে:

· স্বতন্ত্র আদিবাসী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে স্ব-স্বীকৃতি এবং এই পরিচয়কে অন্যদের স্বীকৃতি প্রদান

· প্রকল্প এলাকায় ভৌগলিকভাবে স্বতন্ত্র আবাস বা পূর্বপুরুষের ভূখণ্ডের সঙ্গে এবং এসব আবাস ও ভূখন্ডের প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে সামষ্টিক সংশ্লিষ্টতা

· প্রথাগত সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যা প্রভাবশালী সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে আলাদা

· একটি আদিবাসী ভাষা থাকা, যা প্রায়শই দেশের বা অঞ্চলের সরকারি ভাষা থেকে আলাদা

৮৩. বিশ্বব্যাংক প্রকল্প অর্থায়ন করে শুধু সেসব ক্ষেত্রে যেখানে মুক্ত, পূর্বতন, এবং জ্ঞাত আলোচনা থেকে আক্রান্ত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে প্রকল্পকে ব্যাপক আকারে কমিউনিটির সমর্থন দেওয়া হয়। বিশ্বব্যাংকের এসব অর্থায়নকৃত প্রকল্পে যেসব পদক্ষেপ রয়েছে সেগুলো হলো (ক) আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ওপর সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব এড়ানো, অথবা (খ) যেসব ক্ষেত্রে এড়ানো সম্ভব নয়, সেখানে এসব প্রভাব কমানো, প্রশমন করা অথবা এগুলোর জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া। বিশ্বব্যাংকের প্রকল্পে এমনভাবে নকশা করা হয় যে এটা নিশ্চিত হয় যে আদিবাসী জনগোষ্ঠী সাংস্কৃতিকভাবে সঠিক এবং জেন্ডার ও আন্ত-প্রজš§ গতভাবে অন্তর্ভূক্তিমূলক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা পাচ্ছে।

জ. ওপি/বিপি ৪.১২ অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসন

৮৪. এই নীতির উদ্দেশ্য হলো যতটুকু সম্ভব অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসন এড়িয়ে যাওয়া, অথবা এর নেতিবাচক সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব কমানো বা প্রশমন করা। এর মাধ্যমে পুনর্বাসন পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নে স্থানচ্যুত মানুষদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা হয়, এবং এর প্রধান অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য হলো স্থানচ্যুত ব্যক্তিদের সহায়তা করা যেন তারা স্থানচ্যুত হওয়ার পর নিজেদের আয় ও জীবিকার মান উন্নত করতে পারে, অথবা পুনর্বহাল করতে পারে। এই নীতিতে বলা হয়েছে যে এর উদ্দেশ্য অর্জনে ক্ষতিপূরণ এবং অন্যান্য পুনর্বাসন পদক্ষেপ নিতে হবে এবং প্রস্তাবিত প্রকল্প বিষয়ে বিশ্বব্যাংক মূল্যায়ণ করার আগেই ঋণগ্রহীতা পর্যাপ্ত পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রস্তুত করবে।

২. আইনগত নীতি

ক. ওপি/বিপি ৭.৫০ আন্তর্জাতিক নৌপথ

খ. ওপি/বিপি ৭.৬০ বিবাদপূর্ণ এলাকা

৪.২.২ আন্তর্জাতিক ফাইন্যান্স করপোরেশনের (আইএফসি) কার্যদক্ষতা মানদন্ড (পিএস)

৮৫. আইএফসি হলো বিশ্বব্যাংক গ্র “পের অংশ যা বেসরকারি কোম্পানিগুলোকে ঋণ দিয়ে থাকে। এই সংস্থার কার্যদক্ষতার মানদন্ড ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের কাছে সুচর্চা হিসেবে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। কার্যদক্ষতা মানদন্ড গঠিত হয় একটি প্রধান মানদন্ড নিয়ে (পিএস১) এবং এর সাতটি মানদন্ডে নির্দিষ্ট বিষয়গুলো ফেলা হয় (পিএস২-৮)। পিএস১-এর আওতায় এমন সব উপাদান থাকে যেগুলো বাকি সাতটি মানদন্ড বাস্তবায়নে সাহায্য করে। এই সবগুলোকে একসঙ্গে বলা হয় পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা (ইএসএমএস)। নিচে আইএফসি-এর পিএস১-৮ বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রধান (ইএসএমএস)

৮৬. পিএস১: পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাবের মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনা

- নীতি (অথবা সমমানের দলিল)
- ঝুঁকি ও প্রভাব চিহ্নিতকরণের প্রক্রিয়া
- ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি

- সাংগঠনিক সক্ষমতা ও যোগ্যতা
- পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের প্রক্রিয়া
- বাহ্যিক যোগাযোগ

বিষয়-নির্দিষ্ট

পিএস২: শ্রম ও কাজের পরিবেশ

পিএস৩: সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা এবং দূষণ ঠেকানো

পিএস ৪: কমিউনিটির স্বাস্থ্য, সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা

পিএস ৫: ভূমি অধিগ্রহণ এবং অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসন

পিএস ৬: জীবন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবস্থাপনা

পিএস ৭: আদিবাসী জনগোষ্ঠী

পিএস ৮: সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

৮৭. ২০১৭ সাল থেকে অন্তবর্তীকালীন হিসেবে আইএফআইসি-এর কার্যদক্ষতা মানদন্ড জিসিএফ গ্রহণ করেছে এর সুরক্ষা মানদন্ড হিসেবে। সুতরাং, ইএসআইএ পরিচালনা করার সময় এসব মানদন্ড জোরালোভাবে অনুসরণ করতে হবে যেন পূর্বশর্তগুলো ঠিকঠাক মূল্যায়ন করা হয়।

৪.২.৩ বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা নির্দেশিকা

৮৮. পরিবেশগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নির্দেশিকা (ইএইচএস নির্দেশিকা হিসেবে পরিচিত) হলো একটি কারিগরী সূত্র দলিল যেখানে ভাল আন্তর্জাতিক শিল্পকারখানা চর্চার (জিআইআইপি) শিল্প-নির্দিষ্ট উদাহরণ রয়েছে। বিদ্যমান প্রযুক্তির মাধ্যমে যুক্তিসঙ্গত খরচে নতুন কাঠামোতেও এই জিআইআইপি অর্জনযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। বিদ্যমান কাঠামোর জন্য এসব অর্জন করতে গেলে প্রকল্পের স্থান-নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা প্রতিষ্ঠা করতে হয় যার যথাযথ সময়সীমা থাকে।

৮৯. যখন স্থানীয় দেশের নিয়ন্ত্রক কাঠামো ইএইচএস-এ উপস্থাপিত পর্যায় ও পদক্ষেপ থেকে ভিন্ন হয়, তখন প্রকল্পগুলোকে আরও বেশি কঠোর লক্ষ্য অর্জন করতে হয়। যদি এর চেয়ে কম কঠোর মাত্রা নির্দিষ্ট

প্রকল্পের প্রেক্ষাপটে যথাযথ মনে হয়, তাহলে পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব চিহ্নিতকরণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেকোন প্রস্তাবিত বিকল্পের জন্য পূর্ণ ও বিস্তারিত ব্যাখা দিতে হবে।

৯০. ইএইচএস নির্দেশিকাতে বিভিন্ন শিল্পখাত এবং সাধারণ পরিবেশগত, স্বাস্থ্য, ও সুরক্ষা নির্দেশিকার জন্য নির্দেশিকা দেওয়া আছে, যেখানে বিভিন্ন ধরণের বিষয় রয়েছে এবং যেগুলো সকল শিল্প এবং নির্দিষ্ট খাতের নির্দেশিকার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সাধারণ ইএইচএস নির্দেশিকাতে পরিবেশগত, স্বাস্থ্য, ও নিরাপত্তা বিষয়গুলোর ওপর তথ্য রয়েছে যা সকল খাতেই প্রযোজ্য। সংশ্লিষ্ট শিল্প খাতের নির্দেশিকার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে এগুলোর নকশা করা হয়েছে।

· পরিবেশগত (বায়ু নির্গমন এবং পারিপার্শ্বিক বাতাসের মান, জ্বালানি সংরক্ষণ, বর্জ্যপানি, এবং পারিপার্শ্বিক পানির মান, পানি সংরক্ষণ, বিপদজনক মালামাল ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, শব্দ, এবং দূষিত ভূমি)

· পেশাপগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা (সাধারণ কাঠামোর নকশা এবং কার্যক্রম, যোগাযোগ ও প্রশিক্ষণ, শারীরিক ঝুঁকি, রাসায়নিক ঝুঁকি, জৈব ঝুঁকি, তেজস্ক্রিয়তার ঝুঁকি, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, বিশেষ ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ, এবং পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি)

· কমিউনিটির স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা (পানির মান ও প্রাপ্যতা, প্রকল্পের অবকাঠামোর কাঠামোগত সুরক্ষা, জীবন ও অগ্নিকাণ্ড থেকে সুরক্ষা, যানবাহনের সুরক্ষা, বিপদজনক মালামাল পরিবহন, রোগ নিয়ন্ত্রণ, জরুরি প্রস্তুতি এবং সাড়া প্রদান ইত্যাদি)

· নির্মান ও সেবা প্রত্যাহার (পরিবেশগত, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা, কমিউনিটির স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা)

৯১. এটা মনে রাখতে হবে যে এসব শিল্পখাতের ইএইচএস নির্দেশিকা এবং সাধারণ ইএইচএস নির্দেশিকার উদ্দেশ্য হলো সুচর্চাগুলো চিহ্নিত করা, বিশেষ করে যেখানে তুলনা করার মতো জাতীয় বা স্থানীয় আইন অনুপস্থিত। এছাড়াও, এগুলো এমনভাবে নকশা করা হয়েছে যেখানে অনেকগুলো বিষয় এর আওতায় পড়ে, বিশেষ করে সাধারণ ইএইচএস নির্দেশিকার ক্ষেত্রে কিছু অথাব অনেকগুলো নির্দিষ্ট বিষয় হয়ত প্রাসঙ্গিক নয় কিংবা ঋণ পেতে আগ্রহী প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য নয়। আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইএইচএস নির্দেশিকা ব্যবহার করবে দরকারি পদ্ধতি হিসেবে। এটা তারা করবে যাচাইবাছাই ও পর্যালোচনার ক্ষেত্রে। এর মাধ্যমে তারা নির্ধারণ করবে যে প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি সঠিকভাবে চিহ্নিত করে ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে কিনা।

৯২. বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্বব্যাংকের নিজস্ব নীতি ও নির্দেশিকা রয়েছে। এগুলো প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়ে কাজে লাগানো হয়। ইডকলের ইএসএমএস মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এসব নীতি মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। উপপ্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ইডকল বিশ্বব্যাংক গ্র“পের এ· ক্লুশন তালিকা ব্যবহার করতে প্রতিশ্র “তিবদ্ধ। এসব এ· ক্লুশনের তালিকা ১১ নম্বর পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে।

৪.২.৪ জাইকার পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা নীতি

৯৩. পরিবেশগত ও সামাজিক বিবেচনা (ইএসসি নির্দেশিকা) বিষয়ে জাইকার নির্দেশিকা হলো এমন একটি দলিল যেখানে জাইকার দায়িত্ব এবং প্রয়োজনী প্রক্রিয়ার বর্ণিত রয়েছে। এর পাশাপাশি অংশীদার দেশ এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের বাধ্যবাধকতাও এখানে রয়েছে যেন ইএসসি নির্দেশিকা বাস্তবায়ন করা যায়। বর্তমানের ইএসসি নির্দেশিকায় (২০১০) ২০০৪ সালে করা জাইকার একই ধরণের নির্দেশিকা একীভূত করা হয়েছে এবং পরিবেশগত ও সামাজিক বিবেচনা নিশ্চিত করার জন্য ২০০২ সালে করা জাপান ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল কোপারেশন গাইডলাইনও একীভূত করা হয়েছে। পাশাপাশি এর আওতায় কারিগরী সহযোগিতা, ঋণ সাহায্য এবং অনুদান সাহায্যও রয়েছে। ২০১০ সালের ইএসসি নির্দেশিকা ২০১০ সালের জুলাই মাসে বা তার পরে প্রস্তাবিত সকল প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৯৪. জাইকার অংশীদার, সঙ্গে রয়েছে স্থানীয় দেশ, ঋণগ্রহীতা এবং প্রকল্পের প্রবক্তা, তারাই ইএসসি-এর প্রাথমিক দায়িত্ব বহন করবে। জাইকার দায়িত্ব হলো খতিয়ে দেখা যে ইএসসি প্রকল্প প্রবক্তারা গ্রহণ করেছে কিনা তাদের উন্নয়ন প্রকল্পে। এছাড়া জাইকা প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয় যেন সঠিক ইএসসি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা যায় এবং এটা নিশ্চিত করা যে নেতিবাচক প্রভাব এড়ানো গেছে কিংবা সহনীয় মাত্রায় কমিয়ে আনা হয়েছে। এক্ষেত্রে জাইকা যেসব প্রক্রিয়া অনুসরণ করে, তা নিচে দেওয়া হলো:

- ইএসসি জাইকা নিশ্চিতকরণ
- ইএসসি জাইকা বলবৎকরণ
- পরিবেশগত ও সামাজিক বিবেচনার জন্য উপদেষ্টা কমিটি
- আপত্তির প্রক্রিয়া
- তথ্য উন্মোচন

৪.২.৫ এডিবির পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা নীতি

৯৫. সুরক্ষা নীতির বিবৃতিতে এডিবির সুরক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্যগুলো বর্ণিত থাকে। সেখানে নীতিমালা দেওয়া থাকে এবং এর ডেলিভারি প্রক্রিয়া বর্ণিত থাকে।

৯৬. সুরক্ষা নীতি বিবৃতি (এসপিএস) গড়ে উঠেছে পরিবেশ, অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসন, এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠী বিষয়ে আগের তিনটি সুরক্ষা নীতির ওপর, এবং এগুলোকে এখন একটি একক নীতিতে একত্রিত করা হয়েছে যা সামঞ্জস্যতা ও সাযুজ্য বৃদ্ধি করে এবং পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব ও ঝুঁকিতে আরও বেশি ব্যাপকভাবে নজর দেয়।

৯৭. এসপিএস-এর উদ্দেশ্য হলো যেখানে সম্ভব, পরিবেশ ও মানুষের ওপর প্রকল্পের নেতিবাচক প্রভাব এড়িয়ে যাওয়ার মাধ্যমে প্রকল্পের সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব থেকে পরিবেশ ও মানুষকে সুরক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে প্রকল্পের ফলাফলের টেকসইত্ব বৃদ্ধি করা; যেখানে এসব প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, সেখানে সেগুলো কমানো, প্রশমিত করা, এবং/অথবা ক্ষতিপূরণ দেওয়া; এবং পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য সক্ষমতা তৈরিতে এবং সুরক্ষা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করতে ঋণগ্রহীতাদের সাহায্য করা।

৪.২.৬ এডিবির আদিবাসী জনগোষ্ঠী নীতি

৯৮. উন্নয়ন করতে গিয়ে এডিবি নিশ্চিত করে যে আক্রান্ত জনগোষ্ঠী ও ব্যক্তিরা অন্তত যতটুকু সচ্ছল ছিল, উন্নয়ন কর্মকান্ডের পরেও যেন ততটুকু সচ্ছল থাকে, অথবা পর্যাপ্ত ও সঠিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। নীতি বাস্তবায়নে আদিবাসী জনগোষ্ঠী যেন সিদ্ধান্ত প্রনয়ন এবং সুবিধা আদান-প্রদানে অংশগ্রহনের সমান সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করা হয়। এছাড়াও এটা নিশ্চিত করা হয় যেন আক্রান্ত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য ব্যাংকের অর্থায়নকৃত টাকা:

- আক্রান্ত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর চাহিদা ও আকা· ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ
- আক্রান্ত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর “পরিচয়, সংস্কৃতি, এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সারবত্তা ও কাঠামোর দিক দিয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ
- আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর জ্ঞাত অংশগ্রহণের সঙ্গে উপলব্ধ, পরিকল্পিত এবং বাস্তবায়িত
- উন্নয়ন প্রচেষ্টা এবং প্রভাবের দিক থেকে সমতাভিত্তিক; এবং

· যথাযথ এবং গ্রহণযোগ্য ক্ষতিপূরণ এবং তাদের অনুমোদন ছাড়া যেন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ওপর উন্নয়নের নেতিবাচক প্রভাব চাপিয়ে দেওয়া না হয়।

৯৯. একটি কার্যকর, সঠিক ও সংবেদনশীল আদিবাসী জনগোষ্ঠী বিষয়ক পরিকল্পনার জন্য সেই জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা করাটা অপরিহার্য।

৪.২.৭ জিসিএফ-এর পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা নীতি

১০০. জিসিএফ এই প্রধানতম পরিবেশগত ও সামাজিক নীতি প্রতিষ্ঠা করেছে যেখানে বলা আছে কিভাবে জিসিএফ এর সিদ্ধান্ত প্রণয়ন এবং কার্যক্রমে পরিবেশগত ও সামাজিক বিবেচনাগুলো একীভূত করেছে যেন কার্যকরভাবে পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাবগুলো ব্যবস্থাপনা করতে পারে এবং ফলাফল উন্নত করতে পারে।

১০১. টেকসই উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে কম কার্বন নির্গমন এবং জলবায়ুসহিষ্ণু উন্নয়ন পন্থার দিকে যাত্রা করার ম্যান্ডেট পরিচালনা করার ক্ষেত্রে জিসিএফ কার্যকরভাবে এবং সমতাভিত্তিক পদ্ধতিতে পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি এবং প্রভাব ব্যবস্থাপনা করবে এবং জিসিএফ-এর অর্থায়নে পরিচালিত সকল কার্যক্রমের ফলাফলকে উন্নত করবে। এই নীতিতে জিসিএফ-এর প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করা হয়েছে এবং যেসব মূলনীতি ও মানদন্ডের মাধ্যমে জিসিএফ নিজেকে জবাবদিহি করে, সেগুলো স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই নীতির মাধ্যমে জিসিএফ নিশ্চিত করতে চায় যে এর অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পগুলো নিচের বিষয়গুলোতে প্রতিশ্রুত:

· মানুষ ও পরিবেশের জন্য নেতিবাচক প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া, তা সম্ভব না হলে সেগুলো প্রশমন করা;

· উন্নয়নের সুফল পাওয়ার ক্ষেত্রে সমান সুযোগ বৃদ্ধি করা; এবং

· জিসিএফ-এর অর্থায়নকৃত কার্যক্রমের কারণে যারা আক্রান্ত, বা যারা সম্ভাব্যভাবে আক্রান্ত, সেসব বিপন্ন ও প্রান্তিক জনগণ, গোষ্ঠী, এবং ব্যক্তি, স্থানীয় কমিউনিটি, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বা ব্যক্তির প্রতি যথাযথ নজর দেওয়া।

১০২. সরকারি-বেসরকারি সকল খাতের প্রতিষ্ঠান যারা জিসিএফ-এর অর্থায়নে পরিচালিত, তাদের সকলের ক্ষেত্রে এই নীতি প্রযোজ্য। এসব কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে কর্মসূচি, প্রকল্প এবং উপপ্রকল্প। আর্থিক পদ্ধতির ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, যেমন অনুদান, ছাড় প্রাপ্ত ঋণ, নিশ্চয়তা, এবং ইক্যুটি বিনিয়োগ।

১০৩. তিনটি সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে পরিবেশগত ও সামাজিক নীতি প্রযোজ্য:

কৌশলগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে: শাসনকার্যের দলিলে যেই ম্যান্ডেটের কথা বলা আছে, সেক্ষেত্রে এই নীতি প্রযোজ্য। এছাড়াও অন্যান্য প্রায়োগিক কৌশল এবং নীতির সঙ্গেও এই নীতি সম্পৃক্ত। অন্যান্য নীতির মধ্যে রয়েছে জিসিএফ-এর অভ্যন্তরীণ কাঠামো এবং শাসনব্যবস্থার কাঠামো;

প্রতিষ্ঠানের পর্যায়ে: এই নীতিতে বলা আছে যে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান যারা জিসিএফ-এর সঙ্গে কাজ করছে, তারা শক্তিশালী, পদ্ধতিগত, জবাবদিহিমূলক, অন্তর্ভূক্তিমূলক, জেন্ডার-সংবেদনশীল, অংশগ্রহণমূলক এবং স্বচ্ছ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করবে যেন জিসিএফ-এর অর্থায়নকৃত কার্যক্রমের মাধ্যমে ঘটা ঝুঁকি ও প্রভাব ব্যবস্থাপনা করতে পারে, যা এই নীতি এবং জিসিএফ-এর ইএসএস মানদন্ড মেনে চলবে। নিবন্ধন কাঠামোর সঙ্গে এসব শর্ত পরিপূরক এবং নিবন্ধন ও পুনর্নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় এগুলো বিবেচনায় নেওয়া হয়; এবং

কার্যক্রম পর্যায়ে: এই নীতিতে পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি নিরূপন ও ব্যবস্থাপনার শর্তগুলো জিসিএফ-এর ইএসএস মানদন্ড অনুযায়ী তৈরি করা। এর মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয় যে জিসিএফ-এর সকল কার্যক্রমে সঠিক প্রক্রিয়া মেনে চলা হচ্ছে। জিসিএফ-এর অর্থায়নে পরিচালিত উপপ্রকল্পের ক্ষেত্রেও এগুলো প্রযোজ্য। এগুলো পুরোপুরি জিসিএফ-এর অর্থায়নে পরিচালিত নাকি অন্য প্রতিষ্ঠানের সহ-অর্থায়নে পরিচালিত, তা বিবেচ্য নয়।

১০৪. নিচের মূলনীতিগুলোতে দেওয়া হয়েছে কিভাবে জিসিএফ ইএসএমএস বাস্তবায়ন করবে এবং এই নীতির উদ্দেশ্যগুলো অর্জন করবে:

পরিবেশগত ও সামাজিক টেকসই ব্যবস্থার একীভূতকরণ

১০৫. জিসিএফ যেন পরিবেশগত ও সামাজিক বিবেচনাগুলো এমনভাবে অন্তর্ভূক্ত করতে পারে যেন তা শুধু “কোন ক্ষতি নয়” বলে যে সুরক্ষা পদক্ষেপ আছে, সেটাই শুধু নয়, বরং পরিবেশগত ও সামাজিক ফলাফল উন্নত করতে পারে এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীসহ পরিবেশ ও কমিউনিটির জন্য সুবিধা সৃষ্টি করতে পারে, সে লক্ষ্যে ইএসএমএস এবং এই নীতিতে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ইএসএমএস-এর পরিধিতে এর অর্থ হলো জিসিএফ-এর কার্যক্রমের মধ্যে যুক্ত হওয়া, যেমন স্বীকৃতি, বিনেয়োগের শর্ত, ইএসএস প্রয়োগ, পর্যবেক্ষণ ও জবাবদিহি, তথ্য উন্মেচন, জেন্ডার বিষয়কে মূলধারায় আনা, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, অংশীজনের সম্পৃক্ততা, এবং অভিযোগ প্রতিকার পদ্ধতির সঙ্গে সম্পর্কিত বিবেচনাগুলো অন্তর্ভূক্ত করা।

সমতা ও বৈষম্য বিলোপ

১০৬. ইএসএস মানদন্ড পূরণ করতে জিসিএফ-এর অর্থায়নে পরিচালিত সকল কার্যক্রমে এটা নিশ্চিত করতে হবে যেন নেতিবাচক প্রভাব বিপন্ন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর এবং ব্যক্তির ওপর অনানুপাতিকভাবে না বর্তায়, এবং উন্নয়নের সম্পদ ও সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব ও বৈষম্য এড়িয়ে যেতে হবে।

প্রশমনের ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাগ

১০৭. জিসিএফ এর প্রকল্পের সকল ক্ষেত্রে পরিবেশগত ঝুঁকি ও প্রভাব ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সামগ্রিক একটি মূলনীতি হিসেবে প্রশমনের ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাগের নীতি মেনে চলে। এর উদ্দেশ্য হলো:

(*) মানুষ ও পরিবেশের ওপর নেতিবাচক ঝুঁকি ও প্রভাব পূর্বানুমান করা এবং এড়ানো;

(**) যেখানে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, সেখানে প্রশমন পদক্ষেপের মাধ্যমে সেগুলো কমানো);

(***) যেকোন ধরণের অবশিষ্ট ঝুঁকি ও প্রভাব প্রশমন করা; এবং

(*) যেখানে এড়িয়ে যাওয়া, কমানো বা প্রশমন পদক্ষেপ নেওয়া যায় না বা নিলেও যথেষ্ট নয়, সেখানে পর্যাপ্ত ও সমান ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আগে প্রতিকারের মতো পদক্ষেপ নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ থাকতে হবে।

জিসিএফ-এর প্রাসঙ্গিক নীতি ও অনুশীলনের সঙ্গে সাযুজ্য ও সংযোগ

১০৮. পরিবেশগত ও সামাজিক নীতি হলো একটি সামগ্রিক নীতি যা জিসিএফ-এর প্রাসঙ্গিক নীতি ও অনুশীলনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে এবং সংযোগ থাকতে হবে। যেমন স্বীকৃতি, পর্যবেক্ষণ ও জবাবদিহি, প্রশমন পদ্ধতি, তথ্য উন্মোচন, জেন্ডার, এবং অন্যান্য, এমনকি যেসব নীতি এখনও তৈরি হওয়ার পর্যায়ে আছে, সেগুলোও সঙ্গে।

অব্যহত উন্নতি ও অনুকরণীয় উদাহরণ

১০৯. ইএসএমএস অব্যহতভাবে পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করা হবে একটি স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে। এর উদ্দেশ্য হলো বিদ্যমান সাংগঠনিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে এর প্রাসঙ্গিকতা ও সংবেদনশীলতা বজায় রাখতে পারে। আন্তর্জাতিক অনুকরণীয় উদাহরণ এবং প্রযোজ্য মানদন্ডের সঙ্গে ইএসএমএস অব্যহতভাবে সাযুজ্য রেখে চলবে। ইএসএমএস হালনাগাদ করার ক্ষেত্রে, জিসিএফ স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা এবং চলমান জিসিএফ প্রকল্পগুলোতে এগুলোর প্রয়োগের ব্যাপারে এসব হালনাগাদের প্রভাব সম্পর্কে নির্দেশনা দিবে।

অংশীজনের সম্পৃক্ততা ও উন্মোচন

১১০. ইএসএমএস-এ একটি বৃহৎ বহু-অংশীজনের সহায়তা এবং অংশগ্রহণ দরকার, যা জিসিএফ-এর অর্থায়নকৃত প্রকল্পগুলোর কার্যক্রমব্যাপী চলবে। এর মধ্যে রয়েছে পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব প্রশমন, ব্যবস্থাপনা, এবং পর্যবক্ষেণ করার জন্য পদক্ষেপ তৈরি করা। সহায়তা বৃদ্ধির এই প্রক্রিয়া হতে হবে অন্তর্ভূক্তিমূলক, জেন্ডার-সংবেদনশীল এবং সাংস্কৃতিকভাবে সচেতন, এবং সেটা প্রাসঙ্গিক তথ্য উঃে §াচনের মাধ্যমে সমর্থিত হবে যা জিসিএফ-এর তথ্য উঃে §াচন নীতি মেনে চলবে।

জেন্ডার-সংবদেনশীল পদ্ধতি

১১১. জিসিএফ নারী-পুরুষ সমতা ও অন্তর্ভূক্তিতায় অবদান রাখবে। এটা করতে হলে নিশ্চিত করতে হবে যে জলবায়ু বিষয়ক পদক্ষেপগুলো প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমতা বৃদ্ধি এবং জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য কমানোর জন্য পদ্ধতি গ্রহণ করা হচ্ছে। জিসিএফ-এর অর্থায়নে পরিচালিত কার্যক্রমের নকশা করার ক্ষেত্রে জিসিএফ-এর প্রয়োজন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান যেন পর্যাপ্তভাবে জেন্ডারভিত্তিক ঝুঁকি ও প্রভাব (সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব নিরূপনের অংশ হিসেবে) নিরূপণ করতে পারে, এবং জেন্ডারভিত্তিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পদক্ষেপগুলো কার্যক্রম পর্যায়ের জেন্ডারভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনায় সংযুক্ত করা হচ্ছে।

জ্ঞান আদান-প্রদান

১১২. ইএসএস প্রয়োগ করা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও অংশীজনের মধ্যে এটা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জিসিএফ অভিজ্ঞতা ও শিক্ষণ আদান-প্রদানে নেতৃত্ব দিবে। এছাড়াও এসব শিক্ষণগুলো একীভূত করার ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধি, যোগাযোগ, এবং প্রচার করবে।

পরিবেশগত ও সামাজিক শর্তের সমন্বিত প্রয়োগ

১১৩. বহুমূখী ও মিলে যাওয়া শর্তগুলো কমাতে পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষার সমন্বিত প্রয়োগ বাড়াবে জিসিএফ। এটা করা হবে একটি সাধারণ পদ্ধতি তৈরি করার মাধ্যমে যা অন্য সহ-অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর শর্তগুলোও বিবেচনায় নিবে আবার সব পক্ষের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ পর্যায়ের পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করবে।

প্রযোজ্য আইনের সঙ্গে সাযুজ্য

১১৪ জাতীয় আইন ও বাধ্যবাধকতাসহ প্রযোজ্য আইন, যেগুলো প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক চুক্তির অধীনে প্রযোজ্য, যেসব কার্যক্রম এগুলো মেনে চলে না, সেগুলোকে জিসিএফ সহায়তা করবে না।

শ্রম ও কাজের পরিবেশ

১১৫. জিসিএফ যেসব কার্যক্রমে সহায়তা করে, সেগুলো শোভন কাজ, সদাচরণ, বৈষম্যহীনতা এবং শ্রমিকদের জন্য সমান সুযোগ বৃদ্ধি করবে। এগুলো আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার শ্রমমান দ্বারা নির্দেশিত হবে।

আদিবাসী জনগোষ্ঠী

১১৬. এই নীতির সার্বিক উদ্দেশ্য হলো এমন একটি কাঠামো তৈরি করা যার মাধ্যমে জিসিএফ-এর কার্যক্রম এমনভাবে তৈরি করা হবে এবং বাস্তবায়ন করা হবে যা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রতি পূর্ণ সম্মান, তাদের উন্নত করা, এবং সুরক্ষা দেওয়া হবে, যেন তারা (ক) সাংস্কৃতিকভাবে সঠিক পদ্ধতি জিসিএফ-এর কার্যক্রম ও প্রকল্প থেকে সুবিধা পেতে পারে; এবং (খ) এসব প্রকল্পের নকশা ও বাস্তবায়ন থেকে কোন ধরণের ক্ষতি বা নেতিবাচক প্রভাবের মুখে না পড়ে। জিসিএফ-এর অর্থায়নে পরিচালিত সকল প্রকল্প ও কার্যক্রমের পূর্ণকালব্যাপী আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে সহায়তা দেওয়া হবে এবং জিসিএফ-এর প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাদের অবদান স্বীকার করা হবে। এসব কার্যক্রমের নকশা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ে জাতিসংঘের ঘোষণাপত্রে বর্ণিত অধিকার ও কর্তব্য দ্বারা পরিচালিত হবে, বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে যে বিষয়টি দেখা হবে তা হলো যেখানে প্রযোজ্য, সেখানে মুক্ত, পূর্বতন ও জ্ঞাত সম্মতির অধিকার।

মানবাধিকার

১১৭. সকল প্রকল্পের নকশা ও বাস্তবায়ন এমনভাবে করা হবে যেন জাতিসংঘের বর্ণিত মানবাধিকারের প্রতি সর্বজনীন সম্মান এবং তা প্রতিপালনকে বৃদ্ধি করবে, সুরক্ষা দিবে এবং তা পূরণ করবে। জিসিএফ-এর প্রয়োজন হলো একটি শক্তিশালী পরিবেশগত ও সামাজিক যথাযথ প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা যেন প্রতিকূল মানবাধিকার বিষয়ক প্রভাব না তৈরি করে, সেগুলো বৃদ্ধি না করে, চিরস্থায়ী না করে, অথবা আরও অবনতি না ঘটায়।

জীববৈচিত্র্য

১১৮. সকল কার্যক্রম এমনভাবে নকশা ও বাস্তবায়ন করা হবে যা জীববৈচিত্র্য ও সংকটাপন্ন আবাসস্থলের সুরক্ষা দিবে এবং সংরক্ষণ করবে, পানির পরিবেশগত প্রবাহ নিশ্চিত করবে, এবং বাস্তুতন্ত্রের সুযোগ-সুবিধাগুলো বজায় রাখবে।

জিসিএফ-এর পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা নীতি অনুসারে সাধারণ শর্তাবলি

স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের শর্তাবলি

১১৯. আর্থিক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করা প্রতিষ্ঠানসহ স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমেই জিসিএফ কাজ করে। এসব প্রতিষ্ঠানের কাজ হলো জিসিএফ-এর উদ্দেশ্য অনুসারে কাজ শেষ করা। এটা করা হবে সহায়তা করা কার্যক্রমের মাধ্যমে। একই সঙ্গে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে জিসিএফ-এর বিশ্বস্ত, পরিবেশগত, এবং সামাজিক মানদণ্ড পূরণ করা হচ্ছে। জিসিএফ-এর নীতি অনুযায়ী, স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানগুলো পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা তৈরি করবে যেখানে তাদের সক্ষমতা, মানদন্ড, এবং সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব যাচাইবাছাই করা, চিহ্নিত করা, নিরূপন করা, ব্যবস্থাপনা করা এবং পর্যবেক্ষণ করার বিষয়গুলো নির্দিষ্ট করা থাকবে, এবং এগুলো জিসিএফ-এর ইএসএস মানদন্ড এবং এর জিসিএফ-এর নীতি মেনে চলবে।

১০. স্বীকৃতিদানের কাঠামো অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বীকৃতি প্রদান করা হবে, যার অধীনে আবেদনকারীর পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা, এই ব্যবস্থা বাস্তবায়নের পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা পর্যাপ্তভাবে বর্ণনা করা থাকবে। এর মাধ্যমে পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি এবং প্রভাব নিরূপন ও ব্যবস্থাপনা নিরূপণ করার কাজ সম্পন্ন হবে।

পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার শর্তাবলি

১২১. স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থায় বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান (যা হতে পারে কোন প্রকল্পের নির্বাহী দায়িত্ব) এবং মধ্যস্থাকারী প্রতিষ্ঠান, অথবা দুটোই হিসেবে এগুলোর দায়িত্ব ঠিক করা হবে। স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানগুলো পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা বজায় রাখবে এবং অব্যহতভাবে সেগুলো উন্নত করবে, যার ভিত্তিতে তাদের স্বীকৃতিদান অনুমোদন করা হয়েছে। ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার বিস্তারিত মাত্রা এবং এর জটিলতা, এবং এর জন্য বরাদ্দকৃত স্টাফ ও আর্থিক সম্পদ, যেসব কার্যক্রমে অর্থায়ন করা হয়েছে, সেগুলোর প্রত্যাশিত ঝুঁকি ও প্রভাবের মাত্রা ব্যবস্থাপনার জন্য যথেষ্ট হবে। স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের স্টাফ, যারা খন্ডকালীন বা বাহ্যিকভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত তাদের সহ এদের সবার জিসিএফ-এর ইএসএস মানদন্ডের আওতাধীন সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ জ্ঞান থাকতে হবে যেন তারা নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে পারে।

১২২. যদি স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানগুলো মধ্যস্থতাকারী দায়িত্বে থাকে, তাহলে তাদের পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থায় যথাযথ প্রক্রিয়া ও নির্বাহী প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর নজরদারি করার নীতি, প্রক্রিয়া, এবং সম্পদ থাকবে। এটা নিশ্চিত করা হবে যেন নির্বাহী প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম পরিচালানার পর্যায়ের শর্ত পূরণের জন্য সক্ষমতা এবং পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা থাকে, যা অধ্যায় পাঁচ, ছয়, ও সাতে আলোচনা করা হয়েছে, এবং জিসিএফ-এর ইএসএস মানদন্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

পরিবেশগত ও সামাজিক নিরূপণের শর্তাবলি

১২৩. পরিবেশগত ও সামাজিক নিরূপণ এমনভাবে করা হবে যেন তা আন্তর্জাতিক শিল্পখাতের উৎকৃষ্ট উদাহরণের অনুবর্তী হয়; সর্বোৎকৃষ্ট বিকল্পগুলো চিহ্নিত করা; জিসিএফ-এর মানদন্ড এবং স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর শর্তাবলির অনুগামী পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি এবং প্রভাবের একীভূত ও ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা; আদিষ্ট ফলাফল অর্জনে যেসব পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়গুলো প্রভাব বিস্তার করে, সেগুলো বিবেচনা করা; উজান ও ভাটির পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও বাস্তুতন্ত্রের ওপর প্রভাব অন্তর্ভূক্ত করা এবং ইতিবাচক পরিবেশগত ও সামাজিক ফলাফল ও সুবিধা বৃদ্ধির সুযোগগুলো চিহ্নিত করা।

১২৪. পরিবেশগত ও সামাজিক নিরূপনের পরিধি ও গভীরতা হবে ঝুঁকি ও প্রভাবের মাত্রার সঙ্গে আনুপাতিক যা যাচাইবাছাই পর্যায়ে নির্ধারণ করা হয়েছিল এবং যা প্রযোজ্য পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা নীতি এবং জিসিএফ-এর পরিবেশগত ও সামাজিক নীতির অনুগামী নির্দিষ্ট শর্তগুলো দ্বারাও নির্ধারিত।

১২৫. ‘এ’ শ্রেনিবিভাগের ক্ষেত্রে যেসব কার্যক্রমের তাৎপর্যপূর্ণ পরিবেশগত ও সামাজিক, আন্তসীমান্ত ঝুঁকি ও প্রভাব আশঙ্কা করা হচ্ছে, তাদের ক্ষেত্রে একটি পূর্ণ ও সামগ্রিক ইএসআইএ এবং ইএসএমপি করতে হবে।

১২৬. ‘বি’ শ্রেণিবিভাগের ক্ষেত্রে কার্যক্রম হবে সীমিত প্রভাবসম্পন্ন, উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ইএসআইএ, এবং একটি ইএসএমপি, যার থাকবে আরও বেশি সীমিত মনোযোগ, এবং যেখানে সম্ভাব্য প্রভাব, যথাযথ প্রশমন, পর্যবেক্ষণ, এবং প্রতিবেদন দাখিলের পদক্ষেপ থাকবে।

১২৭. ‘সি’ শ্রেণিবিভাগের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব প্রত্যাশিত। সেজন্য কোন নিরূপণের প্রয়োজন না-ও হতে পারে, যদিও নিরূপণের পূর্বে করা মূল্যায়ন ও যাচাইবাছাইয়ে এটা নিশ্চিত হতে হবে যে এসব কার্যক্রম আসলেই ‘সি’ শ্রেণিবিভাগের আওতায় পড়ে।

পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার শর্তাবলি

১২৮. জিসিএফ-এ নিশ্চিত করা হবে যে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান ইএসএমপি তৈরি করছে যেখানে চিহ্নিত ঝুঁকি ও প্রভাব ব্যবস্থাপনা ও প্রশমনের পদক্ষেপ থাকবে, যা জিসিএফ-এর ইএসএস মানদন্ড এবং এই নীতি মেনে চলবে। যদি কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে, তাহলে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে যেন নির্বাহী প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম পর্যায়ের ইএসএমপি-এর শর্তাবলি পূরণ করতে পারছে তা নিশ্চিত হয় এবং স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানগুলো প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া পরিচালনা করবে এবং নজরদারি চালাবে যেন এসব শর্তাবলি পূরণ হওয়া নিশ্চিত হয়।

১২৯. পরিবেশগত ও সামাজিক নিরূপণের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে কোন কাজের জন্য ইএসএমপি এমনভাবে নকশা করতে হবে যেন নেতিবাচক পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব, স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও সুরক্ষা এবং ইতিবাচক পরিবেশগত ও সামাজিক ফলাফল অনুসরণ করা এবং বৃদ্ধি করার সুযোগ নিশ্চিত করার যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া নিশ্চিত করা যায়। এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে এগুলো ঠিকঠাক বর্ণনা করা হয়েছে, দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে, এবং যথাযথ সময়সীমা এবং সম্পদ চিহ্নিত করা হয়। যেখানে আন্তসীমান্ত ঝুঁকি ও প্রভাব জড়িত, সেখানে ইএসএমপি-তে একটি মোডালিটি থাকতে হবে যার মাধ্যমে দেখানো হবে যে অংশীজনদের সম্মতি নেওয়া হয়েছে ইএসএমপি-তে। যেসব কার্যক্রমে বিদ্যমান কাঠামো জড়িত, সেখানে পরিবেশগত ও সামাজিক নিরীক্ষার দরকার পড়বে, সঙ্গে ইএসএমপি-ও, যেখানে আবার প্রতিকার, ক্ষতিপূরণ, বা যেকোন অবশিষ্ট পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়গুলোর ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

১৩০. সার্বিক পরিকল্পনা, নকশা, সম্পদ, এবং জিসিএফ-এর অর্থায়নকৃত কর্মকান্ডের নির্বাহের মধ্যে ইএসএমপি-কে একীভূত করতে হবে এবং স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থায় সেটা প্রতিফলিত হতে হবে। যদি প্রশমন পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানগুলো সক্ষমতায় ঘাটতি থাকে, তাহলে জিসিএফ তাদের সঙ্গে কাজ করবে যেন প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা ও ঘাটতি পূরণ করা যায়। প্রশমন পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নের আগেই এগুলো করতে হবে।

১৩১. জিসিএফ এটা নিশ্চিত করবে যেন কার্যক্রমগুলো যাচাইবাছাই হয়, এবং কর্মসূচির উপপ্রকল্পের কমপোনেন্ট এবং যেসব কার্যক্রমের আর্থিক মধ্যস্থতা দরকার, সেগুলোও নিশ্চিত করতে হবে। এগুলো করতে হবে জিসিএফ-এর জেন্ডার নীতি এবং কর্মপরিকল্পনা এবং জাতীয় আইনের সঙ্গে সাযুজ্য অনুসারে নারী-পুরুষ সমতা বৃদ্ধি, সুরক্ষা এবং সম্মানের ওপর সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব ঠেকাতে যেগুলো সামগ্রিক জেন্ডার ঝুঁকি ও প্রভাব নিরূপণের মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক চুক্তির অধীনে যেসব কার্যক্রম, সেগুলোয়

সরাসরি প্রযোজ্য। সহায়ক ও প্রশমন পদক্ষেপগুলো বর্ণনা করতে হবে এবং নির্দিষ্ট কাজের জেন্ডার কর্ম পরিকল্পনা এবং/অথবা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাও জিসিএফ-এর তহবিলে বিবেচিত হওয়ার জন্য বর্ণনা করতে হবে।

১৩২. যেসব কার্যক্রমের আর্থিক মধ্যস্থতা দরকার, সেখানে জিসিএফ এটা নিশ্চিত করবে যেন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান এর মধ্যস্থতাকারী ভূমিকায় কাজ করার সময় একটি প্রায়োগিক কর্মসূচি তৈরি করে অথাব প্রকল্প পর্যায়ের পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা বা ঝুঁকি চিহ্নিত করা ও ব্যবস্থাপনা করার কাঠামো তৈরি করতে হবে। যেসব ঝুঁকি তাদের নির্ধারিত কাজ এবং কার্যক্রমের সঙ্গে চলমান ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু এগুলো ঝুঁকির মাত্রার ওপর ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্ন হবে। স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা পূরণের লক্ষ্যে পরিবেশগত ও সামজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা বা কাঠামোর নকশা করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে, যা জিসিএফ-এর ইএসএস মানদন্ড এবং এই নীতি মেনে চলবে।

পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন

১৩৩. জিসিএফ নিজের সচিবালয়ের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন দেওয়ার কাজ পরিচালনা করবে যেগুলো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের পরিবেশগত ও সামাজিক কার্যদক্ষতার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং সমর্থিত কার্যক্রম যেগুলো জিসিএফ-এর পর্যবেক্ষণ ও জবাবদিহি কাঠামোর জন্য প্রয়োজন।১১ পর্যবেক্ষণ হলো চলমান প্রক্রিয়া যা পর্যবেক্ষণ ও জবাবদিহি কাঠামো এবং তথ্য উš্ে§াচন নীতি মেনে চলবে। পর্যবেক্ষণের পরিধির ভিত্তি হবে চিহ্নিত ঝুঁকির ধরণ ও মাত্রা, এবং পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি।

১৩৪. স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়মনীতি মেনে চলার বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করবে জিসিএফ। এক্ষেত্রে প্রযোজ্য পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষার শর্তাবলি অনুসরণ করা হবে। বার্ষিক ভিত্তিতে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানগুলো জিসিএফ-কে প্রযোজ্য পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষাসহ তাদের কমপ্লায়েন্সের স্ব-নিরূপণ প্রদান করবে। পাঁচবছর মেয়াদি স্বীকৃতিদানের মাঝামাঝিতে সচিবালয় স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের কমপ্লায়েন্সের কার্যদক্ষতার একটি মধ্যবর্তী পর্যালোচনা করবে। বার্ষিকভাবে সচিবালয় পরিষদের কাছে প্রতিবেদন জানাবে। অর্থাৎ বার্ষিক স্ব-নিরূপন, মধ্যবর্তী পর্যালোচনা, এবং যেকোন তাৎক্ষণিকভাবে পরিচালিত পর্যালোচনার একত্রিত ফলাফল পরিষদকে জানাবে।

তথ্য উন্মোচন, অংশীজনের সম্পৃক্ততা, এবং অভিযোগ প্রতিকার

১৩৫. কার্যপরিচালনার দলিলে বলা আছে যে জিসিএফ পরিচালিত হবে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক পদ্ধতি। এর নির্দেশিত মূলনীতি হবে দক্ষতা ও কার্যকারিতা। জিসিএফের তথ্য উন্মোচন নীতিতে এই প্রতিশ্রুতি

বাস্তবায়ন করা হয়। এর মাধ্যমে স্বচ্ছতা, জনগণের তথ্য প্রাপ্তি, এবং সকল কার্যক্রমে অংশীজনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। তথ্য উন্মোচন নীতিতে সংশ্লিষ্ট তথ্য, পরিবেশ ও সামাজিক বিষয়ে, আক্রান্ত এবং সম্ভাব্য আক্রান্ত জনগোষ্ঠী ও বাইরের অংশীজনের কাছেও সহজলভ্য করা হয়।

১৩৬. তথ্য উন্মোচন নীতির বিধান অনুযায়ী তথ্য সহজলভ্য করা হয়। এর মাধ্যমে অংশীজনকে তথ্য পর্যালোচনার সময় দেওয়া হয়, বাড়তি তথ্য লাগলে সেটা খোঁজার সময় দেওয়া হয়, এবং প্রস্তাবিত কাজের ওপর ইনপুট দেওয়া হয়, এবং এর পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষার নকশা ও বাস্তবায়ন উন্নত করার পন্থা বের করা হয়।

১৩৭. স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোও একইভাবে কার্যক্রমের সারাংশ উন্মোচন করবে এবং পাশাপাশি পরিবেশগত ও সামাজিক তথ্যও উন্মোচিত করবে।

ক) কার্যক্রমের উদ্দেশ্য, ধরণ ও মাত্রা, এবং আদিষ্ট উপকারভোগীর তথ্য;

খ) প্রস্তাবিত কার্যক্রমের মেয়াদ;

গ) অংশীজনের সম্পৃক্ততার সারাংশ এবং পরিকল্পিত অংশীজনের সম্পৃক্ততার প্রক্রিয়া; এবং

ঘ) সহজলভ্য অভিযোগ প্রতিকার পদ্ধতি।

১৩৮. জিসিএফ-এ নিশ্চিত করা হয় যে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান, নির্বাহী প্রতিষ্ঠান, বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান এবং অন্য মধ্যস্থতাকারীরা কমিউনিটি এবং ব্যক্তি, আন্তসীমান্ত, বিপন্ন, এবং প্রান্তিক গোষ্ঠী ও ব্যক্তি যারা জিসিএফ-এর অর্থায়নকৃত কাজের মাধ্যমে আক্রান্ত হয়েছে বা সম্ভাব্য আক্রান্ত হওয়ার পথে, তাদের কার্যকর সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করবে। অংশীজনের সম্পৃক্ততার পরিকল্পনায় তথ্য উন্মোচন, অর্থপূর্ণ আলোচনা, এবং সাংস্কৃতিকভাবে যথাযথ ও জেন্ডার সংবেদনশীল পদ্ধতিতে জ্ঞাত অংশগ্রহণের বর্ণনা করবে এবং নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে, মুক্ত, পূর্বতন, জ্ঞাত সম্মতি বর্ণনা করবে। তথ্য উন্মোচন, অর্থপূর্ণ আলোচনা, এবং জ্ঞাত অংশগ্রহণ এমনভাবে নকশা ও গ্রহণ করা হবে যা আন্তসীমান্ত প্রভাবসহ ঝুঁকি ও প্রভাবগুলো বিবেচনায় নিবে এবং প্রস্তাবিত কর্মকা-ের পরিবেশগত ও সামাজিক ফলাফল বৃদ্ধি করার সুযোগগুলোকেও বিবেচনায় নিবে। এটা শুরু হবে কার্যক্রমের নকশা ও বিকাশের পর্যায় থেকে, এবং কার্যক্রমের পুরো সময়ব্যাপী অব্যহত থাকবে।

১৩৯. জিসিএফের পদ্ধতি হলো অভিযোগ প্রতিকার করা সব পর্যায়ে। জিসিএফ-এ এটা নিশ্চিত করা হয় যে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানগুলো আক্রান্ত বা যারা সম্ভাব্য আক্রান্ত, তাদের অভিযোগ প্রতিকার সম্পর্কে অবগত করবে। সেটা অংশীজন সম্পৃক্ততা প্রক্রিয়ায়, এবং বোধগম্য পদ্ধতি ও সংশ্লিষ্ট ভাষায়। অভিযোগ পাঠানোর

বিস্তারিত বর্ণনা যেখানে যোগাযোগের তথ্য এবং যথাযথ পদ্ধতি থাকবে, যার মাধ্যমে এগুলো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করবে এবং সেগুলো তারা সংশ্লিষ্ট অন্য প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি কমিউনিটির মধ্যে ছড়িয়ে দিবে।

১৪০. জিসিএফের ইএসএস মানদ-ের মাধ্যমে ক্ষোভ প্রশমনের শর্তগুলো কি হবে তা বলা আছে। এখানে পরিবেশগত ও সামাজিক কার্যদক্ষতা সম্পর্কে উদ্বেগ ও ক্ষোভের সমাধানের পদ্ধতিও বলা আছে। এসব পদ্ধতিতে এমনভাবে অভিযোগের সুরাহা করা হয় যা অভিযোগকারীরা এবং সংশ্লিষ্ট অন্য পক্ষগুলোর কাছে সন্তোষজনক, যা চিহ্নিত করা হবে অভিযোগের ধরণের ওপর ভিত্তি করে। এই লক্ষ্যে, জিসিএফ স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোকে দায়িত্ব দেয় এই চিহ্নিত করার কাজটি করার যেখানে কর্মকা-ে পর্যায়ে ইতিমধ্যেই ক্ষোভ প্রশমনের ব্যবস্থা আছে, এবং যেখানে নেই সেখানে এই পদ্ধতি তৈরি করা ও রক্ষা করার কথা বলা আছে।

বাস্তবায়ন ব্যবস্থা এবং সম্পদের সংস্থান

১৪১. পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা নীতি হলো ইএসএমএস-এ বর্ণিত সার্বিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোর একটি অপরিহার্য উপাদান। এই নীতির বাস্তবায়ন হবে ইএসএমএস-এর মাধ্যমে তৈরি করা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এক্ষেত্রে অন্য সংশ্লিষ্ট নীতি এবং জিসিএফের ইএসএস মানদন্ড বিবেচনায় নেওয়া হয়। এই নীতি কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য জিসিএফ পর্যাপ্ত জ্ঞান সম্পন্ন স্টাফ নিয়োগ দিয়ে তাদের মধ্যে দায়িত্ব এবং পর্যাপ্ত সম্পদ বরাদ্দ করে দেয়।

কার্যকর তারিখ ও পর্যালোচনার শর্তাবলি

১৪২. পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা নীতি চলমান কার্যক্রমগুলোর জন্য প্রযোজ্য হবে ততটুকু, যতটুকু যৌক্তিভাবে সম্ভব এবং যেগুলো কার্যকর তারিখের পর অনুমোদিত হবে তাদের ক্ষেত্রে। এই নীতির উদ্দেশ্য এবং ইএসএস মানদন্ডের ওপর ভিত্তি করে জিসিএফ সার্বিক পরিবেশগত ও সামাজিক কার্যদক্ষতার পর্যালোচনা ও মূল্যায়ণ করবে। এসব পর্যালোচনা ও মূল্যায়ণ, এবং ইএসএমএস-এ পরিবর্তন, এবং ইএসএস মানদন্ডের হালনাগাদের ওপর ভিত্তি করে এই নীতির যথাযথ সংশোধন বিবেচনায় নেওয়া হবে। এই নীতি সংশোধনের ক্ষেত্রে, জিসিএফ স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোকে এসব সংশোধনের প্রভাব সম্পর্কে জানাবে, অর্থাৎ স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থায় এবং জিসিএফের চলমান প্রকল্পগুলোতে এর প্রভাব। কার্যকর তারিখ থেকে পাঁচ বছর পর এই নীতির একটি পর্যালোচনা করা হবে যেখানে এই নীতির উদ্দেশ্য অর্জনে জিসিসএফের কার্যকারিতা নিরূপণ করা হবে। এই পর্যালোচনায় অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা যুক্ত করা হবে এবং বার্ষিক ও মধ্যবর্তী পর্যালোচনা ও

প্রতিবেদনের মাধ্যমে মূল পর্যালোচনাকে সহায়তা করা হবে। এর মাধ্যমে ইএসএমএস-এর প্রয়োজনীয় উন্নতিসাধন করা সম্ভব।

আইএফসি-এর পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা নীতি

১৪৩. বিশ্বব্যাংক গ্রুপ/ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স করপোরেশনের ২০০৮ সালে প্রণীত পরিবেশগত, স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা (ইএইচএস) নির্দেশিকা হলো শিল্পকারাখানা ও অন্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরিবেশগত, স্বাস্থ্য, ও সুরক্ষা বিষয়ক নির্দেশিকা। এগুলোতে কার্যদক্ষতার মাত্রা এবং পদক্ষেপ বিবেচনায় নেওয়া হয়, তবে যেগুলো নতুন কাঠামোতে পরিমিত খরচের মাধ্যমে বিদ্যমান প্রযুক্তি ব্যবহার করেই অর্জন করা সম্ভব। যখন স্থানীয় দেশের আইন ইএইচএস নির্দেশিকায় দেওয়া মাত্রা ও পদক্ষেপ থেকে ভিন্ন হয়, তখন এসব প্রকল্পের মাধ্যমে আরও কঠিন শর্ত অর্জন করতে হয়। যদি প্রদত্ত মাত্রা বা পদক্ষেপের চেয়ে কম কঠোর মাত্রা বা পদক্ষেপ সঠিক মনে হয়, অর্থাৎ নির্দিষ্ট প্রকল্পের পরিস্থিতি বিবেচনায়, তাহলে এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ কারণ দর্শাতে হবে যে কেন প্রস্তাবিত বিকল্প দেওয়া হয়েছে। এটা নির্দিষ্ট প্রকল্পের পরিবেশগত মূল্যায়ণের অংশ হিসেবে দরকার। এই কারণ দর্শানোর ব্যাখ্যায় দেখাতে হবে যে বিকল্প ব্যবস্থাও মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য সুরক্ষা প্রদান করবে।

১৪৪. নির্মাণ ও সেবা প্রত্যাহার বিষয়ে ইএইচএস নির্দেশিকার ৪ নম্বর অধ্যায়ে বাড়তি, নির্দিষ্ট নির্দেশনা দেওয়া আছে কিভাবে কমিউনিটির স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়ে প্রভাব ঠেকানো ও নিয়ন্ত্রণ করা যায় যা নতুন প্রকল্প তৈরির সময়ে ঘটতে পারে, প্রকল্পের শেষে ঘটতে পারে, কিংবা বিদ্যমান প্রকল্পের কাঠমোর সম্প্রসারণ বা পরিমার্জনের কারণে ঘটতে পারে।

ইডকলের পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা নীতি

১৪৫. ইডকলের পরিবেশগত ও সামাজিক নীতির বিবৃতিতে পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়ের প্রতি ইডকলের সংবেদনশীলতা ও উদ্বেগ, আইনি কমপ্লায়েন্সের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি, এবং এর উন্নয়ন সহযোগীদের পরিবেশগত ও সামাজিক শর্তের ব্যাপরে সংবেদনশীলতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলো সকল অংশীজনকে জানানো হয়। ইডকলের এই নীতিতে ইএসএসএফ-এর প্রায়োগিক কাঠামোর বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়।

১৪৬. বাংলাদেশে মধ্যম থেকে বৃহৎ অবকাঠামো ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্প তৈরির ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতে অর্থায়নের ম্যান্ডেট রয়েছে ইডকলের। সংস্থাটি অবকাঠামো উন্নয়নে পরিবেশগত, স্বাস্থ্য/সুরক্ষাগত,

এবং সামাজিক বিবেচনার তাৎপর্য স্বীকার করে এবং টেকসই উন্নয়নে বিশ্বাস করে। এগুলো অর্জনে ইডকল যেসব বিষয়ের প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তা হলো:

· পরিবেশ ও মানুষের জন্য নেতিবাচক প্রভাব ও ঝুঁকি এড়ানো/কমানোর ক্ষেত্রে অবকাঠামো প্রকল্প মূল্যায়ণ ও অর্থায়নে পরিবেশগত, স্বাস্থ্য/সুরক্ষাগত ও সামাজিক বিবেচনা মূলধারায় নিয়ে আসে

· দেশের সকল সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত ও সামাজিক নীতি ও আইনের শর্ত এবং আইনের সঙ্গে সাযুজ্য নিশ্চিত করে যা আন্তর্জাতিকভাবে অনুকরণীয় চর্চার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে এবং সেগুলোর প্রতি সংবেদনশীল থাকে।

· প্রকল্পের সঠিক স্থান ও নকশা বাছাইয়ের মাধ্যমে ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন এড়িয়ে যায়/কমায়।

· যেসব ক্ষেত্রে ভূমি অধিগ্রহণ এড়ানো সম্ভব হয় না, সেখানে সঠিকভাবে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। সেটা করা হয় স্থানচ্যুতির আগেই যার মূল্যমান ঠিক থাকে এবং সঙ্গে আবাসন ও অন্যান্য মৌলিক অবকাঠামোগত সুবিধা নিশ্চিত করা হয়।

· বিপন্ন জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা নিশ্চিত করে, যেমন অর্থনৈতিকভাবে এবং সামাজিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠী, নারী, শিশু, শারীরিকভাবে অক্ষম ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা, এবং তাদের জীবিকা পুনর্বহালের পদক্ষেপ যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

১৪৭. বর্ণিত সকল শর্ত পূরণের ক্ষেত্রে ইডকলের ইএসএসএফ-এ নিচের বিষয়গুলো প্রতিফলিত হয়:

১ একীভূত পরিবেশগত ও সামাজিক নীতি

২. যাচাইবাছাই: নিষিদ্ধ কার্যক্রম এবং প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকির মাপকাঠির ওপর ভিত্তি করে প্রকল্পের যাচাইবাছাই

৩. ঝুঁকি প্রশমন ও নিয়ন্ত্রণের প্রায়োগিক প্রক্রিয়া

৪. দায়িত্ব বন্টনের পাশাপাশি ইএসএসএফ-এর কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

৫. ইএসএসএমইউ নির্দেশনার জন্য বিশেষজ্ঞদের উপদেষ্টা প্যানেল

৬. চলমান শক্তিশালীকরণের জন্য ইডকলে সক্ষমতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা

৭. বার্ষিক পরিবেশগত ও সামাজিক নিরীক্ষা ও প্রতিবেদন

৮. প্রকল্পে এর প্রয়োগের প্রতিক্রিয়া ও অভিজ্ঞতার আলোকে ইএসএসএফ হালনাগাদ করা।

১৪৮. ইএসএমএস-এর একটি অন্যতম প্রধান মূলনীতি হলো ঝুঁকি ও প্রভাব নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনা। মূল বিষয়গুলো নিচে দেওয়া হলো:

· প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব চিহ্নিত করে মূল্যায়ণ করা;

· আগে থেকে অনুমান করা ও এড়িয়ে যাওয়ার জন্য প্রশমণ ক্রম শ্রেণিবিন্যাস গ্রহণ করা। যেখানে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, সেখানে সেটা কমানো, এবং যেখানে অবশিষ্ট প্রভাব থেকে যায়, সেখানে শ্রমিক, আক্রান্ত কমিউনিটি, এবং পরিবেশের জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া;

· ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্প স্পন্সরদের পরিবেশগত ও সামাজিক কার্যদক্ষতা উন্নত করা;

· এটা নিশ্চিত করা যে আক্রান্ত কমিউনিটি এবং অন্য অংশীজনের কাছ থেকে বাহ্যিক যোগাযোগ থেকে আসা ক্ষোভের প্রতি সাড়া দেওয়া হচ্ছে এবং সঠিকভাবে সেগুলোর ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে;

· যেসব বিষয় মানুষকে সম্ভাব্য আক্রান্ত করতে পারে, প্রকল্পের পূর্ণ মেয়াদ চলাকালীন সময়ে আক্রান্ত কমিউনিটির সঙ্গে পর্যাপ্ত সম্পৃক্ততার জন্য উপায় প্রদান করা এবং এটা নিশ্চিত করা যে সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত ও সামাজিক তথ্য উন্মোচিত হচ্ছে এবং ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

পরিবেশগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার মূলনীতি

১৪৯. ইএসএসএফ-এর একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হলো পরিবেশগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা। এই সংস্থা বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট পরিবেশ আইন এবং বিধানের সঙ্গে সাযুজ্য বজায় রাখার ওপর খুব জোর দেওয়ার পাশাপাশি দাতাগোষ্ঠীর নির্ধারণ করা আইনের প্রতিও জোর দেয়। এর মধ্যে নিচের বিষয়গুলোও যুক্ত:

১. যেকোন পরিবেশগত অবনতি এড়িয়ে যেতে হবে। যদি এড়ানো না যায়, তাহলে সেগুলো যতটুকু সম্ভব কমাতে হবে;

২. ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামের প্রাপ্যতা ও ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে এবং অব্যহতভাবে সেগুলো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে;

৩. ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম সহজেই যেন পাওয়া যায় সেটা নিশ্চিত করতে হবে এবং দ্রুততার সঙ্গে সকল ত্রুটিপূর্ণ সরঞ্জাম সরিয়ে ফেলতে হবে;

৪. অগ্নি নিরাপত্তা পরিকল্পনায় ভবন ব্যবহারকারীদের সুরক্ষা সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষণ যেন থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে;

৫. আইএসও ১৪০০১:২০০৪ (পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা মানদন্ড) এবং ওএইচএসএএস ১৮০০১:২০০৭ (পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা মানদন্ড) কমপ্লায়েন্স;

৬. পরিবেশগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা (ইএইচএস) কমপ্লায়েন্স নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে;

৭. প্রকল্পের স্টাফদের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচির ব্যবস্থা করতে হবে।

নারী-পুরুষ সমতা এবং সামাজিক অন্তর্ভূক্তি বিষয়ক মূলনীতি

১৫০. নারী-পুরুষ সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নকে মূলধারায় আনা সব সময়ই ইডকলের নজর দেওয়ার জায়গা। জীবিকা ও পুনর্বহাল সম্পর্কিত কার্যক্রমে নারীর চাহিদার প্রতি বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। সামাজিক নিরূপণের অংশ হিসেবে জেন্ডার বিশ্লেষণ করতে হবে এবং এই বিশ্লেষণের ভিত্তি হবে প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহের সময় জেন্ডার বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর থেকে এবং ইএসআইএ প্রস্তুতিতে থাকা তথ্য থেকে। পরিমাণগত ও গুণগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে লিঙ্গভিত্তিক আলাদা আলাদা উপাত্ত পাওয়া যাবে এবং জেন্ডার সমতা, চাহিদা, বাধা, ও অগ্রাধিকার সম্পর্কিত বিষয়গুলো এবং লিঙ্গভিত্তিক অসম ঝুঁকি, সুবিধা ও সুযোগের সম্ভাবনা আছে কিনা সেগুলোও পাওয়া যাবে। এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বিশেষ নজর প্রদানের নকশা করা হবে এবং প্রয়োজনে জেন্ডার কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে। সার্বিক পর্যবক্ষেণের জন্য লিঙ্গভিত্তিক আলাদা আলাদা সূচক এবং এ সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক সূচক অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। যেকোন প্রকল্পের কার্যকারিতা ও টেকসইত্বের দুটো মূল নির্ধারক হলো উপকারভোগীর অংশগ্রহণ এবং দারিদ্র্য বিমোচনে নজর দেওয়া। যেকোন প্রকল্পেই প্রকল্পের নকশা, নির্মাণ এবং পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নে নারীর অংশগ্রহণের পথে বাধাগুলো দূর করতে হবে।

১৫১. প্রকল্প মেয়াদে জেন্ডার বিষয়গুলো চিহ্নিত করা এবং সেগুলো দূর করতে তিনটি প্রধান উপায় প্রয়োজন: জেন্ডার বিষয়ক বিশ্লেষণ, প্রকল্প নকশা, এবং নীতিবিষয়ক আলোচনা। যাচাইবাছাই পর্যায়ের প্রাথমিক সামাজিক নিরূপণের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো জেন্ডার বিষয়ক বিশ্লেষণ। যেসব বিষয় চিহ্নিত করা হবে সেগুলো বাস্তবায়ন পর্যায়ে বৃদ্ধি করতে হবে এবং প্রকল্পের প্রস্তুতি পর্বে বিস্তারিত বিশ্লেষণ পরিচালনা

করতে হবে। জেন্ডার বিষয়ক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে প্রকল্পের নকশা হতে হবে জেন্ডারের প্রতি সংবেদনশীল এবং সেগুলো ইএসআইএ-তে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। প্রকল্পের পরিকল্পনার সময় পাওয়া জেন্ডার বিষয়ক বিশ্লেষণ এবং বাস্তবায়নের সময় উপকারভোগীদের কাছ থেকে পাওয়া প্রতিক্রিয়া থেকে প্রাপ্ত ফলাফল ও সুপারিশগুলো অবশ্যই ভালভাবে আলোচনা করতে হবে যেন পরবর্তী কাজের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করা যায়।

অংশীজনের সম্পৃক্ততার মূলনীতি

১৫২. মূলনীতিগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই নিচের নির্দেশনাগুলো মেনে চলতে হবে:

১. তথ্য অবশ্যই অংশীজনের জন্য প্রাসঙ্গিক হতে হবে এবং সেখানে শুধু প্রকল্প সম্পর্কিত সাধারণ তথ্য (যেমন উদ্দেশ্য, মেয়াদ, মাত্রা, প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ড) প্রকাশ করলেই হবে না, বরং কমিউনিটি এবং পরিকল্পিত প্রশমন পদক্ষেপের জন্য সম্ভাব্য ঝুঁকিও প্রকাশ করতে হবে।

২. তথ্য উ§াচনের কাজটি অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত একটা সময়সীমার মধ্যেই করতে হবে যেন অংশীজনরা এই তথ্য ঘেটে দেখার সময় পায় এবং প্রয়োজনে উদ্বেগ থাকলে সেগুলো তুলে ধরতে পারে।

৩. তথ্য প্রকাশের পদ্ধতি অবশ্যই নির্দিষ্ট পাঠকের কথা চিন্তা করে করতে হবে (বিশেষ করে আক্রান্ত জনগোষ্ঠী) এবং সেগুলো যথাযথ ভাষা এবং যোগাযোগের মাধ্যম ব্যবহার করে করতে হবে।

৪. আলোচনাগুলো এমনভাবে করতে হবে যেন সেগুলো সাংস্কৃতিকভাবে যথাযথ হয়, বৈষম্যহীন এবং জেন্ডার-সংবেদনশীল পদ্ধতিতে হয়, বাইরের হস্তক্ষেপ, ভয়ভীতি বা জোরজবরদস্তি থেকে মুক্ত থাকে।

পর্যবেক্ষণের সূচক

১৫৩. নিচে কিছু প্রাসঙ্গিক মানদন্ড এবং সূচক দেওয়া হলো যেগুলো ইএসএসএফ প্রক্রিয়া, প্রশমন পরিকল্পনা এবং কার্যদক্ষতা পরিমাপের ক্ষেত্রে কাজে লাগবে:

১. এই প্রকল্প কী কমিউনিটির জীবনমান উন্নত করেছে?

২. ইএসএমএস-এর শর্তগুলো কিভাবে প্রস্তাবিত এলাকার পরিবেশগত স্বাস্থ্য এবং জৈবপদার্থ পরিস্থিতি উন্নত করেছে?

৩. এসব শর্তগুলো গ্রহণের কারণে কি জ্বালানির টেকসই ব্যবহার এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করেছে?

৪. পর্যায়ক্রমিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনগুলো কী সম্পন্ন হয়েছে এবং সেগুলো কী পরিবেশ অধিদপ্তর ও অর্থায়ন সহযোগীদের কাছে পাঠানো হয়েছে?

৫. ইএসএমএস-এ বলা প্রক্রিয়া কী ঠিকমত কাজ করছে?

৬. প্রকল্প সম্পর্কে কতগুলো অভিযোগ/ক্ষোভ জমা পড়েছে?

৭. পর্যবেক্ষণের ফলাফলের ভিত্তিতে, ইএসএমএস-এ কী ধরণের পরিবর্তন দরকার (যদি দরকার থাকে)?

৮. কার্যদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কী বাড়তি কোন প্রশিক্ষণ/সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য রসদ প্রয়োজন?

কর্মসূচিতে পরিবেশগত ও সামাজিক নীতির প্রভাব

১৫৪. এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো জ্বালানি দক্ষতা বিষয়ক পদক্ষেপ বৃদ্ধি করা যার ফলে গ্রিন হাউজ গ্যাসের নির্গমন কমবে এবং সার্বিক পরিবেশগত সুবিধা অর্জিত হবে। তবে এসব পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যেন আবার নেতিবাচক পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব সৃষ্টি না হয়। যেকোন কর্মসূচি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান নিয়ন্ত্রণবিধি মেনে চলা যেমন প্রয়োজন, একই সঙ্গে উপরে বর্ণিত নীতিগুলোর সঙ্গে কর্মসূচির নকশার সাযুজ্য রাখতে হবে যেন ইতিবাচক পরিবেশগত প্রভাব নিশ্চিত করা যায়। এছাড়াও, যেহেতু তহবিল আসবে জিসিএফ-এর পক্ষ থেকে, তাই জিসিএফ-এর মানদন্ডও মেনে চলতে হবে।

১৫৫. এক্ষেত্রে প্রতিটি নীতিতেই কর্মসূচি নকশা করার ব্যাপারে নির্দিষ্ট নির্দেশনা দেওয়া থাকে। ১৯৯২ সালের জাতীয় পরিবেশ নীতিতে টেকসই, দীর্ঘমেয়াদি এবং পরিবেশগতভাবে সুস্থ প্রাকৃতিক সম্পদের ভিত্তি নিশ্চিত করতে সহায়তার কথা বলা আছে। ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স করপোরেশন (আইএফসি) হলো বিশ্বব্যাংক গ্র “পের সদস্যভূক্ত। এই সংস্থা শিল্প ও বাণিজ্যিক এলাকার অবকাঠামোগত সম্পদের দক্ষতা বিষয়ক প্রকল্পে বেসরকারি খাতে টেকসই প্রবৃদ্ধি সমর্থন করে। ২০৩০ সাল পর্যন্ত জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ মহাপরিকল্পনায় জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণে সহায়তা দেওয়া হয় বড় আকারের শিল্প জ্বালানি ভোক্তা বিষয়ক কর্মসূচিতে। পাশাপাশি এ খাতের অর্থায়নের ক্ষেত্রে কম সুদে ঋণ দেওয়া, ভর্তুকি এবং অন্যান্য প্রণোদনার পদ্ধতি দেওয়া হয়।

১৫৬. বিএনবিসি, পিপিআর ২০০৮, ২০০৬ সালের বাংলাদেশ শ্রম আইনে নির্মাণ কাজ চলাকালীন সময়ে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে নির্দেশনা দেওয়া আছে, যার প্রকল্পে প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকবে। এটা ঠিকাদার/তৈরি পোশাক খাতের কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব যেন কর্মক্ষেত্রের পরিবেশে এসব নির্দেশিকা অনুসরণ করা হয়।

১৫৭, উপপ্রকল্পের ধরনের দৃষ্টিকোন থেকে এই কর্মসূচিকে মধ্যম মাত্রার মধ্যস্থতা হিসেবে শ্রেণিভূক্ত করা হয়, যা জিসিএফের ইএসএস মানদন্ডে বর্ণিত পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি শ্রেণিবিভাগের আওতাধীন। যেকোন মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত কাজের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন কার্যক্রমে পর্যাপ্ত পরিমাণের আর্থিক উদঘাটন যার সম্ভাব্য সীমিত নেতিবাচক পরিবেশগত বা সামাজিক ঝুঁকি রয়েছে। এগুলো সাধারণত প্রকল্পের স্থান-নির্দিষ্ট, বহুলাংশেই পরিবর্তনযোগ্য এবং সহজেই প্রশমন পদক্ষেপের মাধ্যমে দূর করা যায়। এছাড়াও যেসব কাজের সম্ভাব্য তাৎপর্যপূর্ণ নেতিবাচক পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব নেই সেগুলোও মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে, যা আলাদাভাবে বা সামষ্টিকভাবে ব্যাপক, অপরিবর্তনযোগ্য, অথাব নজিরবিহীন।

১৫৮. আইএফসির কার্যদক্ষতার মানদন্ড বিবেচনায় নিচের পিএস যেসব উপপ্রকল্পগুলোর জন্য প্রযোজ্য, তা হলো:

প্রধানতম (ইএসএমএস)

পিএস১: পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনা

- নীতি (বা সমপর্যায়ের দলিল)
- ঝুঁকি ও প্রভাব চিহ্নিতকরণের প্রক্রিয়া
- ব্যবস্থাপনার কর্মসূচি
- সাংগঠনিক সক্ষমতা ও যোগ্যতা
- পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ণের প্রক্রিয়া
- বাহ্যিক যোগাযোগ

বিষয়ভিত্তিক

পিএস২: শ্রম ও কাজের পরিবেশ

পিএস৩: সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ

পিএস৪: কমিউনিটির স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা

১৫৯. পিএস৫: ভূমি অধিগ্রহণ এবং অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসন; পিএস৬: জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জীবন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থপনা; পিএস৭: আদিবাসী জনগোষ্ঠী; পিএস৮: সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এই প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য নয়। কারণ এই প্রকল্পের কার্যক্রম উল্লিখিত বিষয়গুলোয় নজর দিবে না অথবা এগুলোতে নেতিবাচক প্রভাবও ফেলবে না।

১৬০. প্রতিষ্ঠানগুলো নিশ্চিত করবে যে জিসিএফের অর্থায়নে পরিচালিত কার্যক্রমগুলো প্রযোজ্য পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাববিষয়ক আইন মেনে চলবে। এক্ষেত্রে জাতীয় আইন, নিয়ন্ত্রণবিধি এবং মানদণ্ড, এবং দেশের বাধ্যবাধকতা গুলো সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক চুক্তির অধীনে এই প্রকল্পে সরাসরি প্রযোজ্য। প্রযোজ্য আইনের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা হচ্ছে কিনা, তা যাচাইবাছাই প্রক্রিয়ায় প্রতিফলিত হবে।

নীতিগত ঘাটতির বিশ্লেষণ এবং প্রশমন পদক্ষেপ

১৬১. এই ডকুমেন্টে বাংলাদেশের যেসব জাতীয় নীতি ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশাপাশি পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়গুলোতেও নজর দেয়। এছাড়াও, জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিষয়ক মহাপরিকল্পনায় জ্বালানি সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম ও সবুজ ভবন বিনিয়োগের নতুন বাজার তৈরির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। তবে, বিদ্যমান তৈরি পোশাক কারখানার মধ্যে কোন যন্ত্রপাতি মেরামত বা বদলের ক্ষেত্রে যেসব পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব তৈরি হতে পারে, সে বিষয়ে এই নীতিতে নজর দেওয়া হয়নি। মেরামত বা বদলের কাজের সম্ভাব্য পরিবেশগত ধ্বংস সাধন ঘটতে পারে। এসব বিষয়গুলো ১৯৯৭ সালের ইসিআর-এও অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। এছাড়াও,প্রকল্প পর্যায়ে পরিবেশের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা পদক্ষেপ এবং জেন্ডার অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করার ব্যাপারেও কোন নির্দেশিকা নেই। জাতীয় নীতিতেও পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ণের প্রক্রিয়া এবং ক্ষোভ প্রশমনের পদ্ধতির কথা বলা নেই। জিসিএফ এবং স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা নীতি ও মানদন্ডেও বিদ্যমান কাঠামোর জ্বালানি সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতির মেরামত বা বদলের কারণে সৃষ্ট পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবের বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট নির্দেশিকা নেই। তবে, ইএসএমএস-এ পর্যাপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এসব ঘাটতি প্রশমন করা যাবে।

১৬২. কারখানায় কাজ করা শ্রমিক এবং আশপাশের কমিউনিটির ওপর জ্বালানি সাশ্রয়ী পদক্ষেপের সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব বিষয়ে ইএসএমএস-এ নজর দেওয়া হয়েছে। যেহেতু এই বিষয়ে বিদ্যমান কোন নির্দেশিকা বা জাতীয় নীতি নেই, তাই পরিবেশগত ও সামাজিক যাচাইবাছাইয়ের সময় ইএসএমএস সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি চিহ্নিত করবে। জাতীয় নীতি ও নিয়ন্ত্রণবিধি এবং

জিসিএফ ও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা নীতি ও মানদণ্ড এবং যাচাইবাছাই প্রক্রিয়া থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সুরক্ষার সূচকগুলো তৈরি করতে হবে।

১৬৩. বাংলাদেশে পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে বিদ্যমান নীতি ও চর্চা বিবেচনায়, নিচের বিষয়গুলো ইএসএমএস-এ যুক্ত করার ব্যাপারে বিবেচনা করা যায়।

ক) ব্যক্তিগত প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক নিরূপন বিষয়ে ঘাটতির ঝুঁকি

১৬৪. ১৯৯৭ সালের ইসিআর-এ বিদ্যমান কারখানার মেরামত বা সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ইআইএ করার প্রয়োজন ছিল না। তবে, এসব কাজ থেকে নির্মাণ ও রাসায়নিক বর্জ্য সৃষ্টি করতে পারে, যা কারখানা এবং আশেপাশের কমিউনিটির স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। সেজন্য আলাদা উপপ্রকল্পের জন্য ইএসএমএস এবং টিওআর-এর মেরামতের জন্য সৃষ্ট বর্জ্যরে বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া দরকার।

খ) শ্রম ও কাজের পরিবেশের ক্ষেত্রে ঝুঁকি

১৬৫. বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে বেশ কিছু বিষয় আছে যেমন শ্রমিকদের অধিকার (যেমন অতিরিক্ত কাজের জন্য লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য, অপর্যাপ্ত ছুটি এবং দীর্ঘ শ্রমঘন্টা); কাজ দেওয়া, পদোন্নতি এবং সিদ্ধান্ত প্রণয়নের ক্ষেত্রে নারীদের প্রতি বৈষম্য; শিশু শ্রম; অপর্যাপ্ত সুবিধাসহ অনিরাপদ, অস্বাস্থ্যকর এবং জনাকীর্ণ কাজের পরিবেশ; এবং দুর্বল থাকা-খাওয়ার সুবিধা। সেজন্য শ্রম ও কাজের পরিবেশ বিষয়ে ইএসএমএস এবং ইএসআইএ-এ টিওআর-এ জোর দেওয়া প্রয়োজন।

গ) সরবরাহকারীদের দিক থেকে সুনাম রক্ষার ঝুঁকি

১৬৬. পোশাক কারখানার জন্য যারা নির্মাণ মালামাল ও কাঁচামাল সরবরাহ করে, তাদের এসব দ্রব্য উৎপাদনে শ্রম ও পরিবেশের মানদন্ড অনেক সময় প্রশ্নবিদ্ধ হয়। সেজন্য যেসব কোম্পানি এই কর্মসূচি থেকে তহবিল পাবে তারা তাদের সরবরাহকারীদের স্পষ্ট প্রমাণ বা সনদ দেখাতে বলবে যে এগুলো নির্দিষ্ট মানদন্ড মেনে উৎপাদিত হচ্ছে।

ঘ) পানি দূষণের ঝুঁকি

১৬৭. তৈরি পোশাক খাতের সবচেয়ে বেশি দূষণ ঘটে ওয়াশিং, ডায়িং এবং ফিনিশিং পর্ব থেকে। ওয়াশিংয়ের ক্ষেত্রে বস্ত্র ধোয়ার কাজে পানি ও রাসায়নিকের ব্যবহার হয়; ডায়িংয়ের ক্ষেত্রে রং করা বা কাপড়ের উপরে প্রলেপ দিতে হয়; ফিনিশিংয়ের ক্ষেত্রে ভেজা বা শুকনা থাকা অবস্থায় উপরিভাগে প্রলেপ দিতে হয়। এছাড়াও, কাপড় ধোয়া এবং যন্ত্রপাতি ঠান্ডা করার সময় পরিবেশে গরম পানি অপসারিত হয়।

যদি কোন শিল্প কারখানা প্রাকৃতিক জলাভূমির কাছে হয়, তাহলে গুরুতর পরিবেশগত দূষণ ঘটায় যদি না প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন না করা হয়। সেজন্য পানি ও রাসায়নিক দূষণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি নিরূপণ করতে হবে।

ঙ) সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা

১৬৮. বাংলাদেশে বিশেষ করে, পানির ব্যবহার কমাতে পারলে জ্বালানি ও রাসায়নিকের ব্যবহারও কমে কারণ কারখানাগুলো সাধারণত নিজেও নলকূপ থেকে পানি আহরণ করে সেগুলো ব্যবহার করে। দক্ষ যন্ত্রপাতি এবং মিটার ব্যবস্থাভিত্তিক করতে পারলে পানি ও রাসায়নিক ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব। জ্বালানি সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম ব্যবহার করলে এর ফলে তাপ ও বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার কমবে। এর ফলে গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমন কমে আসবে। ইএসএমএস-এ সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা বিষয়ে পদক্ষেপগুলো চিহ্নিত করতে হবে এবং তৈরি পোশাক কারখানাগুলোকে এগুলো গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

চ) উত্তরাধিকার বিষয়গুলোর ঝুঁকি

১৬৯. যেসব কোম্পানি বা কারাখানা এই কর্মসূচি থেকে আর্থিক সহায়তা নিবে, তাদের কার্যক্রম বা নির্মাণ কার্যক্রমে অমীমাংসিত পরিবেশগত ও সামাজিক কমপ্লায়েন্সের বিষয় থাকতে পারে। সেজন্য যথাযথ প্রক্রিয়া শুধু নতুন করে কারখানার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেই নয়, বিদ্যমান কারখানা ও স্থাপনার ক্ষেত্রেও অনুসরণ করতে হবে। বিদ্যমান কাঠামোর পরিবেশগত ও সামাজিক কমপ্লায়েন্স বিষয়ে নিরীক্ষা এবং সংশোধনের জন্য পদক্ষেপ বিষয়ে প্রস্তুতি নিতে হবে।

পরিবেশগত ছাড়পত্রের প্রক্রিয়া

১৭০. বাংলাদেশে ইআইএ-এর আইনি ভিত্তি হলো ১৯৯৫ সালের পরিবেশ সংরক্ষণ আইন এবং ১৯৯৭ সালের পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত পরিবেশ অধিদপ্তর হলো ইসিএ ’ ৯৫ এবং ইসিআর’ ৯৭ বলবৎকরণে নিয়ন্ত্রক সংস্থা। বিকাশমান প্রস্তাবের ইআইএ পরিচালনার দায়িত্ব হলো প্রস্তাবদানকারীর, এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র সনদ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইআইএ পর্যালোচনার দায়িত্ব হলো পরিবেশ অধিদপ্তরের।

১৭১. পোশাক খাত কমলা-বি শ্রেণির অন্তর্গত। সেজন্য এই শ্রেণির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হলো জাতীয় আইনের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করা। চূড়ান্ত ঋণগ্রহীতা যদি পরিবেশ ছাড়পত্রের জন্য শ্রেণিবিভাগ, প্রক্রিয়া, ও শর্তে কোন পরিবর্তন আনতে চায়, তাহলে প্রকল্পে অগ্রগতির আগেই সেটা পরিবেশ অধিদপ্তরকে জানাতে হবে।

চিত্র ৪-১: পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে পরিবেশ ছাড়পত্র সনদের জন্য সরকারি প্রক্রিয়া

//////////////////চিত্রের লেখাগুলো নিচে দেওয়া হয়েছে। চিত্র বানাতে হবে ////////////

পরিবেশ অধিদপ্তরের ইসিআর’ ৯৭ ৩ নম্বর ফরমে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তার কাছে প্রকল্প প্রস্তাবকারীর আবেদন

সবুজ শ্রেণিবিভাগ

- সাধারণ তথ্য
- কাচামাল ও উৎপাদিত পণ্যের বর্ণনা
- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনাপত্তি পত্র

কমলা-এ শ্রেণিবিভাগ

- সাধারণ তথ্য
- কাচামাল ও উৎপাদিত পণ্যের বর্ণনা
- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনাপত্তি পত্র
- প্রক্রিয়া প্রবাহের চিত্র
- নকশা পরিকল্পনা
- বর্জ্য অপসারণের ব্যবস্থা
- স্থানান্তর, পুনর্বাসনের পরিকল্পনা
- অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য (যদি থাকে)

কমলা-বি শ্রেণিবিভাগ

- বাস্তবায়নযোগ্যতার প্রতিবেদন
- প্রাথমিক পরিবেশগত নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং ইটিপি-এর নকশা
- পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার প্রতিবেদন

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনাপত্তি পত্র
- জরুরি অবস্থার পরিকল্পনা
- স্থানান্তর, পুনর্বাসনের পরিকল্পনা
- অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য (যদি থাকে)

লাল শ্রেণিবিভাগ

- বাস্তবায়নযোগ্যতার প্রতিবেদন
- প্রাথমিক পরিবেশগত নিরীক্ষা প্রতিবদেন, ইআইএ প্রতিবেদনের শর্তাবলি এবং ইটিপি-এর নকশা
- পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার প্রতিবেদন
- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনাপত্তি পত্র
- জরুরি অবস্থা এবং প্রশমনের পরিকল্পনা
- স্থানান্তর, পুনর্বাসনের পরিকল্পনা
- অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য (যদি থাকে)

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক স্থানের ছাড়পত্র সনদ

প্রকল্পের প্রস্তাবদানকারী ভূমি ও অবকাঠামো উন্নয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করবে

প্রকল্প শুরুর আগে পরিবেশ ছাড়পত্র সনদের জন্য আবেদন করা (আইইই প্রতিবেদন এবং ইটিপির নকশার ভিত্তিতে অনুমোদনের জন্য ইআইএ প্রতিবেদন জমাদান)

প্রকল্প পরিচালনার জন্য পরিবেশ ছাড়পত্র দেওয়া/বাতিল করা

৫ পরিবেশগত নিরূপণ

১৭২. পরিবেশগত নিরূপনের প্রক্রিয়ার জন্য চিত্রে দেওয়া ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে:

//////////চিত্র বসবে////////

ভিত্তিগত পরিবেশের অবস্থা

(ভিত্তিগত পরিবেশ)

পরিবেশগত যাচাইবাছাই পরিচালনা করা

পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা

প্রকল্পের বিকল্পগুলো বিশ্লেষণ করা

প্রকল্পের প্রভাব পূর্বানুমান করা

উন্মুক্ত আলোচনা পরিচালনা করা

প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারণ করা

(পরিবেশগত নিরূপনের প্রক্রিয়া)

** ৩ নম্বর পরিশিষ্টে পরিবেশগত যাচাইবাছাইয়ের তালিকা দেওয়া হলো

১৭৩. পরবর্তী উপ-অধ্যায়গুলোতে এই প্রতিটি বিষয় বিস্তৃত করা হয়েছে। পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের কাঠামো তৈরি করা হয়েছে আইএফসি-এর কার্যদক্ষতা মানদন্ডের ওপর ভিত্তি করে। এক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে পিএস৩-এ, যেমন সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ। পিএস৩-এ দেওয়া মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে দূষণ বিষয়ে প্রকল্প কার্যক্রমের প্রভাব, সম্পদের অপচয়মূলক ব্যবহার এবং গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমন মূল্যায়ণের কাঠামো দেওয়া হয়েছে।

৫.১ পরিবেশগত ভিত্তিমূল

১৭৪. নির্দিষ্ট প্রকল্পের অনুপস্থিতিতে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের বর্তমান অবস্থা বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয় পরিবেশের ভিত্তিমূল পরিস্থিতিতে। বর্তমান পরিবেশ খতিয়ে দেখার মূল উদ্দেশ্য হলো একটি পরিবেশগত ভিত্তিমূল প্রদান করা, যার ভিত্তিতে নির্মাণ কাজ এবং যেকোন প্রকল্পের কার্যক্রমগত পর্যায় থেকে সৃষ্ট সম্ভাব্য প্রভাব তুলনা করা হবে। ভিত্তিমূল প্রতিষ্ঠার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো এটা নিশ্চিত করা যেন বিদ্যমান উৎস থেকে সৃষ্ট যেকোন ধরণের সমস্যা ভুলভাবে নিরীক্ষার অধীন প্রকল্পে আরোপ করা না হয়। বর্তমান গবেষণায়, প্রকল্প এলাকার জন্য ভিত্তিমূল অবস্থা খতিয়ে দেখতে পদার্থ-রাসায়নিক, জৈব, এবং আর্থসামাজিক পরিবেশগত উপাদান যেমনঃ জলবায়ু, বৃষ্টিপাত, আপেক্ষিক আর্দ্রতা, বাতাসের গতি,

চারপাশের বাতাসের তাপমাত্রা, পানির গুণাগুণ, বাতাসের গুণাগুণ, ভূ-তত্ত্ব/ভূকম্পবিদ্যা, শব্দের মাত্রা, মাটি, উদ্ভিত ও প্রাণি, মৎস্য, কৃষি, ভূমির ব্যবহার, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

১৭৫. "সার্বিক পরিবেশগত নিরূপণের" জন্য মাঠ পর্যায়ের জরিপ, বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা, দলীয় আলোচনা (এফজিডি), সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলোর ইএ প্রতিবেদনের পর্যালোচনা করা হয়েছে। গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, এবং চট্টগ্রাম জেলার ২০টি বাছাইকৃত তৈরি পোশাক কারখানায় মাঠ পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শন করা স্থানগুলোর নাম ৪-১ নম্বর টেবিলে দেওয়া হয়েছে।

১৭৬. নম্বর	১৭৭. কারখানার নাম	১৭৮. স্থান	১৭৯. মূল পণ্য
১	১৮০. ডেনিম এক্সপার্ট লিমিটেড	১৮১. চট্টগ্রাম	১৮২. ওভেন (বটম)
২	১৮৩. চিটাগাং এশিয়ান অ্যাপারেলস লিমিটেড	১৮৪. চট্টগ্রাম	১৮৫. শার্ট, প্যান্ট, শর্ট, জ্যাকেট, স্কার্ট
৩	১৮৬. ক্রাউন ওয়্যারস (প্রাইভেট) লিমিটেড	১৮৭. ময়মনসিংহ	১৮৮. শার্ট, বটম
৪	১৮৯. ডিজাইনটেক্স নিটওয়্যার লিমিটেড	১৯০. গাজীপুর	১৯১. সুয়েটার
৫	১৯২. মারস স্পোর্টস ওয়্যার লিমিটেড	১৯৩. চট্টগ্রাম	১৯৪. ফিম্যাল স্পোর্টসওয়্যার
৬	১৯৫. ফার ইস্ট নিটিং অ্যান্ড ডায়িং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	১৯৬. গাজীপুর	১৯৭. নিটেড টপস, বটমস, হুডি
৭	১৯৮. ডিজাইনার ফ্যাশন লিমিটেড	১৯৯. সাভার	২০০. ফাইভ পকেট বটম
৮	২০১. মারমা কম্পোজিট লিমিটেড	২০২. আশুলিয়া	২০৩. মেন'স অ্যান্ড উইমেন'স নিটওয়্যার
৯	২০৪. ডেক্কো ডিজাইনস লিমিটেড	২০৫. আশুলিয়া	২০৬. মেন অ্যান্ড উইমেন'স ওভেন বটম
১০	২০৭. এসকিউ স্ট্যাশন	২০৮. ময়মনসিংহ	২০৯. নিটওয়্যার
১১	২১০. ফেয়ার অ্যাপারেলস	২১১. নারায়ণগঞ্জ	২১২. নিটওয়্যার (মেন, উইমেন, চাইল্ড)
১২	২১৩. সেঞ্চুরি অ্যাপারেলস লিমিটেড	২১৪. নারায়ণগঞ্জ	২১৫. নিট গার্মেন্টস
১৩	২১৬. ইউএইচএম লিমিটেড	২১৭. নারায়ণগঞ্জ	২১৮. নিট গার্মেন্টস

১৪	২১৯. রেমি হল্ডিংস লিমিটেড	২২০. নারায়ণগঞ্জ	২২১. ওভেন (বটম)
১৫	২২২. সিম্বা ফ্যাশনস লিমিটেড	২২৩. নারায়ণগঞ্জ	২২৪. ওভেন (মেন'স, উইমেন'স)
১৬	২২৫. কিউন তং অ্যাপারেলস লিমিটেড	২২৬. নারায়ণগঞ্জ	২২৭. ওভেন (জিনস অ্যান্ড গেবাডিন)
১৭	২২৮. সিকটেক্স ফ্যাব্রিক্স লিমিটেড	২২৯. নারায়ণগঞ্জ	২৩০. মেন'স নিটওয়্যার, মেন'স ওভেন
১৮	২৩১. পিএসএ ফ্যাশনস লিমিটেড	২৩২. গাজীপুর	২৩৩. উইমেন'স নিটওয়্যার, মেন'স অ্যান্ড উইমেন'স ওভেন
১৯	গ্রামটেক কেডিএফজিআই লিমিটেড	২৩৪. নারায়ণগঞ্জ	২৩৫. উইমেন'স অ্যান্ড মেন'স নিটওয়্যার
২০	ওসিয়েন সুয়েটার ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাইভেট) লিমিটেড	২৩৬. গাজীপুর	২৩৭. উইমেন'স অ্যান্ড মেন'স সুয়েটার

২৩৮. মাঠ পরিদর্শনের সময় বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে; জ্বালানি দক্ষতা অনুশীলনের ওপর আলোচনা; প্রস্তাবিত উপপ্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ে; এবং প্রস্তাবিত উপপ্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য সক্ষমতা ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা। মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (কেআইআই) নেওয়া হয়েছে শ্রমিকদের। উদ্দেশ্য ছিল যেন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে সক্ষম করতে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা যায় এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি বৃদ্ধি করতে শিক্ষণ ও সুযোগ চিহ্নিত করা যায়। প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিকের ফ্যাসিলিটি ব্যবস্থাপকদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে, বিশেষ করে প্রস্তাবিত উপপ্রকল্পগুলোর পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য বিদ্যমান সক্ষমতা ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার ওপর নজর দিয়ে। এছাড়াও, তৈরি পোশাক খাত ইত্যাদির জন্য সরকার, এনজিও, আইএনজিও, উন্নয়ন সহযোগী, একাডেমিশিয়ান, আর্থিক প্রতিষ্ঠান পর্যবেক্ষক সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে কেআইআই করা হয়েছে।

২৩৯. প্রকল্পের জন্য সামগ্রিক পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কাঠামো তৈরি করার জন্য এসব পরিদর্শিত এলাকার মধ্যে এবং আশেপাশে পরিবেশগত ভিত্তিমূল গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে। এর নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল বিদ্যমান কাঠামোগত ও প্রতিবেশিক জরিপ এবং অন্যান্যা গবেষণা বিষয়ে (ভৌত কাঠামো, পানির সরবরাহ এবং পয়নিষ্কাশন, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পানির গুণাগুণ, এবং শব্দের মাত্রার পরিমাপ) তথ্য সংগ্রহ করা, এবং প্রস্তাবিত প্রকল্পের বিভিন্ন দিক বিষয়ে মানুষের ধারণা যাচাই করা। এখান থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত ও তথ্য

থেকে প্রকল্প এলাকার ভেতরের ও বাইরের ভৌত ও জৈব পরিবেশের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। এসব ভিত্তিমূল পরিবেশগত অবস্থার প্রেক্ষিতে উপপ্রকল্পগুলোর সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ণ করা হবে।

৫.২ পরিবেশগত নিরূপণ প্রক্রিয়া

৫.২.১ পরিবেশগত যাচাইবাছাই

২৪০. পরিবেশগত যাচাই-বাছাইয়ের উদ্দেশ্য হলো এলএফআই কর্তৃক উপপ্রকল্পের মূল্যায়নের সময় সংশ্লিষ্ট উদ্বেগগুলো বিবেচনায় নেওয়া। এটা করা হবে এই ইএসএমএফ-এ পরিশিষ্ট যাচাইবাছাইয়ের নমুনা অনুযায়ী। এছাড়াও উদ্দেশ্য হলো এটা নিশ্চিত করা যে পরিবেশগত প্রভাব প্রশমন করা এবং পরিবেশগত সুযোগগুলো বৃদ্ধি করার জন্য বাজেট রয়েছে। ব্যাংকগুলোর দায়িত্ব হলো এই যাচাই-বাছাইয়ের কাজটি করা যেন উপপ্রকল্প পর্যায়ে পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব চিহ্নিত করার জন্য প্রকল্পের মূল্যায়ণ করা যায়।

২৪১. পরিবেশগত যাচাই-বাছাইয়ে যে বিষয়গুলো দেখতে হবে তা হলোঃ ক) উপপ্রকল্প এলাকা এবং এর আশপাশের প্রাথমিক নিরীক্ষা করা’ খ) উপপ্রকল্পের মূল কাজগুলো চিহ্নিত করা; গ) উপপ্রকল্পের আশপাশের এলাকার প্রতিবেশিক এবং পদার্থ-রাসায়নিক পরিবেশের ওপর প্রকল্পের কার্যক্রমের ঝুঁকি ও প্রভাবের প্রাথমিক নিরূপণ করা; ঘ) প্রযোজ্য পরিবেশগত সুরক্ষা মানদন্ড/আইএফসি পিএস চিহ্নিত করা; ঙ) উপপ্রকল্পের শ্রেণিবিভাগ নির্ধারণ করা; এবং চ) প্রতিটি প্রকল্পের জন্য নির্দিষ্ট উপায় নির্ধারণ করা। এ বিষয়ক প্রক্রিয়া ৪ নম্বর পরিশিষ্টে বিস্তারিত দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে পদক্ষেপের জন্য সম্ভাব্য প্রভাব চিহ্নিত করতে স্থানীয় কমিউনিটির অংশগ্রহণ এবং তাদের সঙ্গে আলোচনা করা গুরুত্বপূর্ণ।

২৪২. আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের ঝুঁকি, সুরক্ষা বিষয়ক ডকুমেন্টগুলো পর্যালোচনা, স্থান পরিদর্শন, গ্রাহকের ইএস কার্যদক্ষতা পর্যবেক্ষণ, এবং দালিলিকরণের ওপর ভিত্তি করে আর্থিক লেনদেনের প্রাথমিক যাচাই-বাছাই এবং শ্রেণিবিভাগ যুক্ত হতে পারে।

৫.২.২ পরিবেশের বিবরণ

২৪৩. সঠিক পরিবেশগত নিরূপণের জন্য “পরিবেশগত ভিত্তিমূল” বিষয়টি ঠিকঠাক সংজ্ঞায়িত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে তুলনা করেই নির্দিষ্ট উপপ্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ণ করা হবে। পরিবেশগত ভিত্তিমূলের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করবেঃ

ক্স উপপ্রকল্পের স্থানের ধরণ,

ক্স উপপ্রকল্পের ধরণ/পরিধি এবং এর সম্ভাব্য প্রভাব,

ক্স পরিবেশগত নিরূপনের মাত্রা (যেমন যাচাইবাছাই বনাম পূর্ণ ইআইএ)

২৪৪. যেমন উদ্ভিদ/গাছের ভূপাতিত হওয়া, পানির গুণাগুণ, চারপাশের বাতাসের গুণাগুণ এবং শব্দের মাত্রা হলো এমডিএসপি-এর আওতায় উপপ্রকল্পের নির্মাণের জন্য ভিত্তিমূলের চিত্র বর্ণনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপক, কারণ প্রকল্পের কাজের মাধ্যমে এসব পরিমাপক সম্ভাব্যভাবে প্রভাবিত হতে পারে।

২৪৫. এলাকার বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত উন্নয়নের বিষয়গুলো ভিত্তিমূলের বিবরণ সংগ্রহের সময় বিবেচনায় নিতে হবে। মাঠ পরিদর্শনের ওপর ভিত্তি করে ভিত্তিমূল উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে সেকেন্ডারি ও প্রাইমারি দুই ধরণের উৎস থেকেই। পরিবেশের অবস্থা ও প্রবণতা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ এবং ব্যাখ্যা যুক্ত করতে হবে পরিবেশগত ভিত্তিমূলে।

২৪৬. এলাকার বাছাইকৃত সূচক এবং প্রস্তাবিত উন্নয়নের বিদ্যমান আর্থসামাজিক অবস্থা, ভৌত পরিবেশের বিষয়গুলো ভিত্তিমূল বিবরণের উপাত্ত সংগ্রহে বিবেচনায় নিতে হবে যেন পুঞ্জিভূত প্রভাব বিবেচনায় নেওয়া যায়। মাঠ পরিদর্শনে ভিত্তিমূল উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে সেকেন্ডারি উৎস থেকে এবং উ§্ক্ত আলোচনা থেকে যেন ভিত্তিমূল অবস্থা বর্ণনা করা যায়। নিচের অধ্যায়গুলোতে উপপ্রকল্পের নির্দিষ্ট পরিবেশগত ভিত্তিমূল উপাত্তের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য/পরিমাপক এবং সংগ্রহের চিহ্নিতকরণ বিষয়ে নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছেঃ

২৪৭. ভৌত পরিবেশ-বিবরণে নিচের তথ্যগুলো থাকতে হবেঃ

ক) জলবায়ুঃ তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা, বাতাসের গতি ও দিক, বাতাসের গুণাগুণ ইত্যাদি

খ) স্থানের বিবরণ এবং ভূমি/মাটির ধরণ

গ) শব্দ ও ধুলা

ঘ) বন্যা ও পয়নিষ্কাশনের ধরণঃ যদি এবং যখন সাধারণ বন্যার মাধ্যমে এলাকা প্লাবিত হয়, এবং প্রকল্পের আশেপাশে কোন নদী থাকে তাহলে তা বন্যার ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

২৪৮. প্রকাশিত উৎস এবং উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে সংরক্ষিত এলাকা, ভৌত ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। যদি উপপ্রকল্প এলাকা সংরক্ষিত এলাকা বা ঐতিহ্যগত কোন এলাকার অংশ হয়, তাহলে সেটা উল্লেখ করতে হবে।

২৪৯. পানির গুণাগুণ এবং গৃহীত পানির গুণাগুণের পরিমানগত ভিত্তিমূল সম্পর্কে উপাত্ত প্রয়োজন। এছাড়াও, যেহেতু নদীর পানির প্রতিযোগিতামূলক ব্যবহার হয়ে থাকে, তাই শুকনো মৌসুমে পর্যাপ্ত পানির

প্রাপ্যতা নিরূপণ করতে হবে। এটা করা হবে ভিত্তিমূল উপাত্ত সংগ্রহের অংশ হিসেবে। কম গভীর স্তর থেকে নলকূপের মাধ্যমে উঠানো পানিতে আর্সেনিকের প্রাদুর্ভাব পাওয়া গেছে এবং উপরিভাগের পানিতে লবণাক্ততা একটি সাধারণ ঘটনা, বিশেষ করে নদীর পানিতে।

২৫০. জৈব/প্রতিবেশিক সম্পদ

মৎস্য চাষঃ প্রকল্প এলাকার কাছের নদীতে মৎস্য আহরণ করা হতে পারে। নির্মাণ কাজের মাধ্যমে সেটা বাধাগ্রস্ত হতে পারে। সেজন্য প্রকল্প এলাকার কাছে মৎস্য চাষের ধরণ ও মাত্রা নিরূপণ করতে হবে।

জলজ ও স্থলভাগের জীবতত্ত্ব (উদ্ভিদ ও প্রাণি)ঃ যেকোন গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ ও প্রাণি, হতে পারে স্থলভাগের উদ্ভিদ (বন), বিশেষ করে বিপদাপন্ন প্রজাতি, সংবেদনশীল আবাসস্থল এবং বাণিজ্যিক গুরুত্ববাহী প্রজাতি, জলাভূমির উদ্ভিদ, স্থলভাগের প্রাণি (সংবেদশীল আবাসস্থল/বন্যপ্রাণি এবং উপকূলীয় সম্পদ)।

গাছপালাঃ প্রস্তাবিত আশ্রয় স্থানগুলোয় বর্তমানে গাছপালা ও উদ্ভিদের সংখ্যা ও প্রজাতি অবশ্যই চিহ্নিত করতে হবে। আশ্রয় স্থান নির্মাণের কারণে গাছপালা কেটে ফেলার বিষয়টি অবশ্যই জানাতে হবে।

২৫১. বন্যা ও জলনির্গমনঃ যদি কোন প্রকল্প এলাকার কাছে নদী থাকে তাহলে বন্যার ঝুঁকি রয়েছে। পানির ঐতিহাসিক উপাত্ত পর্যালোচনা করতে হবে যেন নিশ্চিত হওয়া যায় যে এলাকাটি বন্যা সুরক্ষিত। পঞ্চাশ বছরের বন্যার মাত্রাকে আদর্শ ভিত্তি ধরতে হবে। নদী ব্যবস্থার সঙ্গে সংযোগ রেখে প্রকল্প এলাকার আশপাশের জলনির্গমন পরিস্থিতির বিবরণ দিতে হবে।

২৫২. আর্থসামাজিক অবস্থাঃ এর মধ্যে রয়েছে উপকারভোগী জনসংখ্যা, আবাসনের অবস্থা, সাক্ষরতা ও শিক্ষা, পেশাভিত্তিক আয় বন্টন, বার্ষিক আয় এবং জেন্ডার। এসব তথ্য নিতে হবে স্ট্যাটেজিক রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন অ্যাজেন্ডার (এসআরআইএ) প্রতিবেদন এবং অংশত এফজিডির আলোচনা থেকে।

২৫৩. অর্থনৈতিক উন্নয়নঃ অবকাঠামোগত সুবিধা যেমন পানির সরবরাহ, বিদ্যুতের উৎস ইত্যাদি, পরিবহন যেমন রাস্তার ধরণ, নেটওয়ার্ক, সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি, কুটির শিল্প ও পর্যটন সুবিধাসহ শিল্পখাতের অবস্থা ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

২৫৪. কৃষি উন্নয়নঃ সংক্ষেপে বড় আকারের শস্য বৃদ্ধি, শস্যের ধরণ, বছরে কয়টি শস্য হয় এবং ভূমি ব্যবহারের ধরণ বিষয়ে সংক্ষেপে বর্ণনা করতে হবে।

৫.২.৩ বিকল্পগুলোর বিশ্লেষণ

২৫৫. বিকল্পগুলোর বিশ্লেষণের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো নির্দিষ্ট উপপ্রকল্পের স্থান, নকশা, প্রযুক্তি চিহ্নিত করা যা কম নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করবে এবং ইতিবাচক প্রভাব বৃদ্ধি করবে।

২৫৬. প্রকল্পের বিকল্প তখইন প্রযোজ্য যখন এবং যদি নির্মাণ বা পুনর্বাসন এবং সংযোগ সড়কে পরিবেশগত উপাদান এবং বিষয়গুলোর প্রভাবের কারণে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে সেই এলাকার এবং অভিযোজনের সক্ষমতা যদি প্রযুক্তি বাছাই এবং মালামালের সঙ্গে ব্যাপকভাবে ভিন্ন হয়। বিবেচনাধীন কর্মসূচির ক্ষেত্রে, এই অধ্যায় প্রযোজ্য নয়।

৫.২.৪ বড় উপপ্রকল্প কার্যক্রম

২৫৭. পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের লক্ষ্যে নির্মাণ ও প্রায়োগিক পর্যায়ে বড় উপপ্রকল্প কার্যক্রম চিহ্নিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক পরিবেশগত নিরূপণ (আইইই) এবং পরিবেশ পর্যবেক্ষণ পরিকল্পনা (ইএমপি) নির্ভর করবে উপপ্রকল্পের কার্যক্রমের ওপর।

৫.২.৫ প্রভাব নিরূপণ এবং পূর্বানুমান

২৫৮. পরিবেশের ওপর বস্ত্র ও কাপড় শিল্পের প্রভাব শুধু নির্গমনের ক্ষেত্রেই নয়, অন্য ক্ষেত্রেও রয়েছে। ডায়িংয়ের ফলে বিষাক্ত রাসায়নিক উপাদানের কারণে পানি দূষণ করে। কাঠভিত্তিক কাপড় যেমন রেশম, মডাল, এবং ভিসকোস থেকে প্রাপ্ত মালামাল সংগ্রহ করার ফলে বন ধ্বংস হয়। জনপ্রিয় পলেস্টার কাপড় বাসাবাড়ির ওয়াশিং মেশিনে ধোয়ার ফলে প্লাস্টিকের ক্ষুদ্র কাপড় খাবার পানি ও জলজ খাবারের সরবরাহে গিয়ে মিশে (মাছ ও শামুকেও মিশে, যা মানুষ খায়)। তুলা হলো আরেকটি জনপ্রিয় কাঁচামাল, যা উৎপাদনে প্রচুর কীটনাশক ও পানির প্রয়োজন হয়। ওয়াল্ড রিসোর্স ইনস্টিটিউটের মতে, একটি সুতি টি-শার্ট তৈরিতে যে পরিমাণ পানির দরকার হয়, তা একজন মানুষের আড়াই বছরের খাওয়ার পানির সমান। বিভিন্ন ধরণের পরিবেশগত পরিমাপকের (যেমন বাতাস, পানি, শব্দ, শিল্প কারখানার বর্জ্য বা প্রকল্প বর্জ্য খাতওয়ারি শিল্প বর্জ্য বা নির্গমন ইত্যাদি) নির্দিষ্ট মানদন্ড (পরিবেশ সংরক্ষণ বিধি ১৯৯৭ অনুসারে) ১৩ নম্বর পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে।

২৫৯.উপপ্রকল্পের কার্যক্রম চিহ্নিত করার পর আইইই/ইআইএ-তে পরের ধাপ হলো ভিত্তিমূল পরিবেশের ওপর এসব কার্যক্রমের প্রভাব নিরূপণ/পূর্বানুমান। প্রভাবগুলো উপভাগে ভাগ করা যায় যেমন স্থাপনার আগে, স্থাপনার সময় এবং কার্যক্রম ও রক্ষণাবেক্ষণ পর্যায়। পরবর্তী অধ্যায়ে উপপ্রকল্পের কার্যক্রমের কারণে বিভিন্ন পর্যায়ে পরিবেশগত প্রভাব বর্ণনা করা হবে।

৫.২.৫.১ স্থাপনার পূর্ব পর্যায়

২৬০. ভূমিক্ষয়- স্থাপনার কারণে ভূমি অধিগ্রহণ বা কৃষি জমি নষ্ট হওয়ার দরকার পড়ে না, কারণ এগুলো বিদ্যমান কাঠামোতেই স্থাপিত হবে।

২৬১. শ্রম ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা: যদিও এটা সাময়িক, তবুও শ্রম ক্যাম্পের জন্য সঠিক স্থান নির্ধারণ না করা হলে পরিবেশের ক্ষতি হবে।

৫.২.৫.২ স্থাপনা পর্যায়

২৬২. উপরিভাগের পানি দূষণ: নির্মাণ/স্থাপনার বর্জ্য অথবা প্রকল্পের শ্রম ক্যাম্পের বর্জ্যরে কারণে আশাপাশের জলাভূমি দূষিত হতে পারে।

২৬৩. মাটির নিচের পানি দূষণ: সেপ্টিক ট্যাংক এবং নলকূপ গভীর করা হলে সেগুলো পানি দূষণের মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারে।

২৬৪. বায়ু দূষণ: বেশ কিছু কার্যক্রমের কারণে বায়ু দূষণ ঘটতে পারে। যেমন যানবাহন চলাচল, নির্মাণ সরঞ্জাম এবং জেনারেটরের কার্যক্রম।

১. জলনির্গমন বাধাগ্রস্ত হওয়া: জলনির্গমনে সাময়িক বাধা আসতে পারে। যেমন মালামাল মজুত, খনন কাজের মালামাল/মাটি স্তুপ করে রাখা, এবং কার্যএলাকা শুকনো রাখার জন্য নির্মিত সাময়িক বাধ নির্মাণের কারণে জলনির্গমনের পানির প্রাকৃতিক প্রবাহে বাধা আসতে পারে। ঠিকভাবে বর্জ্য না ফেললে জলনির্গমনের প্রাকৃতিক প্রবাহে বাধা আসতে পারে।

২৬৫. মাটির ক্ষয়: ভারি যানবাহন এবং যন্ত্রপাতি চলাচলের কারণে সাময়িক মাটির ক্ষয় হতে পারে।

২৬৬. শব্দ দূষণ: যানবাহন চলাচল, নির্মাণ কাজ এবং জেনারেটর এবং ভারি যন্ত্রপাতি আনা-নেওয়ার কারণে অতিরিক্ত শব্দ সৃষ্টি হতে পারে।

২৬৭. ব্যাপক যানবাহনজনিত ট্রাফিক: যানবাহনজনিত ট্রাফিক বাড়তে পারে।

২৬৮. প্রাকৃতিক ব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হতে পারে: শব্দ, দূষণ, ট্রাফিক ইত্যাদি বাড়তে পারে। এর ফলে প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় প্রভাব পড়তে পারে। এগুলো খুবই সাময়িক প্রভাব। এই পর্যায় শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এগুলো বন্ধ হয়ে যাবে।

৫.২.৫.৩ কার্যক্রম ও রক্ষণাবক্ষেণ পর্যায়

২৬৯. উপরিভাগের পানি দূষণ: জ্বালানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তির ফলে সব ধরণের বর্জ্য কমে যাবে। যেমন কঠিন বর্জ্য, বিপদজনক বর্জ্য, বর্জ্য পানি ইত্যাদি কমে যাবে। সেজন্য, কম বর্জ্য অপসারণের ফলে উপরিভাগের পানি দূষণ কমবে। জ্বালানি সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতির ফলে শীতলকরণের লক্ষ্যে পানির ব্যবহার কমবে।

২৭০. বায়ু দূষণ: ধুলা নির্গমন, বর্জ্য জ্বালানি, তাপ, ক্ষুদ্র কণা (পিএম) (পিএম২.৫ এবং পিএম১০), সালফার ডাই অক্সাইড গ্যাস (এসও২), নাইট্রোজেন গ্যাস (এনওএক্স), কার্বন মনোক্সাইড (সিও), পরিবর্তনশীল জৈব উপাদান (ভিওসি) ইত্যাদি কমার কারণে বায়ু দূষণ কমে আসবে। প্রকল্প এলাকার সার্বিক বাতাসের গুণাগুণ এবং কারাখানার ভেতরের পরিবেশ উন্নত হবে।

২৭১. পানি নির্গমন বাধাগ্রস্ত হওয়া: স্থাপনা নির্মাণ পর্যায়ে জলনির্গমনে সাময়িক বাধা থাকবে না।

২৭২. মাটির ক্ষয়: কঠিন ও বিপদজনক বর্জ্য অপসারণ কমা এবং সৃষ্ট বর্জ্যরে সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের কারণে মাটির ক্ষয়রোধ কমে আসবে।

২৭৩. শব্দ দূষণ: নতুন করে স্থাপিত যন্ত্রপাতিতে কম শব্দ উৎপন্ন হবে বলে আশা করা যায়। ফলে শব্দ দূষণ কমে আসবে। সাময়িক শব্দ সৃষ্টি হওয়াও বন্ধ হবে।

২৭৪. প্রাকৃতিক ব্যবস্থা: জ্বালানি সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতির কারণে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার কমবে। ফলে সম্পদের টেকসইত্ব বাড়বে। শব্দ ও দূষণ কমে আসলে প্রাকৃতিক ব্যবস্থার ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। পরিবেশগত টেকসইত্বের ক্ষেত্রে এটা একটি বিরাট মাইলফলক।

৫.২.৬ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

২৭৫. উপপ্রকল্পের প্রস্তুতি পর্বে, আইইই/ইআইএ জরিপের সময় ব্যাপক আলোচনার আয়েজন করতে হবে। জরিপের সময় নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে।

১. এই ইএসএমএফের আওতায় প্রস্তুতকৃত যাচাইবাছাইয়ের নমুনাও ওপর ভিত্তি করে প্রকল্পের স্থানের প্রথম যাচাই করবে স্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠাগুলো।

২. যাচাইয়ের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে স্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো প্রকল্পের মূল্যায়ণ করবে। যদি স্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো প্রকল্পের অনুমোদন দেয়, তাহলে ঋণগ্রহীতা ইএসআইএ প্রস্তুত করবে। (যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে এটা প্রস্তুত করতে তৃতীয় পক্ষের কনসালটেন্ট নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে।)

৩. ইএসআইএ প্রতিবেদন গঠিত হবে ইএসএমপি নিয়ে। নিয়মিত পর্যবেক্ষণের জন্য বাস্তবায়ন পর্যায়ে ইএসএমপি অনুসরণ করতে হবে।

৬. সামাজিক মূল্যায়ন

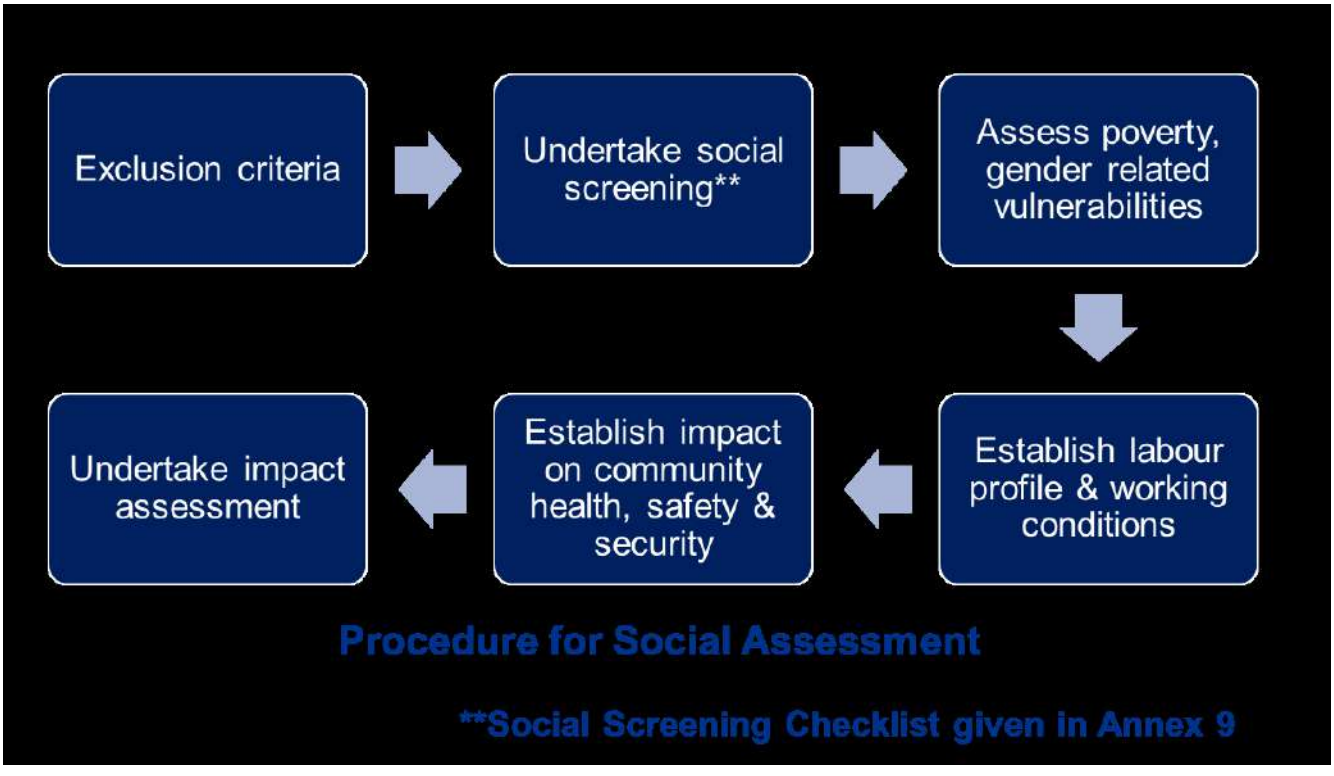

** সংযোজনী ৯ এ দেওয়া সামাজিক নিরীক্ষণ চেকলিস্ট

২৭৭. এই ধাপগুলির প্রত্যেকটি পরবর্তী উপ-অনুচ্ছেদে বিশদভাবে দেখানো হয়েছে। সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নের কাঠামো বিকশিত করা হয়েছে আইএফসি'র পারফর্ম্যান্স স্ট্যান্ডার্ড, বিশেষ করে **পিএস২ (শ্রম ও কর্মপরিবেশ) এবং পিএস৪ (কমিউনিটি স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা)**-এর ভিত্তিতে।

৬.১ সামাজিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া

২৭৮. প্রতিটি উপাদানের নিরীক্ষণ প্রকল্প করবে যাতে করে সম্ভাব্য সুরক্ষা কমপ্লায়েন্স ইস্যু ও সামাজিক প্রভাব শনাক্ত করা যায় এবং যাতে করে মজুরি ও সুবিধা, ঝুঁকি ও নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ ইত্যাদিসহ সামাজিক কমপ্লায়েন্সের প্রয়োগযোগ্যতা নিরূপন করা যায়। যদিও প্রতিকুল প্রভাব সম্পূর্ণ দূর করা না গেলেও নিচে বর্ণিত নির্দেশিকা মেনে প্রকল্পের নকশা ও বাস্তবায়ন করতে হবে:

৬.১.১

২৭৯. প্রকল্প যাতে এর সার্বিক লক্ষ্য পূরণ করতে পারে এবং জাতীয় আইনগত ও সুরক্ষা শর্তগুলি পালন করে, সেজন্য নিম্নবর্ণিত উপায়ে উপপ্রকল্প সাইটগুলি প্রকল্পের অর্থায়ন থেকে বিযুক্ত রাখার নির্ণায়ক ঠিক করা হবে:

* শ্রমশক্তির অংশগ্রহণের জায়গায় নেতিবাচক প্রভাব ঘটে বড় আকারের প্রযুক্তিগত বিকাশের ফলস্বরূপ। এই যুগান্তকারী ঘটনা বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্প খাতে অদক্ষ শ্রমিকের চাহিদা হ্রাস করবে।

* সরবরাহ চেইন ম্যানেজমেন্ট (এসসিএম) হলো সমন্বিত এক গুচ্ছ কৌশল যার ভিত্তিতে বিক্রেতাদের কাছ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করা, সেগুলিকে ফিনিশিড পণ্যে রূপান্তর করা এবং গ্রাহকদের পণ্য ও পরিষেবা উভয়ই সরবরাহ করার জন্য ব্যবহৃত বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্কের সমস্ত পদক্ষেপের পরিকল্পনা ও তা সম্পাদন করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে সরবরাহ-চেইনের সকল পর্যায়ের তথ্য ভাগ করে নেওয়া, পরিকল্পনা করা, রিসোর্সের সমন্বয় এবং গ্লোবাল পারফরম্যান্সের পরিমাপ।

৬.১.২ সামাজিক নিরীক্ষণ

২৮০. সামাজিক নিরীক্ষণ পরিচালনা করা হবে বিযুক্তির নির্ণায়ক (exclusion criteria) এবং কর্ম এলাকার সম্ভবপরতা যাচাইয়ের মাধ্যমে। সামাজিক নিরীক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্পের বৈশিষ্ঠ্য, এর সুবিধাভোগী, পোশাকশিল্প খাতের আর্থসামাজিক মাত্রাগুলি, এবং পরিবেশের ওপর প্রতিক্রিয়াসহ এর সম্ভাব্য প্রভাবগুলি। এটা একইসঙ্গে জ্বালানিদক্ষ প্রযুক্তির সম্ভাব্য চাহিদা এবং সেসব আয়ত্ব করার প্রাযুক্তিক উপায়গুলিকে টেকসই করার পদ্ধতিগুলি চিহ্নিত করবে। সামাজিক নিরীক্ষণের ফলাফল ঠিকে করে দেবে যে, তা প্রকল্পের অর্থায়নের জন্য যোগ্য কিনা এবং বিশদ সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (এসআইএ) দরকার কিনা। সকল অনুসন্ধান ও প্রস্তাবনাসমেত একটি সামাজিক নিরীক্ষণ প্রতিবেদন তৈরি করা হবে আরো প্রক্রিয়া চালানোর জন্য। সামাজিক সুরক্ষা কমপ্লায়েন্স ইস্যু ছাড়া অন্যান্য পরিবেশ বান্ধব কর্মকাণ্ড বিস্তারিত প্রস্তুতির জন্য বিবেচনা করা হবে এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে সামাজিক সমস্যা মোকবিলায় আরেকটি সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এসএমপি)তৈরি করা হবে। বিশদ প্রক্রিয়া ও চেকলিস্ট দেওয়া হলো **সংযোজনী ৪খ**তে।

৬.১.৩ দারিদ্র্য, জেন্ডার ও বিপন্নতা

৬.১.৩.১ দারিদ্র্য

২৮১. দারিদ্র্য এমন একটি অর্থনৈতিক অবস্থা যেখানে কোনও মানুষ ন্যূনতম জীবনযাত্রা উপভোগ করতে অক্ষম থাকে। দারিদ্র্য হলো ন্যূনতম স্তরের জীবনযাপনের জন্য পর্যাপ্ত সংস্থান, ক্ষমতার সুযোগ বা নিয়ন্ত্রণের অভাবের এমন এক অবস্থা, যেখানে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক বঞ্চনা বিরাজ করে। পরিবারের আয়ের স্তরের দ্বারা দারিদ্র্য চিহ্নিত করা যেতে পারে। চরম দারিদ্র্যের ধারণাটি শারীরিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য যতটা দরকার সেই ন্যূনতম আয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। সুতরাং, এমন একটি দারিদ্র্যসীমা নির্দিষ্ট করা যায় যার মধ্যে থাকা মানুষেরা পরিবারের প্রাথমিক চাহিদা পূরণের জন্য পণ্য ও পরিষেবাদির কেনার সক্ষমতার বাইরে যেতে পারে না। গৃহস্থালী আয় ও ব্যয় জরিপ ২০১০ (এইচআইইএস) মৌলিক চাহিদার খরচ (সিবিএন)দিয়ে দেশে দারিদ্র্যের ঘটনা পরিমাপ করেছে। এইচআইইএস-২০১০ দুটি ধরনের দারিদ্র্য পরিমাপ করেছে: মাঝারি দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্য। চরম দারিদ্র্য রেখা হলো মৌলিক খাদ্য কেনার জন্য ন্যূনতম আয় এবং মাঝারি দারিদ্র্যসীমা হলো মৌলিক খাদ্য ও খাদ্যবহির্ভূত ব্যয় নির্বাহের আয়।

২৮২. লাগাতার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দিয়ে বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচনে লক্ষ্যণীয় উন্নতি করেছে। যদিও এই দেশের ২২ মিলিয়ন মানুষ এখনো দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে, আর তা টেকসই উন্নয়নের জন্য চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করে রেখেছে।[1] দারিদ্র্য রোখার জন্য বাংলাদশে সরকার এবং বেসরকারি সংস্থাগুলি (এনজিও) উভয়ই অনেকগুলি কর্মসূচী জারি রেখেছে, যেমন ক্ষুদ্রঋণ, বিপন্ন জনগোষ্ঠী উন্নয়ন (ভিজিডি), বিপন্ন জনগোষ্ঠী পরিপোষণ (ভিজি্িফে), কর্মসংস্থানসৃষ্টি কর্মসূচী এবং অন্যান্য খাদ্য ও অর্থ বিতণ।

৬.১.৩.২ জেন্ডার সমস্যা

২৮৩. বিশ্বব্যাংক জেন্ডারকে সংজ্ঞায়িত করেছে সংস্কৃতিগত প্রত্যাশার জায়গা থেকে নারী-পুরুষের ভূমিকা ও আচরণের ধারণা দিয়ে। জৈবিকভাবে নির্ধারিত পুরুষ ও নারী হওয়ার দিকের চাইতে নর -নারী

---

[১৬] World Bank (2018). Bangladesh: Reducing Poverty and Sharing Prosperity.
https://www.worldbank.org/en/results/2018/11/15/bangladesh-reducing-poverty-and-sharing-prosperity

হিসেবে সামাজিক নির্মাণকে জেন্ডার চিহ্নিত করে। লিঙ্গ বৈশিষ্ট্যের জৈব দিকের চাইতে জেন্ডারের ভূমিকা ও আচরণ ঐতিহাসিকভাবে পরিবর্তিত হতে পারে, এমনকি বিভিন্ন লিঙ্গের মধ্যেকার পার্থক্যের উৎপত্তি জৈবিকভাবে নির্ধারিত হলেও জেন্ডারের আচরণ কখনো কখনো অনেক দ্রুততার সঙ্গে বদলে যায়। কেননা, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক যেসব ঐতিহ্য নারী ও পুরুষের স্বতন্ত্র ভূমিকা ঠিক করে দেয় এবং যৌক্তিক বলে প্রতিষ্ঠা করে, এই বিভাজনকে শক্তিশালীভাবে লালন করে এবং সামাজিকভাবে চাপিয়ে দেয়, সেহেতু এটা প্রায়শই দ্বন্দ্বের জায়গা হয়ে ওঠে।

৬.১.৩.৩ জেন্ডার বৈষম্য ও বিপন্নতা

২৮৪. জেন্ডার বৈষম্য পুরুষ-প্রধান্যকে ঘিরে থাকতে পারে এবং মানুষের লৈঙ্গিক পরিচয়, তাদের জেন্ডার, অথবা তাদের যৌনপার্থক্যকে ভিত্তি করে বৈষম্য রচনা করে থাকে। জেন্ডার অসমতা মনে করে নারী ও পুরুষ পরস্পরের সমান নয় এবং জেন্ডার ব্যক্তির জীবনাভিজ্ঞতাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে।

২৮৫. পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীরা প্রায়শই বৈষম্যের মুখোমুখি হন এবং তাদের অধিকার বঞ্চিত থাকেন।[১৭] বাংলাদেশও এর বাইরে না। বাংলাদেশের নারীরা সমাজে তাদের হীন অবস্থানের জন্য দারিদ্র্য ও আর্থসামাজিক প্রতিকুলতার মুখে বেশি বঞ্চনা ও বিপন্নতার শিকার হয়।[১৮2] তাহলেও বাংলাদেশের নারীরা জাতীয় উদ্যোগের কারণে সামাজিক খাতে বেগবান হওয়া সমতা ও সক্ষমতার ধারা বেয়ে ক্রমশ ওপরে উঠে আসছে। দারিদ্র্য বিমোচন ও জেন্ডার সমতা আনয়নে বিশ্বাসযোগ্য সফলতা সত্বেও, আয়-দারিদ্র্যের জায়গায় দৃষ্টিগোচর জেন্ডার বৈষম্য এখনো রয়ে গেছে। প্রথমত, সাধারণ ঘটনা হলো নারীপ্রধান, নারী-চালিত এবং নারীর পৃষ্ঠপোষায়িত পরিবারগুলি চরম দারিদ্র্যে নিপতিত। দ্বিতীয়ত, নারী কর্মীরা পুরুষ কর্মীর তুলনায় কম উপার্জন করতে পারেন। এটা খোলাখুলিই দেখা যায় যে, নারীরা কর্মতালিকার একদম নিম্নস্তরে সবচেয়ে কম কর্ম নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করেন।১৯[3] তৃতীয়ত, নিরন্তর জেন্ডার বৈষম্যের কারণে গড়পরতাভাবে দেখা যায় নারীরা কম খাদ্যগ্রহণ করে থাকেন বিধায় তাদের মধ্যে মারাত্মক অপুষ্টি বেশি, আয়ু কম এবং রোগের প্রকোপ বেশি।

২৮৬. দেশের নারীরা এখনো বৈষম্য, পরিত্যাগ এবং অবিচারের শিকার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ অতি নগন্য মাত্রায়।[২০৭4] বৈষম্যমূলক আইন এবং নীতিমালা আনুষ্ঠানিক

---

[১৮]18 https://bangladesh.unfpa.org/en/topics/gender-equality-13

[3] 19 ILO (2017). Equality and discrimination in Bangladesh. https://www.ilo.org/dhaka/Areasofwork/equality-and-discrimination/

[4] 20 https://www.wvi.org/bangladesh/gender-equality

সমতাকে বাধা দেয় এবং সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি নারীদের তাদের অধিকার চর্চা থেকে বিরত রাখে। শ্রম বাজারে নারীদের নিম্নমাত্রার অংশগ্রহণের কারণে বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদান যা হওয়ার কথা তার চেয়ে কম।[২১5]

২৮৭. তাহলেও, সাম্প্রতিক সময়ে দেশটি জেন্ডার-ফাটল বুজিয়ে আনায় বাংলাদেশ দারুণভাবে এগিয়েছে। ২০১৮ সালে বাংলাদেশ তার সার্বিক জেন্ডার-গ্যাপ ৭২ শতাংশ কমিয়ে এনেছে।[২২6] কিন্তু এখনো শ্রমশক্তির অংশগ্রহণের দিক থেকে বিরাট ফাটল রয়ে গেছে।

৬.১.৪ শ্রম ও কাজের পরিবেশ

২৮৮. ৪৫০০ বস্ত্র কারখানায় ৪.১ মিলিয়ন কর্মী নিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈরিপোশাক রপ্তানিকারক দেশ।[২৩7] তাহলেও, এই খাত শ্রমিকের অধিকার এবং গ্রহণযোগ্য করমপরিস্থিতির চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে। নিরাপদ কর্মপরিবেশ শ্রমিকের মৌলিক অধিকার। কোনো সমাজ যদি সামাজিক ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করে, তাহলে তাকে সন্তোষজনক কর্মস্থান নিশ্চিত করতে হবে, সামাজিক অবস্থান ও আত্মমর্যাদাকে হেয় করা যাবে না। সন্তোষজনক ও মানসম্পন্ন কর্মপরিবেশ দক্ষতার সঙ্গে কাজ করা ও উৎপাদনশীলতা বাড়ানোরি সুযোগ দেয়। পাশাপাশি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ সুস্থাস্থ্য বজায়রাখা এবং কর্মসম্পর্কিত আঘাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অসুস্থতা এবং আহত হওয়ার ঘটনা স্বাস্থ্যরক্ষায় অধিকতর ব্যয়ের রাস্তা খুলে দেয়, এর পরিণতিতে ব্যক্তির জন্য অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণের সুযোগ কমে যায়।[২৪8]

২৮৯. পোশাক খাতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার (ওএইচএস) সঙ্গে জড়িত: তাপমাত্রা, আওয়াজ, আলো, বায়ু চলাচল, মেশিন, রাসায়নকি, বৈদ্যুতিক ও আগুন থেকে নিরাপত্তা এবং এরগোনোমিক্স বা শ্রমিকের কর্মদক্ষতা ও কাজের পরিবেশের সম্পর্ক। নিয়োগদাতা ও শ্রমিক উভয়েরই দায়িত্ব রয়েছে কাজের পরিবেশকে স্বাস্থ্যগত ও নিরাপত্তা ঝুঁকিমুক্ত করায় অবদান রাখার। অথচ সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কর্মসম্পর্কিত দুর্ঘটনা, আহত হওয়া ও অসুখ কমিয়ে আনায় মধ্যবর্তী পর্যায়ের ব্যবস্থাপক এবং শ্রমিকদের প্রশিক্ষিত করার কোনো ওএইচএস প্রশিক্ষণ নেই। বর্জ্য সংগ্রহের বৈশিষ্ট্যগুলি, যথা ময়লা

---

[5] 21https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2018/12/EDIG-Female-employment-stagnation-i-Bangladesh_report.pdf

[6] 22 Global Gender Gap Report 2018, World Economic Forum.

[7] 23 Dhaka Tribune (2019). https://www.dhakatribune.com/business/2019/01/29/nearly-5-000-garment-workers-sacked-over-bangladesh-strikes

[8] 24 Mausumi, N. (2016). Recent developments in 'labor rights' and 'safety at workplace' of Bangladesh RMG industries. Textile Today. https://www.textiletoday.com.bd/recent-developments-labor-rights-safety-workplace-bangladesh-rmg-industries

সংগ্রহ, পরিবহন ও অপসারণের নাজুক কায়দা আমাদের আবহাওয়ায় খুবই গরমের কাজ। এমন কোনো বিধিব্যবস্থা নেই যাতে করে প্রক্রিয়াগত অদলবদল, পুনর্ব্যবহার এবং রিসাইক্লিংয়ের মাধ্যমে বর্জ্য সৃষ্টি কমানো যায়।[২৫৭]

২৯০. সংশোধিত নতুন শ্রম আইনে মালিককে না জানিয়ে শ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়ন করা, কর্মীদের জন্য কাজের পরিবেশ নিরাপদ করার সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের শর্ত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নিরাপত্তা কমিটি গঠন এবং কর্মস্থলে স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার বিষয়েও আইনে রয়েছে। পরিদর্শন এই আইনের অন্তর্নিহিত অংশ। আইন অনুসারে, পরিদর্শকেরা যে কোনো কারখানায় প্রবেশ করে আইনের কমপ্লায়েন্স মানা হচ্ছে কিনা তা দেখা এবং আইন অমান্যের ঘটনা পেলে জরিমানা করতে পারেন (সংশোধিত শ্রম আইন ২০১৩)। এর পাশাপাশি, শ্রমিকের অধিকার বাস্তবায়নে আরও অনেক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ:

* অ্যকর্ড নিরাপত্তা কমিটিগুলির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। অ্যালায়ান্স ৩৪ টি কারখানায় নিরাপত্তা কমিটির প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেছে।

* অ্যলায়ান্স ১.২ মিলিয়ন শ্রমিকের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়ন করা এবং ইতিবাচক পরিবর্তনের দাবি করেছে।

* অ্যাকর্ড সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে অভিযোগদান ব্যবস্থা বিকশিত করেছে, যেখানে শ্রমিকেরা ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা ইস্যু যথাযথভাবে না দেখার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারবে। পাশাপাশি, শ্রমিকেরা অনিরাপদ কাজ প্রত্যাখ্যান করতে পারবে।

* একইভাবে, অ্যাকর্ড ও অ্যালায়ান্স ৭৭০ টি কারখানায় ২৪ ঘন্টা হেল্পলাইন চালু করেছে, যার মাধ্যমে পরিচয় গোপন রেখে নিরাপত্তা উদ্বেগ জানানো যাবে। এই হেল্পলাইনের নাম দেওয়া হয়েছে ‘আমাদের কথা’; প্রতি মাসে এখানে গড়ে ১৭০০ ফোনকল আসে (অ্যালায়ান্স দ্বিতীয় বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫)

২৯১. মূল্যায়ন তৈরির সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি যাতে নিশ্চিত করা হয়:

* উত্তম শ্রমিক-ব্যবস্থাপক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং বজায় রাখা।

* জেন্ডার, জাতিবর্ণ বা বয়সের কারণে কোনো মজুরি বৈষম্য থাকা যাবে না।

* জাতীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান আইনের সঙ্গে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা।

* কর্মস্থলে কোনো শিশুশ্রম বা বাধ্যতামূলক শ্রম থাকবে না।

---

[9] [25] Mohibullah ATM, Takebira UM, Moni KN, Rahman M (2018) Social Compliance, Occupational Health and Environmental Safety Management Practice in the Apparel Industry of Bangladesh: An Overview. J Textile Sci Eng 8: 342. doi: 10.4172/2165-8064.1000342

* শ্রমিকদের জন্য যথাযথ পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
* অভ্যন্তরীণ স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে।
* কার্যকর সুরক্ষা কমিটিতে সব শ্রেণীর শ্রমিক, জেন্ডার ও জাতির সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

৬.১.৫ কমিউনিটি স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা

২৯২. স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সামনে প্রকল্পের কর্মকাণ্ড, অবকাঠামোর সরঞ্জামের অধিকতর সংস্পর্শের কারণে তাদের ঝুঁকি বাড়তে পারে। কারখানা বা ফ্যাক্টরির কাছাকাছি বসবাসরত জনগোষ্ঠী প্রায়শই বায়ু, পানি, মাটি ও শব্দদূষণ ইত্যাদির প্রকোপে পড়তে পারেন। যা পরিণতিতে বিভিন্ন রকম স্বাস্থ্যসমস্যা তৈরি করে। তাছাড়া, প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের চলাচলরে কারণে স্থানীয় জনগোষ্ঠী হয়তো মাঝেমধ্যে নিরাপত্তা সমস্যায়ও পড়তে পারে। মূল্যায়নের সময় কমিউনিটি জড়িত এমন স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সমস্যাও একইসঙ্গে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এই মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হলো প্রকল্পের আয়ুষ্কালে স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা প্রশ্নে প্রতিকুল প্রভাব এড়নো এবং ঝুঁকি কমানো। মূল্যায়ন কাজ নিচের বিষয়গুলি এবং জনগোষ্ঠীর ওপর সেসবের অভিঘাতে আলোকপাত করবে:
* অবকাঠামো ও সরঞ্জাম
* ঝুঁকিপূর্ণ সামগ্রী, রাসায়নিক ও বর্জ্য
* প্রতিবেশগত সেবাসমূহ
* রোগবালাইয়ের প্রকোপে পড়া
* জরুরিকালীন প্রস্তুতি ও সাড়াদান

৬.১.৬ সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন

২৯৩. প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (এসআইএ)চালাতে হবে যেখানে সামাজিক নিরীক্ষা সম্ভাব্য নিরপত্তা ইস্যুগুলি শনাক্ত করবে। এসআইএ-র মূল সুযোগ এখানেই যে, বাস্তব বিকল্পগুলি চিহ্নিত করা, সম্ভাব্য সামাজিক প্রভাব চিহ্নিত করা, যার অন্তর্ভুক্ত থাকবে সরাসরি ও পরোক্ষ, স্থায়ী ও সাময়িক, শারীরিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবগুলির তাৎপর্য নিরুপণ করা, সর্বনিম্ন খরচে প্রতিকার ও তদারকি চাহিদা মেটানোর নকশা প্রণয়ন; প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন সূত্রবদ্ধকরণ, এবং অর্থবহ ব্যক্তিগত/অনানুষ্ঠানিক পরামর্শ এবং তথ্যপ্রকাশের প্রক্রিয়া দাঁড় করানো।

২৯৪. ঝুঁকি নিরূপণের সময় সামাজিক প্রভাব নিরসনের ঝুঁকি ও উপায়গুলি বোঝার জন্য সম্পর্কিত সুবিধাভোগীদের সঙ্গে পরামর্শ করা হবে। সামাজিক উদ্বেগ যথেষ্ঠ মাত্রায় গণ্য করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করায় নির্দিষ্ট কিছু সামাজিক বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে: ১) আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ; ও ২) অংশীজন বিশ্লেষণ। এই মূল্যায়ন প্রভাব শনাক্ত করা ও তার মাত্রা নিরূপণ করে ঝুঁকি ও সুযোগ পরিমাপ ও শনাক্ত করবে এবং সামাজিক প্রভাব এড়ানো অথবা কমানো, নিরসন কিংবা সামলানো, এবং বিরূপ সামাজিক প্রভাবের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাবলি দেখিয়ে দেবে।

২৯৫. এসআইএ সব কিছুকে ধারণকারী, সুপরিকল্পিত যোগাযোগ ও পরামর্শ কৌশল এবং জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার করে বিদ্যমান আয়ের স্তর. কর্মসংস্থান, শিক্ষা, বয়স এবং অন্যাণ্য সামাজিকঅর্তনৈতিক দিকগুলির পাশাপাশি এলাকার সাংস্কৃতিক ও জনগোষ্ঠীগত দিকগুলির ওপর একটি বিশদ সমাজঅর্থনৈতিক জরিপ চালাবে। নিচে বর্ণিত পদ্ধতি উপযুক্ত বিবেচনায় গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. সম্ভবপর সময়ের মধ্যে প্রতিটি কর্মকাণ্ডের ওপর এসআইএ করা হবে, যার মধ্যে সামাজিক সুরক্ষা কমপ্লায়েন্স ইস্যুগুলো থাকবে।
২. সংস্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে কমিউনিটি/অংশীজন পরামর্শ করা এবং তা নথিবদ্ধ রাখা।
৩)সুবিধাভোগীদের সঙ্গে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা করা।
৪)এসএমএফ অনুসরণ করে ডাটা ও তথ্য এক জায়গায় আনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে মূল ইসুগুলি নির্ধারণ করা।
৫) সংগৃহীত তথ্যাবলীর রেকর্ড থাকতে হবে এবং তা কম্পিউটারে নিতে হবে, এবং বিদ্যমান প্রযুক্তি ও সরঞ্জাম এবং অন্যান্য প্রভাবের ফটো কাজে লাগাতে হবে।
৬) প্রয়োজনে সকল তথ্য জেন্ডার, বয়স এবং জাতিগত পরিচয় ধরে আলাদা আলাদা ভাবে ভাগ করে সাজাতে হবে। একটি জেন্ডার বিশ্লেষণও করতে হবে।

২৯৬. যেখানে সামাজিক নিরীক্ষণ ও এসআইএ সুবিধাভোগীদের মধ্যে আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করবে, সেখানে অন্তর্ভুক্তি ও অংশগ্রহণ এসএমপির অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হবে।

৭. নির্দিষ্ট প্রকল্প ও এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

২৯৭. বিভিন্ন ধরণের শিল্প উপখাতে জ্বালানি সাশ্রয়ের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু তৈরি পোশাক খাতে বিশেষ করে অনেক সাশ্রয়ের সুযোগ রয়েছে। শিল্প খাতের মধ্যে তৈরি পোশাক ও টেক্সটাইল খাত সম্মিলিতভাবে প্রায় ২৭ শতাংশ জ্বালানি ভোগ করে থাকে। আলাদা করে তৈরি পোশাক খাতেই শুধু ১৫ শতাংশ জ্বালানি লাগে।[২৬] তৈরি পোশাক খাতে জ্বালানি সাশ্রয়ী পদক্ষেপ নেওয়ার বিশেষ সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতাও আছে, যার ফলে বড় আকারে জ্বালানি সাশ্রয়ী উদ্যোগ বাস্তবায়ন আটকে যায়। প্রস্তাবিত কর্মসূচিতে প্রধান প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করার জন্য আর্থিক ও বাজার সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে টেক্সটাইল খাতের উদ্যোক্তা ও কোম্পানিগুলোকে সহায়তা দেওয়া হবে যেন তারা জ্বালানি-সাশ্রয়ী প্রযুক্তি গ্রহণে বিনিয়োগের সুযোগ কাজে লাগাতে পারে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সবুজ জলবায়ু তহবিল (জিসিএফ) থেকে আর্থিক সহায়তার জন্য ইডকল আবেদন করেছে।

বাংলাদেশের পোশাক খাতের জন্য জ্বালানি-সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ও সরঞ্জাম গ্রহণ

২৯৮. এই কর্মসূচির মাধ্যমে তৈরি পোশাক খাতের রূপান্তর ঘটবে। সবচেয়ে বেশি জ্বালানি ভোগের খাত থেকে জ্বালানি-সাশ্রয়ী খাতে পরিণত হবে। এর মাধ্যমে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমে আসবে (মূলত প্রাকৃতিক গ্যাস, গ্রিডের বিদ্যুৎ এবং তেল ও কয়লা) এবং গ্রিন হাউজ গ্যাস। একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে যে তৈরি পোশাক খাতে অন্তত ৩০ শতাংশ জ্বালানির ব্যবহার কমানো সম্ভব।[২৭, ২৮] এই কর্মসূচিতে মার্কেট অংশীজনের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য বাজারভিত্তিক উপায় তৈরি করা হবে।

২৯৯. বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘের প্যারিস জলবায়ু কাঠামোর আওতায় নিচের বিষয়গুলো অনুসরণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এগুলো বাংলাদেশের জাতীয়ভাবে নির্ধারিত গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমন কমাতে অবদানেরও (আইএনডিসি) অংশ।[২৯]

- বিদ্যমান সম্পদের ওপর ভিত্তি করে জ্বালানি, পরিবহন এবং শিল্পখাতে ২০৩০ সালের মধ্যে স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে ৫ শতাংশ গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমন নিঃশর্তভাবে কমানো হবে।

- একই সময়ের মধ্যে যদি আন্তর্জাতিক সমর্থন পাওয়া যায়, অর্থৎ অর্থায়ন, বিনিয়োগ, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং হস্তান্তর, এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিতে আন্তর্জাতিক সহায়তা পাওয়া যায়, তাহলে স্বাভাবিকের চেয়ে ১৫ শতাংশ গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমন কমানো হবে।

৩০০. দেশের আইএনডিসিতে অন্যতম প্রশমন কর্মসূচি হলো জ্বালানির উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে জ্বালানি ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি করা। এক্ষেত্রে, বাংলাদেশ সরকারের লক্ষ্য হলো স্বাভাবিকের তুলনায় ২০৩০ সালের মধ্যে শিল্প খাতে ১০ শতাংশ জ্বালানি ভোগ কমানো।[৩০] এছাড়াও, বাংলাদেশ সরকারের লক্ষ্য হলো ২০১৩ সালের তুলনায় ২০৩০ সালের মধ্যে ২০ শতাংশ জ্বালানি ভোগ কমানো (জিডিপির অনুপাতে জাতীয় প্রাথমিক জ্বালানি ভোগ)।[৩১] এই

কর্মসূচির মাধ্যমে বেসরকারি খাতে জ্বালানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করবে। এর ফলে শিল্পখাতসহ অর্থনীতির বেশি জ্বালানি খরচ হয় এমন খাতে সুবিধা হবে। ফলে উপরে উল্লিখিত জাতীয় লক্ষ্য ও কৌশল অর্জনে সরাসরি ভূমিকা রাখবে।

৩০১. EE&C মহাপরিকল্পনার আওতায়, তিনটি EE&C কর্মসূচি চালু করা হবে, যেমন জ্বালানি ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি, জ্বালানি দক্ষ লেবেলিং কর্মসূচি, এবং জ্বালানি দক্ষ ভবন কর্মসূচি, যা বড় আকারের জ্বালানি ব্যয়কারী প্রতিষ্ঠান এবং শিল্প, আবাসিক ও বাণিজ্যিক খাতের সরঞ্জামকে লক্ষ্য করে করা হবে। এই তিনটি EE&C কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে ২০১৫ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে মোট ৫.৩ মেট্রিক টন/বার্ষিক, অথবা প্রায় ১০০ বিলিয়ন টাকা/বার্ষিক সাশ্রয় হবে।[৩২]

৩০২. এছাড়াও, জ্বালানির ব্যক্তি পর্যায়ের গ্রাহক এবং জ্বালানি সাশ্রয়ী পণ্যে তাদের বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য জ্বালানি সাশ্রয়ী অর্থায়ন কর্মসূচি চালু করাটা সরকার গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। এক্ষেত্রে কম সুদে ঋণ দেওয়াটা একটা মূল প্রণোদনা। এর ফলে ব্যক্তি পর্যায়ের গ্রাহকদের আর্থিক বোঝা কমবে। তাই তারা জ্বালানি সাশ্রয়ী বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম এবং শিল্প সরঞ্জাম কিনবে। এছাড়াও, ভর্তুকি এবং অগ্রাধিকারমূল কর ব্যবস্থাও প্রণোদনা হিসেবে কাজ করবে।

৩০৩. জ্বালানি নিরীক্ষার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে (সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের অংশ হিসেবে পরিচালিত) এবং এর ফলে নেওয়া অগ্রাধিকার প্রক্রিয়ার পদক্ষেপের ভিত্তিতে নিচের পদক্ষেপগুলো নিলে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের লাভ বাড়বে।[৩৩]

টেবিল ৮-১: তৈরি পোশাক খাতে জ্বালানি সাশ্রয়ী সমাধানের তালিকা

ক্রমিক নং	পদক্ষেপ	সাশ্রয়ের সম্ভাবনা
১	স্টিম কনডেনসেট রিকভারি সিস্টেম স্থাপন করা	১০%
২	সেলাই খাতে ক্লাচ মটরের পরিবর্তে সারভো মটর বসানো	৬০%
৩	পুরনো স্টেনটার মেশিন পাল্টে নতুন দক্ষ স্টেনটার মেশিন বসানো	৫০%
৪	পুরনো অদক্ষ গ্যাস বয়লার পাল্টে নতুন দক্ষ গ্যাস বয়লার বসানো	৩০%
৫	আইই১/আইই২ শ্রেণির মটর পাল্টে আইই৩ শ্রেণির মটর বসানো	২০%
৬	বিদ্যমান বাতিগুলো বদলে নতুন জ্বালানি সাশ্রয়ী বাতি লাগানো	৫০%
৭	ওয়াস্ট হিট রিকভারি সিস্টেম পাল্টে জেট ডায়িং মেশিন স্থাপন	১৮%

৮	স্টেনটারে ওয়াস্ট হিট রিকভারি সিস্টেম স্থাপন	১৪%
৯	বয়লার থেকে ইকনোমাইজারের মাধ্যমে ওয়াস্ট হিট রিকভারি	১০%
১০	জেট ডায়িং মেশিনে সাধারণ পাম্পের বদলে জ্বালানি সাশ্রয়ী পাম্প বসানো	৫%
১১	রেসিপ্রোকেটিং কম্প্রেসর পাল্টে স্ক্রিউ কম্প্রেসর বসানো	১৮%
১২	এনার্জি কনজারভেশন টারবাইন বসানো	২১%

৩০৪ উপরে উল্লিখিত প্রকল্প বিবরণ ও প্রেক্ষাপট থেকে বলা যায় যে পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি করার সময় নির্দিষ্ট কিছু বিষয় আছে, যেগুলোতে মনোযোগ দরকার। আগের অধ্যায়গুলোতে পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ কার্য পরিচালানার সার্বিক পদ্ধতি দেওয়া হয়েছে। পরের অধ্যায়গুলোতে যেসব বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দরকার, সেগুলো আলোচনা করা হবে।

প্রভাব চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি

৩০৫. এই প্রকল্প, বিশেষ করে স্থাপন পর্যায়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত ও স্বাস্থ্য সুরক্ষাগত প্রভাব রয়েছে। সেজন্য আইএসও ১৪০০১:২০০৪, ওএইচএসএএস ১৮০০১:২০০৭, আইএসও ৯০০১:২০১৫ এবং এসএ ৮০০ সনদ দরকার।

৩০৬. প্রস্তাবিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও কার্যক্রমের সময় সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নির্ধারণ, নিরূপণ, প্রশমন ও ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি তৈরি করা হয়েছে ইএসএমএসের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে, ইএসএমএসের সুরক্ষা নীতি এবং তথ্য প্রকাশের নীতি অনুসরণ করবে ইডকল।

৩০৭. এই প্রকল্পের মাধ্যমে ঐতিহ্যগত তাৎপর্য রয়েছে এমন কোন ভবনে (যেমন মসজিদ, ঐতিহ্যগত স্থান বা সাংস্কৃতিক স্থান) প্রভাব ফেলবে না, বা জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক আবাসস্থলের কোন ক্ষতি করবে না। এছাড়াও, এই প্রকল্পে বাতাস, পানি, ও শব্দের মতো ভৌত পরিবেশের ওপরও কোন তাৎপর্যপূর্ণ নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না। তবে, স্থাপন পর্যায়ে কিছু প্রভাব পড়তে পারে যা এই পর্যায়ের শেষে আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যাবে।

৩০৮. সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাবের ধারণাগত পর্যায় থেকে বোঝা যায় যে এই কর্মসূচির জন্য ৮টি কার্যদক্ষতা মানদন্ডের (পিএস) মধ্যে তিনটি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তিনটির মধ্যে একটি হলো পরিবেশগত মানদন্ড (পিএস৩: সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা) এবং বাকি দুটো হলো সামাজিক মানদন্ড (পিএস২[শ্রম ও কাজের পরিবেশ] এবং পিএস৪ [কমিউনিটির স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা])। এসব মানদন্ড যেসব উপাদান দ্বারা গঠিত, সেগুলোর ওপর ভিত্তি করে নিচের সুপারিশগুলো করা হয়েছে যেন সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব খতিয়ে দেখা যায়:

বায়ু নির্গমন

৩০৯. এই প্রকল্পে ডিজেল চালিত জেনারেটরের বদলে পরিচ্ছন্ন জ্বালানির জেনারেটরের কথা বলা হয়েছে। যদিও বাস্তবায়ন বা স্থাপনার কাজের পূর্বে কোন গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমন হবে না, কিন্তু স্থাপনার কাজের সময় বেশ কিছু উৎস থেকে নির্গমন হতে পাওে; যেমন যানবাহন চলাচল, নির্মাণ সামগ্রী ও জেনারেটর চালানো। এই পর্যায়ের শেষে এসব গ্যাস নির্গমন কমে যাবে। প্রকল্প এলাকা এবং কারখানার ভেতরের সার্বিক বাতাসের গুণাগুণও বাড়বে।

শব্দ নির্গমন

৩১০. বায়ু ও অন্যান্য ধরনের নবায়নযোগ্য জ্বালানির তুলনায় এই প্রকল্প থেকে শব্দ নির্গমন কম হবে। তবে, স্থাপনার সময় কিছু শব্দ নির্গমন হতে পারে এবং আশাপাশের এলাকায় কিছু সমস্যা হতে পারে।

সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা

পানি ব্যবহারে দক্ষতা

৩১১. বাংলাদেশে অ্যাপারেল খাতে দূষণ কমাতে পানির দক্ষ ব্যবহার অপরিহার্য। দক্ষ যন্ত্রপাতি এবং মিটার ব্যবস্থা করার মাধ্যমে পানি ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করা যায়। এছাড়াও, দক্ষভাবে পানি ব্যবহার করলে উৎপাদন খরচ কমবে এবং সার্কুলার ইকনোমিতে উন্নীত হতে সাহায্য করবে। পানি ব্যবহারে দক্ষতার জন্য, সেচ, ঘরের ভেতরের প্লামিং ও ফিটিং, গৃহস্থালির গরম পানি, ফুটানো পানি, সংশোধিত পানি, এবং অন্যান্য প্রক্রিয়াজাত পানির ক্ষেত্রে মিটার চালু করতে হবে। এছাড়াও, পানি সাশ্রয়ের অন্যান্য উপায় অবলম্বন করতে হবে।

রাসায়নিক ব্যবহারে দক্ষতা

৩১২. বাংলাদেশের বেশিরভাগ শিল্পকারখানায় সঠিক মাপ অনুযায়ী রাসায়নিক ব্যবহার করা হয় না। অতিরিক্ত রাসায়নিকের ব্যবহার কমাতে উন্নত রাসায়নিক ব্যবহার কৌশল এবং সঠিক মাত্রার ব্যবহার অনুরসণ করতে হবে। এছাড়াও, রাসায়নিক মজুদের ক্ষেত্রে সঠিক সুরক্ষা পদক্ষেপ নিতে হবে।

জ্বালানি ব্যবহারে দক্ষতা

৩১৩. ব্যবহারের সময় জ্বালানি সংরক্ষণ এবং জ্বালানি সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের মাধ্যমে জ্বালানি ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব। তাপ জ্বালানি ব্যবহারের দক্ষতা অর্জনের জন্য তাপ পুনরুদ্ধার, দাহ্য পদার্থ ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি, ফুটানোর ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি, অতিরিক্ত পদার্থ অপসরাণে ফুটানোর মাত্রা কমানো, ঘনীভূত পদার্থ পুনরুদ্ধার, পানি পনরুদ্ধারে গরম করার প্রক্রিয়া ইত্যাদি চালু করা যেতে পারে। এছাড়াও, এলইডি পাতি, জ্বালানি সাশ্রয়ী মটর এবং জেনারেটর ব্যবহারের ফলে বিদ্যুৎ ব্যবহার কমানো সম্ভব।

তাপ বা আলোর প্রতিফলন

৩১৪. স্থাপনার পর্যায়ে যানচলাচল, নির্মাণ সামগ্রী ও জেনারেটর ইত্যাদি চালানোর মতো তীব্র আলোর ব্যবস্থা করলে আশেপাশের সম্পদ আক্রান্ত হতে পারে। যদি এর কারণে প্রতিবেশিদের দীর্ঘ সময় আক্রান্ত হতে হয়, তাহলে সেটা ক্ষোভের কারণ হতে পারে।

জীববৈচিত্র্যের ওপর প্রভাব

৩১৫. যেহেতু এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে বিদ্যমান কারখানার মধ্যেই, তাই স্থালভাগের বা সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যে সাধারণত কোন নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না। এছাড়াও, শিল্প এলাকার ভেতরে সাধারণত খুব কম প্রাণি থাকবে। তবে, আশেপাশে যদি গাছপালা থেকে থাকে, তাহলে সেগুলো কেটে ফেলতে হতে পারে। তবে বর্জ্য মালামাল সঠিকভাবে অপসরাণ না করলে জীববৈচিত্র্যের ওপর সম্ভাব্য প্রভাব পড়তে পারে যদি না জাতীয় নির্দেশিকা মেনে নিরাপদ বর্জ্য অপসারণ না করা হয়।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

৩১৬. এটা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ যেন প্রস্তাবিত প্রকল্পের কারণে নান্দনিক, নৃতাত্ত্বিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, স্থাপত্য, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক বা সামাজিক গুরুত্বের কিংবা বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য বিশেষ মূল্য বহন করে এমন কোন স্থান বা ভবনে যেন প্রভাব না পড়ে। কর্মসূচির ক্ষেত্রে এমন কোন প্রভাব নেই যেহেতু পর্যাপ্ত সুরক্ষা নীতি রয়েছে।

কর্মসংস্থান

৩১৭. এই প্রকল্পের কারণে সাময়িক ও স্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। সেটা দক্ষ ও অদক্ষ দুই ধরণের শ্রমিকের জন্যই।

সামাজিক পুনর্বাসন/আদিবাসী জনগোষ্ঠী

৩১৮. বিভিন্ন তৈরি পোশাক কারখানার ভেতরে মেরামত ও স্থাপনার কাজ হবে। সেজন্য কোন ধরণের ভূমি অধিগ্রহণ হবে না। ফলে অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসন প্রয়োজন পড়বে না। তাই, আদিবাসী জনগোষ্ঠী কোন সমস্যার মুখে পড়বে না। আর তাই কোন সামাজিক সংঘাত সৃষ্টি হবে না।

পরিবেশগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা কমপ্লায়েন্স

৩১৯. ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামের প্রাপ্যতা ও ব্যবহার দুটোই নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। স্থাপনা এবং কার্যক্রম, দুই ক্ষেত্রেই সেটা করতে হবে। এসবের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে ত্রুটিযুক্ত সরঞ্জাম দ্রুত পাল্টে ফেলতে হবে। কার্যক্রম পর্যায়ের সময়, অগ্নিকাণ্ডের মতো ঝুঁকি সৃষ্টি হতে পারে। সেজন্য, অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ে ভবনের ব্যবহারকারীদের সুরক্ষা সরঞ্জাম এবং প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

পরিবেশগত ও সামাজিক যাচাই ও পদক্ষেপ

৩২০. একটি প্রাথমিক পরিবেশগত ও সামাজিক যাচাই করা হবে। এটা করা হবে অর্থ প্রদানকারী সহযোগীদের সুরক্ষা নীতি এবং ইএইচএস নির্দেশিকার পরিবেশগত ও সামাজিক তালিকা, যা ৪ নম্বর পরিশিষ্টে দেওয়া আছে, সেগুলোর বিধান মেনে।

৩২১. ইএসএ প্রতিবেদনে আইএফসি কার্যদক্ষতা মানদন্ডের (পিএস) শর্ত মানা হবে এবং প্রকল্পের প্রস্তাবদানকারীরা কাজের ধরণ যথাযথ নিয়মে পরিবেশ অধিদপ্তরকে জানাবে।

৮ পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

৩২২. নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের মূল্যায়নের ফলের ওপর ভিত্তি করে এই ইএসএমপির নকশা এমন ভাবে সাজানো হবে যে, যাতে গৃহীত ব্যবস্থা বা পদক্ষেপগুলি বিশদভাবে বর্ণনা করা থাকে, ভূমিকাগুলি সুনির্দিষ্ট করা হয় এবং এর সঙ্গে সংস্লিষ্ট টাইমলাইন ও রিসোর্সগুলি চিহ্নিত করা থাকে। যেখানে উপ-প্রকল্পে বিদ্যমান অবকাঠামোর প্রশ্ন জড়িত সেখানে পরিবেশগত ও সামাজিক নিরীক্ষা করা হয়তো দরকার হবে, এবং এর সঙ্গে জড়িত ইএসএমপির মধ্যে প্রতিকার অথবা ক্ষতিপূরণ অথবা বাদবাকি কোনো পরিবেশগত ও সামাজিক ইসুর ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে। ইএসএমপিতে নিচে বর্ণিত বিষয় রয়েছে:

ক) লগফ্রেম ও প্রকল্পের কর্মকাণ্ডসহ উপ-প্রকল্পের বর্ণনা, স্থান ও উপপ্রকল্পের ভৌগলিক বিস্তার; উপপ্রকল্পের কার্যক্রমের কারণে সৃষ্টি হওয়া পরিবেশ ও সমাজের ওপর সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব।

খ) দেশের আইনী কাঠামোর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ, পরিবেশগত ও সামাজিক ইসুর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত জিসিএফ ও আইডিকোলের কাঠামো এবং কীভাবে উপ-প্রকল্প কমপ্লায়েন্সের শর্ত নিশ্চিত করবে, তা।

গ) নির্দিষ্ট কোনো উপ-প্রকল্পের কার্যক্রমের কারণে তৈরি হওয়া সম্ভাব্য নেতবিাচক প্রভাবগুলির চিহ্নিত ও পূর্ণ তালিকা।

ঘ) বিরূপ পরিবেশগত এবং/অথবা সামাজিক প্রভাব পরিহার করায় গৃহীত পরিকল্পিত ব্যবস্থা বা পদক্ষেপগুলি, সেসবের ক্ষতিকারী ভূমিকা গ্রহণযোগ্য মাত্রায় কমিয়ে আনা অথবা সেসবের জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া; যার অন্তর্গত হলো দায়দায়িত্বগুলি (লোকবল) এবং প্রতিকারমূলক পদক্ষেপের সময়সূচি, সেসবের কারিগরি সম্ভাব্যতা যাচাই, সাংস্কৃতিক উপযুক্ততা, সকল ক্ষতিগ্রস্থ গোষ্ঠীর জন্য কাঙ্খিত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার কার্যকারিতা।

ঘ)IFC Performance Standard অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিকল্পনার উল্লেখ এবং প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাগুলি ইএসএমপি'র অন্তর্ভুক্ত হবে কি হবে না সেই বিষয়টা।

ঙ) প্রস্তাবিত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা ও কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করার জন্য যে খরচ হবে তার প্রাক্কলন উপ-প্রকল্পের প্রস্তাবের বাজেটের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রাখা।

চ)ইএসএমপি বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের কর্মপরিধির বর্ণনা, যেখানে প্রযোজ্য সেখানে সক্ষমতা তৈরির ব্যবস্থা জোগানো (ইএসএমপি বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে)।

৮.১ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

৮.১.১ ভূমিকা

৩২৩. বাংলাদেশে আবাসিক খাতের পরে শিল্পকারখানা হলো দ্বিতীয় প্রধান জ্বালানী-নিবিড় খাত। দেশের মোট জ্বালানী চাহিদার ২৪ শতাংশই ব্যয় হয় এই খাতে।[10] আর তৈরি পোশাক্ ও বস্ত্রখাত মিলিতভাবে ব্যবহার করে শিল্পখাতের মোট ব্যবহৃত জ্বালানীর ২৭ ভাগ।[11] জ্বালানি ব্যবহারে শিল্পখাতের অংশীদারি ক্রমশ বাড়ছে আর কমছে আবাসিক খাতের অনুপাত। বাংলাদেশের শিল্পখাতের জ্বালানি চাহিদা যে বাড়ছে এটা তারই প্রকাশ। তাহলেও, শিল্পখাতে জ্বালানির চাহিদা বাড়া মানেই কিন্তু এই খাতের জ্বালানি-দক্ষতা না। বাংলাদেশ সরকারের তৈরি করা ২০৩০ সাল পর্যন্ত জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের মহাপরিকল্পনা অনুসারে জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ নীতি বাস্তবায়ন মানে শিল্পখাতে জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণের পদক্ষেপ বাস্তবায়িত করা। আর তা করা গেলে এই খাতে ব্যবহৃত মোট জ্বালানি-খরচ ৩০ ভাগ কমে আসবে।[12] ইতিমধ্যে শিল্পখাতের বিভিন্নরকম উপ-খাতে জ্বালানী সাশ্রয়ের সুযোগ বিদ্যমান, বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাত এ ব্যাপারে তাৎপর্যপূর্ণভাবে এগিয়ে।

৩২৪. প্রকল্পটকে এগিয়ে নিতে এই ইএসএমএফ প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। সম্ভাব্য যেসব নেতিবাচক প্রভাব চিহ্নিত করা হয়েছে, সেগুলি কমানো বা দূর করা অথবা সীমিত করে আনার সকল কর্মকাণ্ড এতে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এইসব পদক্ষেপগুলির লক্ষ্য হলো বাস্তবায়িত করতে হবে এমন প্রতিকারমূলক এবং নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারিমূলক ব্যবস্থার পাশাপাশি সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে আবশ্যকীয় পদক্ষেপ।

৮.১.২ সাধারণ পরিবেশ নীতি ও ব্যবস্থাপনার চর্চা

৩২৫. সবচেয়ে বেশি প্রচলিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা হলো আইএসও ১৪০০১ (ISO 14001)। এটা আন্তর্জাতিক

[10] সূত্র:: Energy Efficiency & Conservation Masterplan 2030 (SREDA, 2015)

[11] সূত্র: Information derived from EE & Conservation Master Plan upto 2030 (DANIDA, 2017)

[12] সূত্র: Energy Efficiency & Conservation Masterplan 2030 (SREDA, 2015)

মান অনুযায়ী পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উপযোগী দরকারি প্রস্তুতিগুলো সাজায়। যেসব সংগঠন সম্পদের আরো দক্ষ ব্যবহার এবং বর্জ্য উপাদান কমানোর মাধ্যমে পরিবেশগত উৎকর্ষ বাড়ানোয় কাজ করে, তাদের জন্য এটা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পথনির্দেশ বা গাইডলাইন। এর মাধ্যমে তারা প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা ও অংশীজনদের আস্থা দুটোই অর্জন করে। ISO 14000 স্ট্যান্ডার্ডগুচ্ছ পরিবেশগত দায়িত্ব পালনের জন্য সচেষ্ট সকল ধরনের কোম্পানিকে বাস্তব হাতিয়ার জুগিয়ে দেয়।তা অর্জনে ISO 14001:2015 এবং এর আনুষাঙ্গিক পরিমাপক/মান/স্ট্যান্ডার্ডগুলো যেমন ISO 14006:2011 নজর দেয় পরিবেশগত ব্যবস্থার ওপর। এই পরিমাপকগুলির অন্যান্য শাখা আলোকপাত করে নির্দিষ্ট কিছু কর্মপ্রক্রিয়ার ওপর, যেমন নিরীক্ষা, যোগাযোগ, লেবেল আঁটা এবং জীবনচক্র বিশ্লেষণে। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের মতো পরিবেশগত হুমকির বিষয়েও তা মনোযোগী।

৩২৬. কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিবেশগত বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করা, চালানো, তদারকি ও পরিচালনার সামগ্রিক দৃষ্টিকোণের দিক থেকে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা খুবই দরকারি। সকল ধরনের ও আকারের প্রতিষ্ঠান তথা বেসরকারি, অলাভজনক অথবা সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে ISO 14001 গ্রহণযোগ্য। সকল প্রকারের কার্যক্রমের পরিবেশগত দিক তথা বায়ু দূষণ, নিষ্কাশন, পানি ব্যবস্থাপনা, মাটিদূষণ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব লাঘব ও তার সঙ্গে মানিয়ে চলা এবং সম্পদের ব্যবহারসহ প্রতিষ্ঠানের সকল ধরনের খুঁটিনাটি কাজ কাজ ও দক্ষতার বিষয় এটা বিবেচনায় রাখে।

৩২৭.

কোনো পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির নির্ণায়কগুলি ঠিক করে দিয়েছে ISO 14001:2015 এবং এর ভিত্তিতে সার্টিফিকেট্ও দেওয়া হয়। এটা প্রণয়ন করেছে এমন মূল কাঠামো যার ভিত্তিতে কোনো কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যকর পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে। যে কোনো খাতের যে কোনো বিষয়ে কর্মরত প্রতিষ্ঠান একে কাজে লাগাতে পারে। ISO 14001:2015 ব্যবহার করে কোম্পানি ব্যবস্থাপক এবং এ কর্মীদের পাশাপাশি বাইরের অংশীজনদের নিশ্চয়তা দেওয়া যেতে পারে যে, পরিবেশগত প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং তার উন্নতি সাধন করা হয়েছে।

৮.১.৩ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

৩২৮. পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য উপ-প্রকল্পের কর্মকাণ্ড থেকে পরিবেশের ওপর তৈরি হওয়া প্রভাব রেকর্ড করা এবং ইতিপূর্বে চিহ্নিত করা ‘প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা’ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা, যাতে করে বিরূপ প্রতিক্রিয়াগুলি কমানো যায় এবং প্রকল্পের কার্যাবলীর ইতিবাচক প্রভাব আরও বৃদ্ধি করা যায়। প্রতিকার/জোরদারমূলক ব্যবস্থার সাধারণ তদারকি ছাড়াও, উপ-প্রকল্পের নির্মাণকালীন পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ সূচক যার মধ্যে রয়েছে বায়ুর মান, শব্দদূষণের মাত্রা, পানির মান, নর্দমার জমাটবদ্ধতা

ও চলাচল সমস্যার ওপর নজরদারি করতে হবে। কী পরিমাণে ও মাত্রায় তদারকি প্রয়োজন হবে তা নির্ভর করবে উপ-প্রকল্পের ধরন এলাকার মাঠ পরিস্থিতির ওপর। সূচকগুলি এবং সেসবের দেখাশোনা বা নজরদারির মাত্রা কী হবে তা প্রকল্প চালানোর ব্যয়-পরিকল্পনা এবং তদারকি চালানোর প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন চালানোর সময়ই দিতে হবে।

৩২৯. অনুচ্ছেদ ৬.৩ এ যেমন বলা হয়েছে, কর্মসম্পাদনের তিনটি মানসূচক (PS3 অর্থাৎ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও দূষণ প্রতিরোধ PS2 অর্থাৎ শ্রম ও কাজের পরিবেশ এবং PS4 অর্থাৎসামাজিক সুস্থাস্থ্য, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা), যা কর্মসূচির বেলায় প্রযোজ্য এবং যা ঐ কর্মসূচীর সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব বোঝার জন্য নিরূপণীয়। এইসব উপাদানের অবস্থার ওপর তৈরি করা পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি করা প্রয়োজন। সে অনুসারে, ৯-১ নং ছক দেখায় IFC'র কর্মসম্পাদনের মান অনুযায়ী প্রণীত মানসূচক মেনে তৈরি করা পরিবশেগত ব্যবস্থাপনা পরিবল্পনা:

৯-১ নং ছক

পর্যায়	ইস্যু	সম্ভাব্য প্রভাব	নিরসন/ জোরদারকরণ পদক্ষেপ	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান	
				বাস্তবায়ন	তদারকি
প্রাক-স্থাপন পর্যায়	কারখানায় ব্যবহৃত তাপ-শক্তি	* CO2 ও GHG নিঃসরণ	*সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও আচরণ বদলানোর মাধ্যমে জ্বালানি-সাশ্রয়	ঋণগ্রহীতার পিআআইইউ	এলএফআই-এর পিআআইইউ
	কারখানায় ব্যবহৃত বিদ্যুৎ	*CO2 ও GHG নিঃসরণ	*সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও আচরণ বদলানোর মাধ্যমে জ্বালানি-সাশ্রয়	ঋণগ্রহীতার পিআআইইউ	এলএফআই-এর পিআআইইউ
	উপরিতলের এবং ভূগর্ভস্থ পানিদূষণ	*কারখানা থেকে বর্জ্য ও রাসায়নিক অপসারণের জন্য পানি দূষণ	*পানির মান পরীক্ষা *যথাযথ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	ঋণগ্রহীতার পিআআইইউ	এলএফআই-এর পিআআইইউ
	বায়ু/ধূলা দূষণ	*ভাঙ্গা/অপসারণ/বিদ্যমান যন্ত্রপাতি খোলার দ্বারা দূষণ *উৎপাদন থেকে দূষণ	*বায়ুর মানের সূচক বিষয়ে বেসলাইন তথ্য *আরএমজি ইউনিটের বিভিন্ন পয়েন্ট এবং প্রভাব পড়তে পারে এমন পার্শ্ববর্তী এলাকার নমুনা	ঋণগ্রহীতার পিআআইইউ	এলএফআই-এর পিআআইইউ
	শব্দ দূষণ	*বিদ্যমান যন্ত্রপাতি খোলার কারণে তৈরি উচ্চ শব্দদূষণের শিকার কর্মী ও জনগোষ্ঠী *উৎপাদন কাজ থেকে তৈরি হওয়া শব্দদূষণ	*শব্দদূষণের মানের সূচক বিষয়ে বেসলাইন তথ্য *আরএমজি ইউনিটের বিভিন্ন পয়েন্ট এবং প্রভাব পড়তে পারে এমন পার্শ্ববর্তী এলাকার নমুনা	ঋণগ্রহীতার পিআআইইউ	এলএফআই-এর পিআআইইউ
	শক্ত/ ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	* ধ্বংসাত্মক কাজের শক্ত বর্জ্য, নির্মাণ কাজের সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ উপাদান	*বর্জ্যের মানের সূচক বিষয়ে বেসলাইন তথ্য *আরএমজি ইউনিটের বিভিন্ন পয়েন্ট এবং প্রভাব পড়তে পারে এমন পার্শ্ববর্তী এলাকার নমুনা	ঋণগ্রহীতার পিআআইইউ	এলএফআই-এর পিআআইইউ
	সরবরাহকারীর কমপ্লায়েন্সসহ শ্রম ও পরিবেশগত মান	*কমপ্লায়েন্সহীন শ্রমিক ও সরঞ্জাম থেকে আসা বাড়তি ঝুঁকি	*নিযুক্তির আগে মানের প্রত্যয়ন যাচাই	ঋণগ্রহীতার পিআআইইউ	এলএফআই-এর পিআআইইউ
	কারখানায় ব্যবহৃত তাপ-শক্তি	* CO2 ও GHG নিঃসরণ	*জ্বালানিদক্ষ সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি ব্যবহার *সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও আচরণ	ঋণগ্রহীতার পিআআইইউ	এলএফআই-এর পিআআইইউ

			বদলানোর মাধ্যমে জ্বালানি-সাশ্রয়		
	কারখানায় ব্যবহৃত বিদ্যুৎ-শক্তি	* CO2 ও GHG নিঃসরণ	*জ্বালানিদক্ষ সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি ব্যবহার *সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও আচরণ বদলানোর মাধ্যমে জ্বালানি-সাশ্রয়	ঋণগ্রহীতার পিআআইইউ	এলএফআই-এর পিআআইইউ
	আ্ওয়াজ	*উচ্চ শব্দদূষণের শিকার কর্মী ও জনগোষ্ঠী	শব্দ নিরোধক যন্ত্র স্থাপন	ঋণগ্রহীতার পিআআইইউ	এলএফআই-এর পিআআইইউ

পর্যায়	**ইস্যু**	**সম্ভাব্য প্রভাব**	**নিরসন/ জোরদারকরণ পদক্ষেপ**	**দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান**	
				বাস্তবায়ন	**তদারকি**
		*নির্মাণ কাজের সময় বিদ্যালয় ও শিক্ষা কার্যক্রমের ব্যাঘাত			
	বায়ুর মান	*চলমান যান থেকে আসা দূষণ (যানবাহন, ও স্টেশনারি (মিক্সার মেশিন, জেনারেটর ইত্যাদি *ধ্বংস ও পোড়ানো থেকে আসা বর্জ্য, যেমন কাঠ, কাগজ পোড়ানো ইত্যাদি	*নির্মাণ ক্ষেত্রে ধূলাবালি কমানোর ব্যবস্থা *সুরক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখা	ঋণগ্রহীতার পিআআইইউ	এলএফআই-এর পিআআইইউ
				ঋণগ্রহীতার পিআআইইউ	এলএফআই-এর পিআআইইউ
				ঋণগ্রহীতার পিআআইইউ	এলএফআই-এর পিআআইইউ
	পানির মান	*দূষণকারী পদার্থ মিশে ভূপৃষ্ঠ ও ভূগর্ভস্থ পানির সম্ভাব্য দূষণ যেমন, ওয়ার্কশপ এলাকা থকে রাসায়নিক, তেল,ডিজেল, লুব্রিক্যান্ট, জ্বালানি ইত্যাদি * ট্যাংক থেকে চুঁইয়ে পড়ার জন্য পানির দূষণ (ডিজেল, পয়োপ্রণালীর	* সকল কাজের এলাকায় যথাযথ সংবরণ ব্যবস্থা এবং যথাযথভাবে ব্যবহৃত তেলের নিঃসরণ *কাজের ক্ষেত্রকে জলপ্রবাহ থেকে দূরে রাখা সঠিকভাবে কাজের এলাকার বর্জ্য অপসারণ *পানির উৎসকে রক্ষার জন্য তরল বর্জ্য বের করার নির্দিষ্ট মুখ রাখা	ঋণগ্রহীতার পিআআইইউ	এলএফআই-এর পিআআইইউ

		বর্জ্য ইত্যাদি			
	শক্ত/ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	* ধ্বংসাত্মক ও নির্মাণ কাজের থেকে উৎপন্ন ঝুঁকিপূর্ণ উপাদানের শক্ত বর্জ্য	*বর্জ্যের দ্রুত বাছাইকরণ, ঝুঁকিপূর্ণ উপাদান সংগ্রহ ও প্রযোজ্য বিধিমালা মেনে অপসারণ	ঋণগ্রহীতার পিআআইইউ	এলএফআই-এর পিআআইইউ
স্থাপন-উত্তর পর্যায়	কারখানায় ব্যবহৃত তাপ-শক্তি	* হ্রাসকৃত CO2 ও GHG নিঃসরণ	*যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকির মাধ্যমে উন্নত অবস্থায় রাখা *কর্মীদের জ্বালানিদক্ষতায় উৎসহিত করা	ঋণগ্রহীতার পিআআইইউ	এলএফআই-এর পিআআইইউ
	কারখানায় ব্যবহৃত বিদ্যুৎ-শক্তি	* হ্রাসকৃত CO2 ও GHG নিঃসরণ	*যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকির মাধ্যমে উন্নত অবস্থায় রাখা *কর্মীদের জ্বালানিদক্ষতায় উৎসহিত করা	ঋণগ্রহীতার পিআআইইউ	এলএফআই-এর পিআআইইউ
	ভূপৃষ্ঠ ও ভূগর্ভস্থ পানির দূষণ	* হ্রাসকৃত মাত্রায় পানি ব্যবহার	*যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকির মাধ্যমে উন্নত অবস্থায় রাখা	ঋণগ্রহীতার পিআআইইউ	এলএফআই-এর পিআআইইউ
	বায়ু/ধূলি দূষণ	*হ্রাসকৃত ধূলি দূষণ	*যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকির মাধ্যমে উন্নত অবস্থায় রাখা	ঋণগ্রহীতার পিআআইইউ	এলএফআই-এর পিআআইইউ
	শব্দ দূষণ	*হ্রাসকৃত শব্দ/তরঙ্গ	*যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকির মাধ্যমে উন্নত অবস্থায় রাখা	ঋণগ্রহীতার পিআআইইউ	এলএফআই-এর পিআআইইউ
	বর্জ্য অপসারণ ব্যবস্থাপনা	* হ্রাসকৃত বর্জ্য সৃষ্টি	*যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকির মাধ্যমে উন্নত অবস্থায় রাখা	ঋণগ্রহীতার পিআআইইউ	এলএফআই-এর পিআআইইউ
	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ	* প্রকৌশলগত নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন কমে আসা *শীতলীকরণ কমে আসা *কারখানা ফ্যাসিলিটির নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি	*যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকির মাধ্যমে উন্নত অবস্থায় রাখা	ঋণগ্রহীতার পিআআইইউ	এলএফআই-এর পিআআইইউ

৮.১.৪ ক্ষতিগ্রস্থদের অভিযোগের প্রতিকারের পদ্ধতি (Grievance Redressal Mechanism GRM)

৩৩০. ক্ষতিগ্রস্থদের অভিযোগের প্রতিকারের পদ্ধতি হলো এমন এক ব্যবস্থা যেখানে যে কেউই অভিযোগ জমা দিতে পারবে, যাঁরা হবেন মূলত প্রকল্পের নিকটবর্তী এলাকার বাসিন্দা। এটা এমন এক পদ্ধতি যার কল্যাণে কর্তৃপক্ষ স্থানীয় অধিবাসীদের জন্য পরিবেশের পূর্ণাঙ্গ উন্নতিসাধন করতে পারবেন এবং যার মাধ্যমে কারখানার ভেতরেও পরিবেশের উন্নতি করা যাবে। জিআরএম বাস্তবায়নকারী পর্ষদের কাঠামো এবং ক্ষতিগ্রস্থদের প্রতিকারের প্রক্রিয়া **১১ নং অনুচ্ছেদে** বলা রয়েছে।

৮.১.৫ জলবায়ু হুমকি/ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Climate Risk Management, CRM)

৩৩১ জলবায়ু হুমকি ব্যবস্থাপনা হলো এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে জলবায়ুর হুমকিগুলো নিরূপণ, সেগুলিকে আমলে নেওয়া এবং মানিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে সামাল দেয়া হয়। কর্মসূচী বা পরিচালন কাজের ওপর পরিবর্তনশীল জলবায়ু পরিস্থিতি থেকে তৈরি হ্ওয়া সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব হলো জলবায়ু ঝুঁকি। CRM-এর লক্ষ্য হলো অধিকতর জলবায়ুসহভাবে কাজ করা (অর্থাৎ পরিবর্তনশীল জলবায়ুর অবস্থা আগাম অনুমান করা, তার জন্য তৈরি হওয়া এবং মানিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি ঠেকানো, সাড়া দেওয়া এবং দ্রুতভাবে ব্যাঘাত সামলে ওঠা) এবং ম্যালঅ্যাডাপটেশন এড়ানো (অর্থাৎ যেসব উন্নয়ন প্রচেষ্টা অনবধানতাবশত জলবায়ু ঝুঁকি বাড়িয়ে ফেলে)। জলবায়ু ঝুঁকি নিরুপণের মাধ্যমে নীত-নির্ধারণী পর্যায়ে সিদ্ধান্ত-গ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, এবং পরিচালনাকে সহায়তা করে সহজেই জলবায়ু হুমকি সামলানো যায় এবং চরম দারিদ্র্য দূর করা এবং স্থিতিশীল, গণতান্ত্রিক সমাজকে শক্তিশালী করে আরও কার্যকরভাবে আমাদের নিরাপত্তা ও উন্নতির লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া যায়।

৮.১.৫.১ জলবায়ু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য (Objectives of Climate Risk Management Plan)

৩৩২. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার বিশ্লেষণ ও মূলকাঠামো প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য হলো পুরো প্রকল্পচক্রে CRM-এর অধীনে সকল কর্মকাণ্ড এবং গৃহীত ব্যবস্থা তদারকি করে টেকসই পরিবেশব্যবস্থা অর্জন করা।

৫.২ পদ্ধতি

৩৩৩. CRM-এর কাঠামোর অবয়বের নকশাটি USAID-এর জলবায়ু ঝুঁকি নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনা টুলের মাধ্যমে সংস্থান ও মূল্যায়ন এবং ইউএসএইডের রিসোর্সের সাহায্যে তৈরি করা হয়েছিল। এছাড়া

জলবায়ু ঝুঁকি শনাক্ত ও বিশ্লেষণের পাশাপাশি তার ব্যবস্থাপনার ধরন বাছাইয়ের সময় একটি আধা-আনুষ্ঠানিক প্রশ্নাবলী প্রণয়ন ও তা কাজে লাগানো হয়েছিল। (ছক নং ৯.২)

৩৩৪. যেভাবে ইউএসএইডরে জলবায়ু ঝুঁকি নিরুপণ ও ব্যবস্থাপনা টুল বিষয়টা চিত্রিত করে সেভাবে নিচের চিত্রটি সেভাবে জলবায়ু ঝুঁকি নিরুপণ এবং প্রকল্প উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যবস্থার রূপরেখা তুলে ধরে। প্রকল্প ব্যবস্থাপক ও সহায়ক কর্মীদের অবশ্যই কৌশলগত পর্যায়ে জলবায়ু ঝুঁকি নিরুপণ এবং ম্যানেজমেন্ট পর্যায় থেকে ফিডব্যাক নিয়ে আরম্ভ করতে হবে (যেভাবে সিডিসিএসে বর্ণিত রয়েছে)। পরের ধাপ হলো সঠিক স্তরের বিশদ তথ্য থেকে জলবায়ু ঝুঁকি সাব্যস্ত করে মধ্যম ও উচ্চস্তরের জলবায়ু ঝুঁকি পর্যাপ্তভাবে নিরূপণ করে সে অনুয়ায়ী পন্থা/কৌশল ঠিক করা। নিচের ধাপগুলির মধ্যে রয়েছে জলবায়ু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সুনির্দিষ্ট সমাধান; পরের ধাপ নির্ধারণ; সম্ভবপর হলে জলবায়ু ঝুঁকি স্বীকার করা এবং তার প্রভাব জানানো।

,,,গ্রাফিকস

৮.১.৫.৩ জলবায়ু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

,,,গ্রাফিকস

৮.১.৫.৪ জলবায়ু হুমকি চিহ্নিতকরণ ও তার সুবিধাসমূহ

৩৩৬. এই পর্যায়ে মূল তিনটি কাজ হলো সাম্প্রতিক গুরুতর আবহাওয়ার প্রভাব, সাম্প্রতিক জলবায়ুগত নাজুকতা এবং সংকটপূর্ণ আরম্ভ চিহ্নিত করা।

৩৩৭. নাজুকতা বা Vulnerability-কে সংজ্ঞায়িত করা হয় যে, ‘যে মাত্রায় গিয়ে কোনো ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে বা মানিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়, জলবায়ুর পরিবর্তমানতা ও চরম অবস্থা এর অন্তর্গত।(IPCC 2007).

৩৩৮ আবহাওয়া ও জলবায়ুগত ঝুঁকির পরিণতি থেকে আমাদের রেহাই নেই। একটা ছকে ব্যবসা বা কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে আগেকার এমন আবহাওয়াজনিত ঘটনার তালিকা, তার পরিণতি এবং সেসবের সামাল দেওয়ার প্রক্রিয়ার তালিকাবদ্ধ করা হয়েছে। এর ফলে সাম্প্রতিক আবহাওয়া ও জলবায়ু নাজুকতার পরিলেখ তৈরি করা গেছে। এসব ঘটনার মূল ধাক্কা হলো সেবা দানে বিলম্ব ঘটা, সরবরাহ চেইনে ব্যাঘাত, স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা পরিস্থিতির অবনতি ঘটায় কর্মীদের কর্মঘন্টা কমানো এবং জীবনবীমা দাবি, গ্রাহক ও অংশীজনদের মাঝে নেতিবাচক সংবাদ ও বদনাম যাওয়া এবং সার্বিকভাবে

আয় কমে যাওয়া।

সাম্প্রতিক জলবায়ু প্রবণতা এবং অনুমিত জলবায়ু পরিবর্তন

৩৩৯. আন্তর্জাতিক জলবায়ু পরিবর্তন প্যানেলের (IPCC) পঞ্চম মূল্যায়নী প্রতিবেদনে, বৈশ্বিক ভূমি ও সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রার গড়ের রৈখিক হিসাব দেখাচ্ছে যে ১৮৮০ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে তাপমাত্রা বেড়েছে ০.৮৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড (০.৬৫ থেকে ১.০৬)। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য চিত্র এবং বাংলাদেশে তার সূচক নিয়ে যথেষ্ঠ বিতর্ক ও পার্থক্য রয়েছে। তাহলেও, এই ঐকমত্য রয়েছে যে, বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে এবং বাংলাদেশের পরিস্থিতিও সেদিকেই যাবে। আইপিসিসি তাসত্ত্বেও বৈশ্বিক উষ্ণতার সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে আগেকার কার্বন নিঃসরণ পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশেষ প্রতিবেদনের (SRES) বদলে আরসিপি ব্যবহার করেছে।

৩৪০. ২০৩০-এ তাপমাত্রার অঞ্চলভিত্তিক মৌসুমী পরিবর্তন ও বৃষ্টিপাতের পরিবর্তনের চিত্র হাজির করা হয়েছে **সংযোজনী ১৪-তে।** বিশ্লেষণ দেখাচ্ছে ভবিষ্যতে সব অঞ্চলের তাপমাত্রা বৈশ্বিক প্রবণতার সঙ্গে তাল রেখেই বাড়বে। সুতরাং, হিসাব করে দেখানো সম্ভব যে ২০৩০ সালে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এই দেশের তাপমাত্রা ০.৮ থেকে ১.১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বাড়বে (ছক নং ৯)।

৮.১.৫.৫ জলবায়ু ঝুঁকি নির্ণয়

৩৪১. হুমকি ও সুযোগকে ছয়টি ব্যবসায়িক ক্যাটেগরিতে ভাগ করা হয়েছে: বাজার, প্রক্রিয়া সরঞ্জাম, লোকবল, ভবন ও আর্থিক। জলবায়ু পরিবর্তন থেকে তৈরি হওয়া ভৌত এবং অ-ভৌত, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হুমকি ও সুযোগগুলিও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

বাজার

৩৪২. ব্যবসায়িক প্রতিযোগীরা যেহেতু জলবায়ু পরিবর্তনের কথা চিন্তা না করে বিদ্যমান আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার সংগ্রাম করছে, সেহেতু আরো প্রতিযোগিতাপূর্ণ হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

প্রক্রিয়া

৩৪৩. অনুপযোগী আবহাওয়ার জন্য (বেশি গরম/শীত/ঝড়ো) রক্ষণাবেক্ষণের সময় কমে গেছে।

সরঞ্জাম

৩৪৪. ভারি বৃষ্টিপাত, বন্যা, চরম আবহাওয়ার ঘটনায় সড়ক ও রেলপথে বাধা সৃষ্টি হওয়ায় জ্বালানি/সামগ্রি/স্টক বিতরণে বা বিলি ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়।

লোকবল

৩৪৫. চরমভাবাপন্ন আবহাওয়ার কারণে কর্মীদের কাজে আসা-যাওয়ায় স্বাস্থ্যগত ও নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি হয়।

ভবন

৩৪৬. ভবনসমূহ বৃষ্টিপাত ও ঝড়ের দ্বারা ক্ষতি এড়াতে না পারায় মেরামত ও সরঞ্জাম পুনঃস্থাপনের খরচ বেড়ে যায়।

আর্থিক

ভারি বৃষ্টিপাত ও বন্যার কারণে যে বিলম্ব ঘটে তাতে বছলশেষে রেগুলেটরি জরিমানা দিতে হয়।

ছক নং ৯.২: নগর অঞ্চলের হটস্পট এলাকার মূল ঝুঁকিগুলির আলোকে সিআরএম

৮.১.৫.৬ সিআরএম কাঠামো

৩৪৮. সিআরএম কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হলো মানিয়ে নেওয়ার সক্ষমতা, সুযোগ, জলবায়ুজনিত নাজুকতা মোকাবিলার ভবিষ্যত পরিকল্পনা ইত্যাদি। প্রকল্প থেকে প্রকল্পে এর তারতম্য হতে পারে। একটি সিআরএম কাঠামোর একটি নমুনা **সংযোজনী ১২**-তে দেওয়া হলো।

৮.১.৬ ইএমপি তৈরির ব্যয় প্রাক্কলনের পদ্ধতি

৩৪৯. ইএমপি-তে অন্তর্ভুক্ত কিছু কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আর্থিক দিক জড়িত। ইএমপিতে জলবায়ু নিরসনের ব্যবস্থাগুলির খরচের প্রাক্কলন করতে হবে এবং আর্থিক কর্মকাণ্ডসহ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি) বাস্তবায়ন ব্যয়ের মধ্যে ইএমপি তৈরির প্রস্তুতির অংশ হিসেবে হওয়া খরচ প্রস্তাবিত দরপত্র দলিলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করত হবে। ইএমপির অংশ হিসেবে অনকে কাজ হবে যেগুলোর কোনো বাড়তি সরাসরি খরচ নেই যেমন, যেখানে প্রযোজ্য সেখানে স্থানীয় কর্মশক্তিকে নিয়োজিত করা, উপ-প্রকল্পের যানবাহন ভালভাবে কর্মক্ষম রাখা, পণ্য ও সামগ্রী কম ব্যস্ত সময়ে সরবরাহ করা, জ্বালানী সাশ্রয় করা ইত্যাদি। অন্যদিকে, কিছু কাজের জন্য বাড়তি কিছু খরচ হবে। নির্মাণ ও পরিচালনা উভয় পর্যায়ে পরিবেশের নজরদারিতে কিছু সরাসরি খরচের দরকার হবে। একই সময়ে কিছু সংখ্যক নিরসন পদক্ষেপের (স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা ব্যবস্থাসহ) জন্যও কিছু খরচ যোগ হবে। এর মধ্যে পড়বে সেপটিক ট্যাংক/স্যানিটারি ল্যাট্রিন/বহনযোগ্য টয়লেট বসানো, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংকেতগুলি লাগানো, সচেতনামূলক বার্তা (সংকেত/পোস্টার), গাছ লাগানো ইত্যাদি। ইএমপির খরচ নির্ধারণের ধরন নিচে বর্ণণা করা হলো।

টেবিল ৯-৩: তদারকি কাজের ব্যয় প্রাক্কলনের পদ্ধতি/ভিত্তি

তদারকি:	পরীক্ষণ সংস্থা	
বায়ুর মান (এসপিএম অথবা পিএম১০ অথবা পিএম২.৫)*	বিদ্যমান দর (প্রতি ইউনিট)	
শব্দদূষণের মাত্রা	বিদ্যমান দর (প্রতি দিনে প্রতি ইউনিট)	
পানির মান (pH, রং, তাপমাত্রা, অস্বচ্ছতা, সাসপেন্ডড সলিড, সামগ্রিক ক্ষারত্ব, বিদ্যুৎ পরিবাহিতা, মিশ্রিত অক্সিজেন, বিওডি$_5$/সিওডি, ক্লোরাইড, নাইট্রেট, ফসফেট, ধাতুসমূহ	বিদ্যমান দর (নমুনাপ্রতি)	*পরিবেশ বিভাগ (ডিওই) * বাংলাদেশ প্রযুক্তি ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) * মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনলজি (এমআইএসটি) * বাংলাদেশ কাউন্সিল অব সাইন্টিফিক অ্যান্ড ইনডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (বিসিএসআইআর)
সেপটিক ট্যাংক/স্যানিটারি ল্যাট্রিন/বহনযোগ্য টয়লেট বসানো	বিদ্যমান দর/পিডব্লিউডি'র চলতি দর/এলজিইডির দরসমূহ	
স্বাস্থ্য/নিরাপত্তা সংকেত (আকার ও সংখ্যা	দর/পিডব্লিউডি'র চলতি দর/এলজিইডির দর/মোট টাকা	
সুরক্ষা পোশাক/সামগ্রী	ঠিকাদার কাজ অনুযায়ী আইটেমপ্রতি দর প্রস্তাব করবেন, কাজ অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণ সুরক্ষা সামগ্রীর শর্ত থাকবে	
বৃক্ষরোপণ (রক্ষণাবেক্ষণ/ বেড়াসহ/প্রকল্পকালীণ দেখাশোনা	বিদ্যমান দর (গাছপ্রতি)	

নমুনা পরীক্ষার দরপত্র সংযোজনী ১৪ ও ১৫ তে দেয়া হলো

৮.১.৭ পরিবেশ ব্যবস্থাপনার সাধারণ নীতি

৩৫০ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যপ্রণালী পরিবেশ সমীক্ষা (ইএ) ও তাতে জড়িত প্রক্রিয়ার স্তর নির্ধারণের শর্তগুলো, এই প্রকল্পের অধীন উপপ্রকল্পের ইএ সমীক্ষায় সেসবের পর্যায়ভিত্তিক ধাপ চিহ্নিত করাসহ সেসবের আইনগত চাহিদা ও তাৎপর্য প্রতিষ্ঠা করে।

· ঋণগ্রহীতা (End Borrower)(End Borrower) পরিবেশগত কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষণ এবং তদারকির দায়িত্ব বহন করবেন, যাতে করে সামগ্রিক প্রকল্পের পরিবেশগত কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত থাকে। কর্মসূচীর টিএ ভাগে থাকবে ঋণগ্রহীতা (End Borrower)পর্যায়ে কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষণের সক্ষমতা নির্মাণে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং এই দলিলের সংযোজনীতে দেওয়া টেমপ্লেটের মাধ্যমে যথেষ্ঠ মাত্রায় পরিপূরণ।

· ঋণগ্রহীতা (End Borrower)(End Borrower) সংস্লিষ্ট সরকারি বিধিবিধান (আইন, বিধান, অ্যাক্ট ইত্যাদি)এবং জিসিএফ-এর কর্মসম্পাদন নীতি ও নির্দেশিকা মেনে চলবেন। এইসব শর্ত পালনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে এই ইএমএফ।

· বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ পর্যালোচনা ও সমন্বয়ের জন্য ইএমএফ পরিবেশ বিভাগের (ডিওই)কাছে জমা দেবেন।

· বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ উপ-প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

· সংকটাপন্ন ও সংরক্ষণকৃত এলাকার কাছে বা তার ভেতরে অথবা বিবাদপূর্ণ কিংবা উন্নয়নের জন্য সংরক্ষিত এলাকায় প্রকল্পের কোনো ধরনের কাজ চালানো যাবে না।

· প্রকল্পের অধীনে প্রস্তাবকৃত সব ধরনের কর্মকাণ্ড বিদ্যমান পরিবেশ আচরণবিধি (ইসিপি) মেনে চলবে।

· বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করবে যেন পরিবেশগত সমীক্ষা ডিজাইন কনসালটেন্ট দ্বারা সম্পন্ন করা হয়।

· যথাযথ পরিবেশগত বিবেচনা যথেষ্ঠ মনযোগ পাচ্ছে কিনা সেটা নিশ্চিত করবেন ডিজাইন কনসালটেন্ট। এই পর্যায়ে এসে তাঁরা পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন (ইএমপি) করবেন ব্যয় প্রাক্কলনসহ।

· এলএফআই ও ঋণগ্রহীতা ইএসএমপি অনুযায়ী পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবের নিরীক্ষা করবেন।

৩৫১. প্রতিষ্ঠিত পরিবেশগত পথনির্দেশসহ কমপ্লায়েন্সের জন্য তদারকি কাজ এগিয়ে নিতে, একটি **পরিবেশগত তদারকি চেকলিস্ট (সংযোজনী ৬)** এবং **অর্ধবার্ষিক/বার্ষিক পরিবেশ ও সামাজিক নজরদারি প্রতিবেদনের ছাঁচ (সংযোজনী ৭)** দেওয়া হলো।

৮.২ সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

৮.২.১ সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

৩৫২. স্থানীয় সরকার আইন এবং তথ্য অধিকার আ্ইন (২০১৯) স্বীকার করে যে, অংশীজনেরা উন্নয়ন কর্মসূচির প্রেক্ষিতে তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার চর্চা করতে পারেন। পাবলিক ডোমেইনে তথ্য রাখার বাধ্যবাধকতা সরকারি প্রতিষ্ঠানের রয়েছে। এতে করে বাস্তবায়নকারী অংশীদারদের মধ্যে সক্ষমতার বোধ জন্মায় এবং চেক ও ব্যালান্সের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থা শক্তিশালী হয়। সামাজিক নিরীক্ষা/মূল্যায়ন প্রতিবেদ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাসহ প্রকল্পের তথ্য তাই জনগণের গোচরে রাখতে হবে।

৩৫৩. স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও নাগরিক অংশগ্রহণ্যের স্বার্থে প্রকল্প সামাজিক দায়বদ্ধতার টুলগুলি প্রয়োগ করবে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি শক্তিশালী করার অংশ হিসেবে কাজের এলাকায় প্রকাশ্যে, চোখে পড়ে এমন জায়গায় ব্যয়ের হিসাবসহ সকল তথ্য প্রদর্শিত করা, মূল্যায়ন ও তদারকিতে অংশীজনদের জড়িত করা, এবং পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের স্তর কাজের প্রতিবেদন জানানোর পদ্ধতি সরল করা দরকার। নির্দিষ্ট কিছু ব্যবস্থা সাজাতে হবে, ১) পরামর্শ, প্রতিক্রিয়া এবং ক্ষতিগ্রস্থদের প্রতিকার ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে যাতে সুবিধাভোগীদের দ্বারা চিহ্নিত সমস্যা সম্পর্কে প্রকল্পের কর্মীরা হুশিয়ার হতে পারে, ২) অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা, যাতে করে প্রকল্প সুবধিাভোগীদের চাহিদা পূরণ করতে পারে। এবং ৩) সমস্যা চিহ্নিত করায় অংশগ্রহণমূলক নজরদারি ও মূল্যায়ন।

৮.২ যোগাযোগ ও অংশগ্রহণ কৌশল

৩৫৪. যোগাযোগ ও অংশগ্রহণ কৌশল দ্বিমুখী যোগাযোগকে উৎসাহিত করে। টেকসই জ্বালানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি গ্রহণের পাশাপাশি বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে ওয়াকিবহাল হওয়ার মাধ্যমে দক্ষতা ও জ্ঞান বিনিময় করে।

৩৫৫. যোগাযোগ ও অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ায় থাকবে ১)তথ্যপ্রকাশ ও পরামর্শ সভা, ২) পরিকল্পনা, নকশা ও বাস্তবায়নের সময় প্রয়োজনভিত্তিক মাঠ সফরের ব্যবস্থা। সুবিধাভোগী বাছাই, প্রকল্প নকশা ও

বাস্তবায়নের সময় পরামর্শ সভা থেকে আসা প্রতিক্রিয়াকে যথাযথ বিবেচনায় নিতে হবে।

৩৫৬. সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণ এবং তাদের পরামর্শ থেকে পাওয়া প্রতিক্রিয়া হবে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে জ্বালানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর কার্যকারিতার সাফল্যের চাবিকাঠি।

৮.২.৩ অভিযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা

সামাজিক সমস্যা এবং প্রকল্পের কমপ্লায়েন্স ভাঙ্গা বিষয়ে যেকোনো অভিযোগের প্রতিকার যাতে জিসেএফ-এর সামাজিক সুরক্ষা নীতি অনুযায়ী হয় তার প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএম) জিজ্ঞাসাগুলির জবাব দেবে, পরামর্শ নেবে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রকল্প-নকশা ও মূল্যায়ন এবং সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব বিষয়ে কোনো অনিয়ম ও গৃহীত ফ্রেমওয়ার্কের কোনো গাইডলাইনের বিচ্যুতি বষয়ে যেকোনো অভিযোগ ও অসন্তোষের প্রতিকার করবে।জিআরএম বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ার কাঠামো এবং অভিযোগের প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ক কাঠামো ১১ নং অনুচ্ছেদে বর্ণনা করা আছে।

৯ সক্ষমতাবৃদ্ধি ও কমপ্লায়েন্স সুরক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি

৯.১ কমপ্লায়েন্স সুরক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি

৩৫৭. কার্যকরভাবে কমপ্লায়েন্স এবং ইএসএমএফ-এর অধীনে দেওয়া শর্তাবলী (এর মধ্যে রয়েছে উন্নত ইএসএমপির আলোকে কমপ্লায়েন্স তদারকি) পালনের নজরদারির স্বার্থে জোরদার প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন থাকতে হবে। থাকতে হবে দুই ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ): একটা হবে এলএফআই-দের জন্য এবং অন্যটি হবে শেষ গ্রহীতার।

স্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ:

৩৫৮. পিআইইউ-এ থাকবে ৫-১০ সদস্য। কমিটি গঠিত হবে এলএফআই-দের নিয়ে, যাঁদের থাকবে সামাজিক, পরিবেশ ও জেন্ডার সমস্যা সম্পর্কে ধারণা। এছাড়া, পিআইইউ-কে নারী-পুরুষ ভারসাম্য রাখতে হবে এবং নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এলএফআই বাংলাদেশ ব্যাংকের ‘গাইডলাইন ফর গ্রিন ব্যাংকিং’ অনুসরণ করে, যার অংশ হলো পরিবেশ সুরক্ষা, পরিবেশগত দায়দায়িত্ব, নবায়নযোগ্য এবং পুনপ্রক্রিয়াজাত সামগ্রি ব্যবহার, জ্বালানী সাশ্রয়, সুবিধাদানের সুচিহ্নিত পরিকল্পনার বাধ্যবাধকতা, বোর্ডের কাঠামো ও গঠন, সর্বোচ্চ

সরকারি কাঠামোর সদস্যদের যোগ্যতা, সুশাসন কাঠামোর মেয়াদ, স্বার্থের সংঘাত ইত্যাদি। এভাবে এলএফআই-এর তাদের সাংগাঠনিক কাঠামোয় থাকতে হবে পরিবেশ, সমাজ, জেন্ডার ইস্যু দেখার সক্ষমতা।

ঋণগ্রহীতা (End Borrower):

৩৫৯. ঋণগ্রহীতাদের বেলায়, পিআইইউ-তে থাকবে ৪-৫ জন সদস্য। পিআইইউ প্রধান ঠিক করা যেতে পারে জেনারেল ম্যানেজার পর্যায় থেকে। মানবসম্পদ বিভাগের প্রতিনিধির দায়িত্ব থাকবে সামাজিক কমপ্লায়েন্স, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিভাগের প্রতিনিধির দায়িত্ব থাকবে অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে। জ্বালানি সাশ্রয়ের বিষয় দেখবেন কারিগরি প্রতিনিধি। পিআইইউ যদি সামাজিক ও পরিবেশগত মূল্যায়নে সমস্যা বোধ করে তাহলে তারা কারিগরি সহায়তা নেবে এলএফআই-দের থেকে। প্রতিটি উপপ্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত থাকবে তদারকি ও মূল্যায়নের পরিকল্পনা, যাতে করে কাজ যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়।

৩৬০. প্রতিষ্ঠানের ভেতর থেকেই লোকবল নেওয়া যদিও কাংখিত, ঋণগ্রহীতা (End Borrower)অভ্যন্তরীণ টিমের বদলে সামাজিক ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনায় (এর অন্তর্গত হলো প্রভাব নিরুপণের দায়িত্ব, ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবংসামাজিক ও পরিবেশ পরিকল্পনার সঙ্গে মিলিয়ে কমপ্লায়েন্স মনিটিরিং পরিচালনা) প্রমাণিত অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন কোনো বাইরের এজেন্সিকে নিযুক্ত করতে পারে।

৩৬১. ওই টিম ইএসএমএসতে বর্ণিতি পরিবেশ ও সামাজিক ইস্যুর জন্য ক্ষেত্রে-নির্দিষ্ট নির্দেশক তৈরি করবে এবং প্রতিটি নির্দেশকের বেজলাইন ভ্যালু সংগ্রহ করবে। (তদারকি ও মূল্যায়ন পরিকল্পনার একটি নমুনা সংযোজনীতে দেওয়া হবে)। অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক ভিত্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ে একটি তদারকি প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে।

৯.২ তদারকি, মূল্যায়ন ও রিপোর্টিং

৩৬২. স্বীকৃতি নিরসন পদক্ষেপ বাস্তবায়নের অগ্রগতি লক্ষ্য রাখতে ইএসএমপি তদারকি প্রয়োজন। এটা করতে হবে অর্ধবার্ষিক/বার্ষিক ভাবে এবং **সংযোজনী ৬** তে বর্ণিত পরিবেশ ও সামাজিক তদরাকি চেকলিস্টের মানদণ্ড অনুসারে।

৩৬৩. উপ-প্রকল্পের পিআইইউ স্তর ইএসএমপি বাস্তবায়নের তদারকির দায় বহন করবে। পরিবেশ ও সামাজিক নজরদারি টিম বা দলের কাছে প্রত্যাশিত কাজের তালিকা নিচে বর্ণিত হলো:

১. এই দল পরিবেশ ও সামাজিক নিরীক্ষণ, যাচাইকরণ, নিরসন পদক্ষেপ এবং খরচের পর্যালোচনা করবে।

২. এই দল তাদের কাজের চুক্তির শুরুতেই উপপ্রকল্প বাস্তবায়নে বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে বসে সংক্ষিপ্ত পরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি বিষয়ে নির্দেশিকা বানাবে।

৩. নিয়মিতভাবে ইএমপি নির্দেশিত শর্তগুলো দেখভাল করবে। মাঠ পর্যায়ে তদারকির নজরতালিকা বা চেকলিস্টের ধরন **সংযোজনী ৭** এ দেওয়া হলো।

৪. **সংযোজনী ৭** এ দেওয়া ছাঁচ অনুযায়ী পরিবেশ ও সামাজিক কমপ্লায়েন্স পালন বিষয়ে সার্বিক অগ্রগতি বিষয়ে অর্ধবার্ষিক/বার্ষিক প্রতিবেদন জমাদান।

৫. স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের তদারকি, সামাজিক নিরীক্ষণ এবং প্রভাবের পর্যালোচনা, প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া, এবং ইএসএমপি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

৬. প্রকল্পে অগ্রগতি প্রতিবেদনে পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ধারণা যোগ করবেন।

৭. বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ যদি কোনো স্বাধীন নজরদারি দলকে নিয়োজিত করে থাকে, তবে তাদের কাছে যেমন, তেমনি জিসিএফের পর্যায়ক্রমিক মিশনের কাছেও সামাজিক ও পরিবেশগত ইস্যু সম্পর্কিত ব্যাখ্যা দেবে।

৩৬৪. এলএফআইগুলি উপপ্রকল্পের কর্মকাণ্ডের পর্যায়ক্রমিক তদারকির ব্যাপারে, প্রতিবেদন সংগ্রহ করা এবং হঠাৎ হঠাৎ কারখানা পরিদর্শনের বিষয়ে দায়বদ্ধ থাকবে। তদারকির সময়ে এলএফআইগুলি জিসিএফের মাপকাঠির আলোকে শ্রমিকদের অধিকার ও কর্মপরিবেশ বিষয়ক সমস্যাগুলিও পর্যালোচনা করবে। যদি এর থেকে কোনো বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়, তাহলে এলএফআইগুলি ব্যবস্থা নিতে পরামর্শ

দেবে। এছাড়া, এলএফআইগুলি দেখবে যে নির্দিষ্ট কিছু মান তাদের সরবরাহকারীরা সমস্যাজনক শ্রমের ধরন ও পরিবেশগত নিয়ামকগুলি গ্রাহক পর্যায়ে রক্ষা করছে কিনা।

৩৬৫. চিত্র নং ১০-১ এ কমপ্লায়েন্সের শর্ত নিশ্চিতে প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজনের একটি ডায়াগ্রাম দেখানো হলো।

ডায়াগ্রাম////////////////

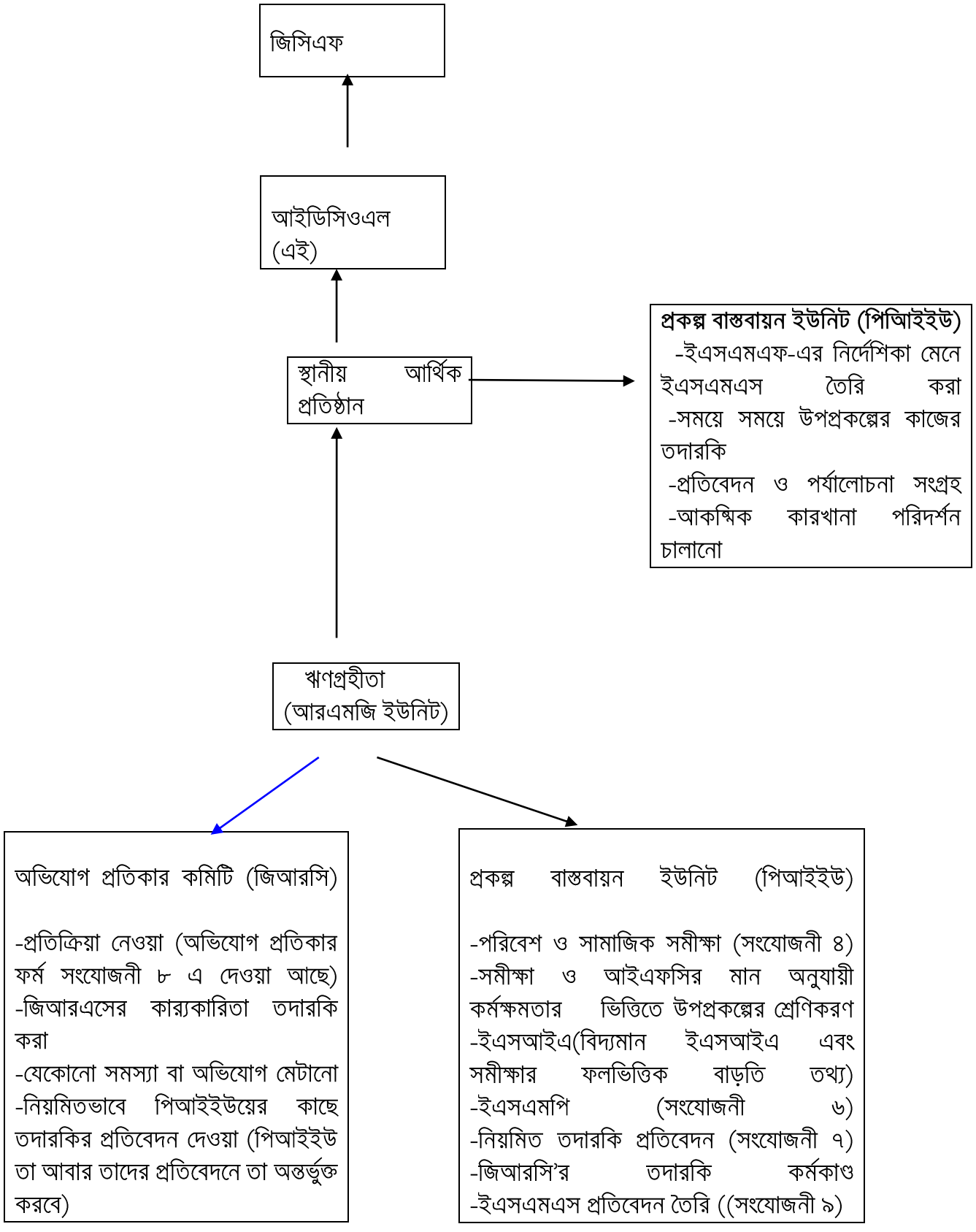

চিত্র নং ১০-১ এ কমপ্লায়েন্সের শর্ত নিশ্চিতে প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন

৯.৩ প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা তৈরির আবশ্যকীয় উপাদান

৩৬৬. পরিবেশগত বেইজলাইনের জন্য মাঠ সফরের সময় দেখা গেছে যে, আরএমজি ইউনিটের কর্মকর্তাদের পরিবেশগত মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনার সঙ্গে কোনো পরিচয় নেই। ইএসএমএফ অনুযায়ী যেহেতু কমপ্লায়েন্স পালিত হচ্ছে কিনা তা দেখার দায়িত্ব ঋণগ্রহীতার কর্মকর্তাদের, সেহেতু প্রতিষ্ঠানের ভেতর থেকেই এ ধরনের কাজের সক্ষমতা তৈরি করা দরকার।

৩৬৭. ইএসএমপি'র সঙ্গে মানানসই কমপ্লায়েন্সের কার্যকর তদারকি ও মূল্যায়নে ঋণগ্রহীতার সক্ষমতা তৈরির জন্য কারিগরি সহায়তা (টিএ) কর্মসূচী হাতে নিতে হবে। টিএ-এর অংশ হিসেবে নিয়ন্ত্রণ কাজের জন্য আবশ্যকীয় উপাদান এবং পরিবেশগত প্রভাব এবং মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া সরবরাহ করা হবে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে, তদারকি নির্দেশনা (TEMPLATES) এই দলিলের সংযোজনীতে দেওয়া হয়েছে। তা একইসঙ্গে তার ব্যাখ্যা এবং কীভাবে টেমপ্লেট পূরণ করতে হবে তার পদ্ধতিও বলে দেওয়া হবে।

৯.৪ প্রকাশ ও তথ্যের সুযোগ

৩৬৮. এর মধ্যে থাকতে পারে উপপ্রকল্প/পার্শ্ব কর্মকাণ্ডের সুরক্ষাবিধির জন্য তথ্য প্রকাশের পদ্ধতি। এটা হবে এই ও জিসএফের তথ্য উন্মোচন নীতির পাশাপাশি উপপ্রকল্পগুলির তথ্যপ্রকাশ বিষয়ে জিসিএফের পরিবেশগত ও সামাজিক নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। জিসিএফের নীতি অনুসারে এ/বি শ্রেণির উপপ্রকল্পের বেলায় ইএসআইএ এবং পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএসএমপি) আগাম প্রকাশ করা হবে অনুমোদনকারী কতৃপক্ষের সিদ্ধান্তের কমপক্ষে ১২০/৩০ দিন আগে। সুরক্ষাবিধির তথ্য একইসঙ্গে ইংরেজি ও স্থানীয় ভাষায় সহজলভ্য করতে হবে। জিসিএফের কাছে যে প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে তা ইলেকট্রনিক লিংকের মাধ্যমে জিসিএফকে পেতে হবে একইসঙ্গে এই (AE) ও জিসিএফ-এর ওয়েবসাইট থেকে। পাশাপাশি জিসিএফ-এর তথ্য উন্মোচন নীতি এবং জিসেএফের পরিবেশ ও সামাজিক নীতির অনুচ্ছেদ ৭.১ (তথ্য উন্মোচন) অনুযায়ী স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের আওতার মধ্যে এসব তথ্য রাখতে হবে।

৩৬৯. পিইইউ-র দায়িত্ব হবে ইএসআইএ ও ইএসএমপি প্রতিবেদন বাংলায় সারাংশকৃত করা এবং সকল সংস্লিষ্ট অংশীজনদের মাঝে তা পৌঁছে দেওয়া। ইংরেজি (সম্পূর্ণ সংস্করণ) ও বাংলা (সারাংশকৃত

অংশ) কপি জনগণের জন্য সহজলভ্য করা হবে একইসঙ্গে এই ও জিসিএফ ওয়েবসাইট এবং অন্য যে কোনো উপযুক্ত অনলাইন পাবলিক প্লাটফর্মে। বাস্তবায়ন পর্যায়ে পর্যায়ক্রমিক তদারকি প্রতিবেদন ওপরে বর্ণিত প্রক্রিয়ায় জনসাধারণের জন্য প্রকাশ্য ও সহজলভ্য রাখতে হবে।

১০. অংশীজনদের সঙ্গে পরামর্শ

৩৭০. তথ্যের সুযোগদান এবং পরামর্শের লক্ষ্য হলো উপপ্রকল্পের তথ্য সকল অংশীজনদের কাছে বিশেষ করে উপ-প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের (পিএপি) কাছে নিয়মিতভাবে সরবরাহ করার মাধ্যমে জনসচেতনতা বাড়ানো। পাশাপাশি এর মাধ্যমে অংশীজনেরা যাতে প্রকল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে মতামত ও উদ্বেগ জানাতে পারে। অংশীজনদের মতামত ও পরামর্শ উপপ্রকল্পের কার্যকর পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে থাকে। এটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ যেমন বাড়ায়, তেমনি এটা ক্ষতিগ্রস্থ কিংবা ক্ষতগ্রস্থ হতে পারে এমন ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং সংগঠনের মধ্যে বোঝাপড়ার পরিবেশ চাঙা করে।

১০.১ পরামর্শের লক্ষ্য

৩৭১. কার্যকর পাবলিক আলোচনা এবং তথ্যপ্রাপ্তির সুযোগ পরিকল্পনা (পিসিএআইপি) তৈরি করা দরকার। পিসি প্রণয়ণের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হলো:

- প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে অংশীজনদের মধ্যে উপ-প্রকল্প সম্পর্কে অবহিত করা।
- পরিবেশগত ও সামাজিক উদ্বেগ/প্রভাবকে আমলে নেওয়া এবং অংশীজনদের মতামত/পরামর্শ সম্পর্কে অবহিত হয়ে সে অনুযায়ী প্রতিকারের পন্থা বের করা।
- উপপ্রকল্পের পক্ষে ব্যাপক কমিউনিটি সমর্থন তৈরি করা ও তা নথিবদ্ধ রাখা।
- আগ্রহী পক্ষগুলির মধ্যে যোগাযোগ বাড়ানো, এবং
- আনুষ্ঠানিক অভিযোগ প্রদান/সমাধান প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করা।

৩৭২. প্রকল্পের অধিকতর নকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পর্যায়েও এ ধরনের পরামর্শ সভা আয়োজন করা চালাতে হবে। ইএমপি প্রণয়নের সময় যদি তা করা হয়ে থাকে তবে উপপ্রকল্প নির্বাচন, পরিবেশ সমীক্ষা ও মূল্যায়ন পর্যায়েও এটা চালাতে হবে ন্যুনতম ভাবে চলবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের সমগ্র সময়ে অংশগ্রহণমূলক পরামর্শ এবং কার্যকর প্রতিক্রিয়া আদায় ও তথ্য উন্মোচনের একটি বিশদ কাঠামো বিকশিত করতে হবে এবং তা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় জড়িত করতে হবে।

১০.২ পরামর্শ প্রক্রিয়া

৩৭৩. কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করতে হলে অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ার কৌশল নির্বাচনই হলো পরিকল্পনা ও অংশগ্রহণ কর্মসূচীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ। উপপ্রকল্পের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়বে আরএমজি ইউনিটের কর্মচারিদের ওপর। এজন্য নিম্নবর্ণিত অংশগ্রহণ কৌশল অবলম্বন করতে হবে:

· উপপ্রকল্প পর্যায়ে দুটি অংশীজন পরামর্শ সভা দরকার, যাতে জড়িত হবেন আরএমজি ইউনিটের কর্মচারিরা।

· প্রকল্প এলাকায় কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, অংশীজনদের তা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করতে এবং প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে এর ব্যবহারকারদের মতামত নিতে তাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে যোগাযোগের মাধ্যমে তথ্যপ্রদান ও তথ্য প্রচার কৌশল অবলম্বন করতে হবে।

· প্রকল্পের বিভিন্ন উপাংশকে মাথায় রেখে আসন্ন প্রকল্প সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি) চালাতে হবে। পাশাপাশি অন্যদের মতামত, চাহিদা এবং প্রকল্পের বিভিন্ন ভাল ও মন্দ দিক বিষয়ে তাদের অগ্রাধিকার বুঝতে হবে।

· ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে (এফজিডি) অবশ্যই বিভিন্ন রকমের ও ক্ষেত্রের পেশার অংশীজনের এবং আরএমজির শ্রমিক ও সংস্লিষ্ট শিল্পকারখানা, ব্যবসায়ী ব্যক্তিবর্গ, নাজুক জনগোষ্ঠী (নারী এবং সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী) আর সংস্লিষ্ট কারখানাগুলির কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী ব্যক্তিত্ব, ঝুঁকিতে থাকা গোষ্ঠীর (নারী ও আদিবাসী ইত্যাদি) প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে।

১১. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএম)

৩৭৪. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএম) এক মূল্যবান হাতিয়ার, এটা ব্যবহার করে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষ উপপ্রকল্পের কর্মকাণ্ডের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব সম্পর্কিত উদ্বেগ অনুমানযোগ্য, স্বচ্ছ, এবং বিশ্বাসযোগ্য প্রক্রিয়ায় জানাতে পারে। পরিণতিতে এর সুষ্ঠু, কার্যকর এবং টেকসই ফল পাওয়া যায়।৩৭ জিআরএম প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের কাছে সাড়া দেওয়ার দক্ষতা এবং জবাবদিহির স্তর উন্নত করতে, তাৎক্ষণিক অভিযোগ এবং প্রতিক্রিয়া আমলে নিতে তা প্রক্রিয়াজাত করার পাশাপাশি সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং অংশীজনদের সঙ্গে মিলে সেসবের সমাধান খোঁজার বিষয়টি নিশ্চিত করে। স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জিআরএম প্রকল্পের ওইসব ঝুঁকি হ্রাস করতে চায় যা হয়তে অনিচ্ছাকৃতভাবে নাগরিক/উপকারভোগীদের ওপর কুপ্রভাব ফেলে। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়াজ্ঞাপক প্রক্রিয়া হিসাবে কাজ করে যা উপ-প্রকল্পের প্রভাবগুলিকে উন্নত করতে সহায়তা করতে পারে।

৩৭৫. অভিযোগের প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএম) এর থাকতে হবে একগুচ্ছ সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এর হস্তক্ষেপের জন্য থাকতে হবে সু-সংজ্ঞায়িত সুযোগ:

· জিআরএম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা কী?

· স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে জিআরএমের কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করা হচ্ছে?

· জিআরএম-এ কোন কোন বিষয় আমলে নেওয়া দরকার?

৩৭৬. জিসিএফের দৃষ্টিভঙ্গি হলো জিসিএফ, স্বীকৃত কতৃপক্ষ, এবং কর্মকাণ্ডের স্তরে অভিযোগ এবং সেসবের সমাধানের সুযোগ তৈরি করা:

৩৭৭. জিসিএফ স্তর: জিসিএফ পর্যায়ে, স্বাধীন প্রতিকার ব্যবস্থা মানুষের অভিযোগের কথা শুনবে। হয়তো তারা জিসিএফ-এর অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্প বাস্তবায়নের সম্ভাব্য ব্যর্থতার শিকার। জিসিএফের কাজ চালাবার নীতি ও পদ্ধতি, যার মধ্যে ইএসএস মান ধরে রাখার চেষ্টা। স্বাধীন প্রতিকার ব্যবস্থার কাছে কোনো অভিযোগ দাখিল করলে, যথাযোগ্য কতৃপক্ষ স্বাধীন প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিসিএফের সঙ্গে সহযোগিতা করবে।

৩৭৮. দাযিত্বপ্রাপ্ত বা অনুমোদিত কর্তৃপক্ষের স্তর *(Accredited Entity Level)* : জিসিএফ চায় দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকেরা জিসিএফের অর্থায়নে চালানো কাজকর্মের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ কিংবা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে এমন স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে দুর্ভোগ ও তার প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পর্কে তিন পর্যায়ে ওয়াকিবহাল করবে। অংশীজনদের সাথে জড়িত হবার প্রক্রিয়ার প্রথম সুযোগেই তা করবে বোধগম্য ভাষায় ও বোধগম্য ধরনে। অভিযোগ পাঠানোর খুঁটিনাটির মধ্যে রয়েছে যোগাযোগের তথ্য এবং যথাযথ প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে এসব গৃহীত হবে। যথাযথভাবে স্বীকৃত কতৃপক্ষ আবার তা জনগণের মধ্যে এবং এর সঙ্গে জড়িত অন্যান্য সংস্থাগুলির মধ্যে তা ছড়ানো হবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কতৃপক্ষের দায়িত্ব হলো, আসলেই কার্যস্তরে অভেযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা আছে কিনা তা নিশ্চিত করা এবং কার্যস্তরে যথাযথ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে।

যদি দায়িত্বপ্রাপ্ত কতৃপক্ষ যদি অন্তর্বর্তীকালীন কাজে রত থাকে, তাহলে তাদের বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষকে দিয়ে কার্যস্তরে প্রতিকার-ব্যবস্থার প্রয়োজন পূর্ণ করা, যার সম্পর্কে এই অধ্যায়ে বলা হয়েছে। পাশাপাশি এর নিজস্ব প্রতিকার ব্যবস্থার দায়িত্বও দরকারি নিষ্ঠা নিয়ে করতে হবে।

৩৭৯. কার্যস্তর: জিএসএফের ইএসএস মান পরিবেশ ও সামাজিক বিষয়ে কার্যস্তরে হাজির হওয়া জিসিএফ-এর অর্থায়নে চলা কর্মকাণ্ডে উদ্ভুত হওয়া সমস্যা ও অভিযোগগুলির সমাধানে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার জন্য যা যা করা দরকার তা বাস্তবায়নে সাহায্য করবে। এই উপায়গুলি চাইবে অভিযোগগুলির প্রতিকার এমনভাবে করবে যা অভিযোগকারী ও অন্যান্য সংস্লিষ্ট পক্ষগুলির জন্য সন্তোষজনক হবে। আর সেটা চিহ্নিত করা হবে এই পর্যায়ে অভিযোগের ধরন দিয়ে।

৩৮০. জিসিএফ স্বীকার করে যে, উপপ্রকল্প পর্যায়ের অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা থেকে অভিযোগের আশু ও কার্যকর প্রতিকার আসতে পারে এবং তা যেখানে সম্ভব সেখানে এই ব্যবস্থার সহায়তা নিতে উৎসাহ দেয়। এই স্বীকৃতি কোনওভাবেই অভিযোগকারীদের জিসিএফ-এর স্বাধীন প্রতিকার ব্যবস্থাপনার সরাসরি সুযোগ নেওয়াকে সীমিত করে না। যেসব ব্যক্তি দাবি করেন যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের নিজস্ব নীতিমালা ও পদ্ধতির সঙ্গে যায় না এমন কার্যকলাপের দ্বারা তাঁরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন, তাদের উচিত দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাগুলির নিজস্ব অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার অথবা যারা কার্যস্তরে নিয়োজিত তাদের শরণাপন্ন হওয়া, এবং/অথবা আলাদাভাবে যদি হয় তবে প্রকল্প বা কার্যস্তরে তার ব্যবস্থা রাখা। অনুমোদিত বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হলো এটা চাওয়া ও নিশ্চিত করা যাতে তাঁদের অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা এবং ক্রিয়াকলাপের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এমন কার্যকরভাবে, দক্ষতা সঙ্গে, বৈধভাবে, এবং স্বাধীনভাবে ক্রিয়াশীল যে তা সুগম, ন্যায়সঙ্গত, অনুমানযোগ্য, স্বচ্ছ, অধিকারভিত্তিক এবং তা অবিরাম শেখার সুযোগ করে দেয়।

৩৮১. অনুমোদিত সংস্থা এবং/অথবা কার্যনির্বাহী সংস্থাগুলির ক্রিয়াকলাপ ঝুঁকি ও প্রভাবের নিরিখে পরিমাপ করা উচিত। প্রক্রিয়াটি একটি সুগম, সুষ্ঠু, স্বচ্ছ এবং গঠনমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৎক্ষণাত অভিযোগগুলির সমাধান সহজতর করবে। এটি সাংস্কৃতিকভাবে যথাযথ এবং সহজেই সুগম্য হবে, জনসাধারণের হবে নিখরচা এবং অভিযোগ বা সমস্যা উত্থাপনকারী ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সমাজের সম্প্রদায় এজন্য প্রতিশোধের শিকার হবে না। এই ব্যবস্থা জিসিএফ-এর নিজস্ব প্রতিকার ব্যবস্থার সুযোগ নেওয়ার পথে বাধা হবে না, দেশে বিদ্যমান কোনো প্রশাসনিক বা বিচারিক প্রতিকারের প্রতিবন্ধক হবে না। এর মাধ্যমে এটাই অবগত করা হয় যে, স্থানীয়কৃত ব্যবস্থা আরও জোরালো তথ্য যুগিয়ে দিতে পারে এবং মাঠ পর্যায়ের বাস্তব প্রেক্ষিত আরও ভালো ভাবে তুলে আনতে পারে। এই প্রক্রিয়া বিচারের আওতার বাইরের প্রতিকার ব্যবস্থার কার্যকারিতা আরও বাড়াতে। জাতিসংঘের ব্যবসা নীতিমালা ও মানবাধিকারে দিকনির্দেশনা আমলে নিয়ে চলবে।

৩৮২. এই প্রকল্পে ঋণগ্রহীতা নিশ্চিত করবে যে অভিযোগের সমাধানের পদ্ধতি যথাযথভাবে রয়েছে এবং অভিযোগগুলি যথাযথভাবে দেখা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়াটি পর্যবেক্ষণ করবে। ঋণগ্রহীতা উপ-প্রকল্প সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর এবং উপ-প্রকল্পের যে কোনও দিক; যার মধ্যে রয়েছে প্রকল্পের পরিবেশ ও সামাজিক প্রভাবগুলির মূল্যায়ন ও প্রশমন সম্পর্কিত ভিন্নমত, তা সম্পর্কে অভিযোগ, বিবাদ ও ক্ষোভবিক্ষোভ সমাধানের জন্য একটি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করবে। সাধারণত অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটিগুলি (জিআরসি) দুটি ধরনের হয়ে থাকে (i) আপিল করার জন্য আনুষ্ঠানিক আদালত এবং (ii) স্থানীয়ভাবে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য গঠিত জিআরসি। দ্বিতীয়টি সমস্যাটি পুরোপুরি এড়াতে না পারলেও তা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনতে পারে। জিআরসি অভিযোগ ও অভিযোগের যথাযথ উপস্থাপনার পাশাপাশি নিরপেক্ষ শুনানি এবং স্বচ্ছ সিদ্ধান্তের বিষয়টি নিশ্চিত করবে। জিআরসিগুলি প্রতিটি ঘটনার/ মামলার যোগ্যতা তথা মেরিট নিয়ে আলোচনার জন্য নিয়মিতিভাবে সভায় বসবে এবং শুনানির তারিখ নির্ধারণ করবে। শুধু তাই নয়, ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের তাঁদের দাবির /আপত্তির প্রমাণ হিসাবে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে অবহিত করবে; অভিযোগ প্রাপ্তির এক মাসের মধ্যে অভিযোগগুলি সমাধান করবে। জিআরসির কার্যক্রম সম্পর্কিত অতিরিক্ত বিবরণ এসএমএফ-এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

১১.১ জিআরএমের উদ্দেশ্যসমূহ

৩৮৩. জিআরএমের কাঠামোটির নকশা এমনভাবে ডিজাইন করা হবে যে এটি -

· সকল সমস্ত অংশীজনদের মন্তব্য / উদ্বেগ ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ তৈরি করুন। প্রকল্পটি অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রকল্প নকশা, এবং সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাবগুলি মূল্যায়ন ও প্রশমিতকরণের জন্য এই কাঠামোয় গৃহীত নির্দেশিকাগুলির প্রয়োগে যে কোনও অনিয়ম সম্পর্কে সকল জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়া, পরামর্শ গ্রহণ করা এবং অভিযোগ ও বঞ্চনার

প্রতিকারে অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া (জিআরএম) প্রতিষ্ঠা করবে।

· মন্তব্য, প্রতিক্রিয়া এবং অভিযোগ সামলাতে একটি কাঠামোবদ্ধ ব্যবস্থা এবং প্রক্রিয়াটির কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণের সুযোগ করে দেবে। ঐকমত্যের ভিত্তিতে এই প্রক্রিয়াটি সমস্যা /দ্বন্দ্ব আপস-মীমাংসার মাধ্যমে এবং দ্রুত সমাধানে সহায়তা করবে, যাতে করে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিরা ব্যয়বহুল, সময় সাপেক্ষ আইনী পদক্ষেপের বিড়ম্বনা থেকে রেহাই পান। তাহলেও পদ্ধতিটি অবশ্য কোনও ব্যক্তির আইনের দ্বারস্থ হওয়ার সুযোগ আগাম বন্ধ করে না।

• মন্তব্য, প্রতিক্রিয়া এবং অভিযোগগুলির স্বচ্ছতা এবং পুরো ব্যাপারটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা নিশ্চিত করবে। এক্ষেত্রে প্রতিটি উপ-প্রকল্পের ক্রিয়াকলাপের জন্য একটি অভিযোগ প্রতিকার কমিটি (জিআরসি) গঠন করা হবে এবং তাকে উপ-প্রকল্প স্তরে সমস্ত পরামর্শ এবং অভিযোগ নিয়ে কাজ করা জন্য ক্ষমতায়িত করা হবে।

১১.২ অভিযোগ প্রতিকার কমিটি (জিআরসি) এবং ফোকাল পয়েন্ট

৩৮৪. প্রতিটি উপ-প্রকল্পের কর্মএলাকায় অভিযোগ প্রতিকার কমিটি (জিআরসি) গঠন ও প্রতিষ্ঠা করা হবে। ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি যতে তাৎক্ষণিক সাড়া পেতে পারে তার জন্য অভিযোগ-গ্রহণ কেন্দ্রে লিখিত অভিযোগ বা পরামর্শ দেওয়া যাবে এবং জিআরসি সভায় তা শুনানি করে সমাধানের জন্য উপস্থাপন করা হবে। ব্যবস্থাপক পর্যায়ের ৩-৫ জন সদস্য নিয়ে এবং শ্রমিকদের থেকে ২ জন প্রতিনিধি (একজন পুরুষ এবং একজন নারী নিয়ে জিআরসি গঠন করা হবে। এই জিআরসি নিয়মিতভাবে এলএফআই এবং আইডিসিএল-এর কাছে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য দায়বদ্ধ থাকবে।

১১.৩ অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া

৩৮৫. আরএমজি ইউনিটের সমস্ত অভিযোগ ও পরামর্শগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে জিআরসি'র সদস্য সচিবের দ্বারা গৃহীত হবে। অভিযোগগুলি মূলত জিআরসি ফোকাল পয়েন্টের মাধ্যমে প্রেরিত হবে, তবে আক্রান্ত ব্যক্তিরাও অভিযোগ দায়ের করতে পারেন এবং সরাসরি সদস্য

সচিব বরাবর পরামর্শ দিতে পারেন। অভিযোগ গ্রহণের একটি ছাঁচ বা ফর্ম্যাট দেওয়া হয়েছে সংযোজনী ৪ এ।

৩৮৬. সদস্য সচিবের কার্যালয়ে একটি অভিযোগ নিবন্ধন রেজিস্টার বা ইনটেক রেজিস্টার রাখা হবে। ইনটেক নিবন্ধনে তথ্য কলামে থাকবে (i) কেস নং, (ii) প্রাপ্তির তারিখ, (iii) অভিযোগ/ক্ষতির নাম/ধরন, (iv) লিঙ্গ পরিচয়, (v) পিতার নাম/স্বামীর নাম, (vi) অভিযোগকারী ব্যক্তির সম্পূর্ণ ঠিকানা, (vii) প্রধান অভিযোগ (জমি / সম্পত্তি বা স্বত্তাধিধিকারের ক্ষতি), (viii) অভিযোগের বিস্তারিত বর্ণনা, (ix) দালিলিকি প্রমাণসহ প্রত্যাশার কথা এবং অনুরূপ অভিযোগের পূর্ববর্তী রেকর্ড।

৩৮৭. অভিযোগকারীরা কোনো জিআরসি সদস্যের সঙ্গে আগেভাগে যোগাযোগ করতে পারবে না। বরং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নির্ধারিত তারিখে আনুষ্ঠানিক শুনানিতে অংশ নিতে জানানো হয়। শুনানির জন্য জিআরসি কমিটির সদস্য সচিব তাঁর কার্যালয়ে জায়গা করে দেবেন এবং ধৈর্য সহকারে অসন্তুষ্ট ব্যক্তির কথা শুনবেন। জিআরসি অভিযোগকারীদের বক্তব্যের মূল দিকগুলি রেকর্ড করবেন এবং অনানুষ্ঠানিক শুনানির সময় জমা দানের জন্য আনা তাদের দলিলিক প্রমাণাদি পরীক্ষা করবে।

৩৮৮. জিআরসি সচিবালয়ে একটি ইরাদা নিবন্ধন খাতা বা রেজ্যুলেশন রেজিস্টার রাখা হবে। রেজ্যুলিউশন রেজিস্টারে থাকবে (i) ক্রমিক নং, (ii) অভযোগের নং, (iii) অভিযোগের নাম, (iv) অভিযোগের বর্ণনা ও প্রত্যাশা, (v) শুনানির তারিখ, (vi) মাঠ তদন্তের তারিখ (যদি থাকে)), (vii) শুনানি এবং মাঠ তদন্তের ফলাফল, (viii) জিআরসির সিদ্ধান্ত, (ix) অগ্রগতির প্রতিবেদন (মুলতুবি বা সমাধান) এবং (x) চুক্তি বা প্রতিশ্রুতি। পাশাপাশি ক্লোজিং রেজিস্টারও ব্যবহার করা হবে। ক্লোজিং রেজিস্টারে থাকবে যেমন, (i) ক্রমিক নং, (ii) কেস নং, (iii) অভিযোগের নাম, (iv) অভিযোগের সিদ্ধান্ত ও প্রতিক্রিয়া, (v) যোগাযোগের ধরন এবং যোগাযোগ মাধ্যম (vi) সমাপ্তির তারিখ, (vi) অভিযোগের সন্তুষ্টিবিধান হওয়ার নিশ্চয়তা এবং (vii) পুনরাবৃত্তি এড়াতে ব্যবস্থাপনাগত পদক্ষেপ।

৩৮৯. ঐকমত্যের ভিত্তিতে এই প্রক্রিয়াটি সমস্যা /দ্বন্দ্ব আপস-নীমাংসার মাধ্যমে এবং দ্রুত সমাধানে সহায়তা করবে, যাতে করে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিরা ব্যয়বহুল, সময় সাপেক্ষ আইনী পদক্ষেপের বিড়ম্বনা থেকে রেহাই পান। তাহলেও পদ্ধতিটি অবশ্য কোনও ব্যক্তির আইনের দ্বারস্থ হওয়ার সুযোগ আগাম বন্ধ করে না সংশ্লিষ্ট জিআরসি-র আহ্বায়কের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি করার ক্ষমতা থাকবে:

• কোনও জিআরসি সদস্য বা অন্য যে কোনও ব্যক্তি অভিযোগ প্রতিকারের আবেদনের ওপর পর্যাপ্ত দালিলিক প্রমাণসহ অভিযোগ প্রতিকারের আবেদন প্রত্যাখ্যানের যে কোনো সুপারিশ বাতিল করুন।

• অভিযোগের আবেদনের সাথে পৃথকভাবে দেওয়া যে কোনও ব্যক্তির যে কোনো সুপারিশ অপসারণ করুন।

• অভিযোগ প্রতিকারের আবেদন আনুষ্ঠানিকভাবে শুনানি হওয়ার আগে আলাদাভাবে সুপারিশকারী জিআরসি সদস্যকে অযোগ্য ঘোষণা করুন।

• অযোগ্য ঘোষিত জিআরসি সদস্যের জায়গায় অন্য একজনকে জিআরসি সদস্য হিসাবে নিযুক্ত করুন। নতুন জিআরসি সদস্য নিয়োগ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর (সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার) সাথে পরামর্শ করে দেওয়া হবে এবং প্রকল্প সমন্বয়কারীকে এই প্রতিস্থাপনের বিষয়ে অবহিত রাখা হবে, এবং

• আহ্বায়ক অনুমোদিত পদ্ধতি অনুসরণ করে বাজার মূল্য জরিপের মাধ্যমে নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের হার কঠোরভাবে মেনে চলাও নিশ্চিত করবেন।

১১.৪ জিআরএম জোরদার করার সুপারিশ

৩৯০. বিশ্বব্যাপী চালানো বিশ্বব্যাংকের জিআরএম পর্যালোচনায়, ব্রাউন ও অন্যান্য (2013)৩৮[13] অভিযোগ-নিরসন ব্যবস্থা জোরদার করায় এবং আরও ব্যাপকভাবে প্রকল্পগুলিতে পরিষেবা সরবরাহ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উন্নতির জন্য এক গুচ্ছ সুপারিশের ওপর আলোকপাত করেছে:

• জিআরএম বাস্তবায়নে সহায়ক ডায়াগনস্টিক টুল তৈরি করুন: অভিযোগের প্রতিকারের জন্য দেশের বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমর্থন দেওয়া ও শক্তিশালী করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবহারিক ডায়াগনস্টিক টুলগুলি এতে সহায়তা করে। এই কাজে ব্যবহারের জন্য অন্যান্য উপাদান হলো, জিআরএম বাস্তবায়নের কেস স্টাডি, বিদ্যমান জিআরএমগুলির মূল্যায়ন, জিআরএমকে দেশের বিদ্যমান ব্যবস্থাগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করার ব্যবস্থা এবং জিআরএমের মূল নীতি ও পদ্ধতির একটি নির্দেশিকা বা ম্যানুয়াল।

• ঝুঁকি নিরূপণের উন্নতিসাধন: যে সব প্রকল্পের মধ্যে মানব জনগোষ্ঠীর ওপর বিরূপ পরিবেশগত প্রভাব ফেলার কিংবা পরিবেশগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় প্রতিকুল পরিস্থিতি তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে, সেসবের প্রতিরোধ ও সংঘাত এড়ানো ঐসব প্রকল্পের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

• তত্ত্বাবধানকে অগ্রাধিকার দিতে জিআরএম-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রতিক্রিয়া কাজে লাগানো: প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ে স্থানীয় নাগরিকদের কাছ থেকে রিয়েল-টাইম তথ্য তদারকি কাজের সীমিত বাজেট বরাদ্দের জায়গাগুলিকে চিহ্নিত ও অগ্রাধিকার দিতে সাহায্য করতে পারে। বিশেষ করে ভৌগলিকভাবে দূরে দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এবং/অথবা প্রচুর সুবিধাভোগী রয়েছে এমন প্রকল্পগুলির বেলায় এটা বেশি প্রযোজ্য।

• বাস্তবায়নের সময় জিআরএম পর্যবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য প্রণোদনা তৈরি : প্রকল্পের অবস্থা ও সমাপ্তি সম্পর্কিত প্রতিবেদনে এটা দাবি করে যে, জিআরএম রয়েছে এমন সমস্ত প্রকল্পে অভিযোগ সম্পর্কিত বিদ্যমান সূচকগুলি চিহ্নিতকর।

• প্রকল্পগুলিতে অভ্যন্তরীণ স্তরের অভিযোগ নিয়ে কাজের পরিবেশ উন্নতি করুন: বিশ্বব্যাংকের মতো দাতারা প্রকল্পের নেতাদের কাছে সমস্ত অভিযোগ প্রেরণ উৎসাহিত করার মাধ্যমে তাদের নিজস্ব অভিযোগগুলি

---

৩৮. Brown, M., Jenkins, B., Leon, P. and Seyedin, A. (2013). Global Review of Grievance Redress Mechanisms in World Bank Projects. Washington, D.C.: World Bank.
http://siteresources.worldbank.org/PROJECTS/Resources/40940- 1366729852427/GlobalReviewofGRMs.pdf

মোকাবিলার ব্যবস্থা উন্নত করতে পারে। অভিযোগের প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য সুস্পষ্ট সময়সূচী থাকা দরকার, এবং সমস্ত অভিযোগকে সময়মত আমলে নেওয়া এবং সমাধান করা হচ্ছে কিনা (যদি শেষ পর্যন্ত সমাধান না করা হয়) সে বিষয়ে কর্পোরেট ট্র্যাকিং ব্যবস্থা স্থাপন করা উচিত।

৩৯১. সহজেই সুগম, সফল, এবং ভোক্তাবান্ধব জিআরএম বিকশিত করায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করা উচিত:

· ভোক্তার জন্য নির্দেশিকা: সাধারণ ভোক্তা বা ব্যবহারকারীদের যারা প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় জিআরএম পেতে ইচ্ছুক, তাদের জন্য সহজেই বোঝা যায় এমন নির্দেশিকা সরবরাহ করা উচিত।

· ব্যবহারবান্ধব গুণ: সাধারণ মানুষের শিক্ষার পটভূমি যাই হোক এই ব্যবস্থা যেন কারিগরিভাবে কিংবা ভাষার দিক দিয়ে বেশি জটিল না হয়।

• সকল স্তরে ট্র্যাকিং: অভিযোগকারী এবং অভিযোগ প্রতিকার কর্তৃপক্ষ উভয়ের জন্যই অভিযোগের ট্র্যাকিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

• গোপনীয়তা, নিরাপত্তা ও নাম প্রকাশ না করা: নিরাপত্তা বিবেচনায় অভিযোগকারীর পরিচয় গোপন রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিকার ব্যবস্থার দিক থেকে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, অভিযোগকারীদের জন্য পরিচয় গোপন রেখে অভিযোগ দাখিলের সুযোগ থঅকবে এবং তাঁদের গোপনীয়তা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।

• অগ্রগতি তদারকি : অভিযোগ প্রাপ্তির ৭ দিনের মধ্যে তা সমাধান করা উচিত। যদি অভিযোগগুলি নিয়মিতভাবে সমাধান না করা মানে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ভাল নয়। দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগগুলি সমাধান না করা হলে কর্মচারীরা প্রতিকার ব্যবস্থার ওপর আস্থা হারাবে এবং তাঁদের সমস্যাগুলি জানানো বন্ধ করে দেবে।

• প্রতিক্রিয়া জানানোর সুযোগ : গ্রাহকদের সন্তুষ্টি পরিমাপ এবং প্রতিকার ব্যবস্থার কার্যকারিতা বিষয়ে মতামত সংগ্রহ করার জন্য প্রতিক্রিয়া জানানোর অপশন বা সুযোগ খোলা রাখতে হবে।

12 REFERENCES

1. IUCN and BFD, 2016. Bangladesh National Conservation Strategy, Part II: Sectoral Profile. BFD, Ministry of Environment and Forests, Government of the People's Republic of Bangladesh, and IUCN, Bangladesh Country Office, Dhaka, Bangladesh. xxx pp

2. NEP (1992). National Environmental Policy 1992. Ministry of Environment and Forests.

3. GoB (1997), Environmental Conservation Rules 1997, Department of Environment, Ministry of Environment and Forest, Government of the People's Republic of Bangladesh, June 1997.

4. ECA (1995). The Bangladesh Environment Conservation Act, 1995. Department of Environment, Ministry of Environment and Forest, Government of the People's Republic of Bangladesh

5. Environment Court Act, 2000.

6. Industry Policy, 2016. Ministry of Industry, Government of the People's Republic of Bangladesh.

7. MoEF, (2013). Bangladesh Climate Change and Gender Action Plan. Ministry of Environment of Forest, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka, Bangladesh. xvi+122 pp.

8. National Women Development Policy 2011. Ministry of Women and Children Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh. Dhaka, March 2011.

9. Bangladesh Labor Act, 2006. Ministry of Labor & Employment. Government of the People's Republic of Bangladesh. Dhaka, September 2015.

10. PPR (2008). Public Procurement Rule (PPR), 2008. Central Procurement Technical Unit, Implementation Monitoring and Evaluation Division (IMED), Ministry of Planning. Government of the People's Republic of Bangladesh. April 2008.

11. World Bank (2006) Operational Policies, OP- 4.11: Physical Cultural Resources, The World Bank, Washington, D.C., USA, July 2006.

12. World Bank (2004a), Involuntary Resettlement Sourcebook, Planning and Implementation of Development Projects, Washington, D.C., USA.

13. World Bank (2001) Operational Policies, OP- 4.12: Involuntary Resettlement, The World Bank, Washington, D.C., USA, December 2001.

14. World Bank (2001) Operational Policies, OP- 4.10: Indigenous Peoples, The World Bank, Washington, D.C., USA, December 2001.

15. World Bank (1999a) Operational Policies, OP- 4.01: Environmental Assessment, The World Bank, Washington, D.C., USA, January 1999.

সংযুক্তি ১: এইচএইচ জরিপের ওপর মূল্যায়ন প্রতিবেদন

প্রকল্পটির সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নের জন্য সমীক্ষা দল বাছাই করা কয়েকটি পোশাক কারখানার আশেপাশে ১৫০ টি পরিবারের ওপর সমীক্ষা চালিয়েছিল। সেসব তথ্য বিশ্লেষণ করে নিম্নলিখিত ফলাফল বেরিয়ে আসে:

শব্দ নিয়ন্ত্রণ

ময়মনসিংহে নমুনা হিসেবে নেওয়া পরিবারগুলির মধ্যে, ৫০% জানিয়েছিল যে শব্দ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রয়েছে এবং বাকী অর্ধেক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। অন্যদিকে, চট্রগ্রামের ৫৯% লোক বলেছে যে শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা ছিল এবং ৮% বলেছিল যে সেখানে তা ছিল না। উত্তরদাতাদের অবশিষ্ট অংশের কাছে শব্দ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা সম্পর্কে কোনও ধারণা ছিল না। একইভাবে, ঢাকার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ উত্তরদাতা বলেছেন যে শব্দ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রয়েছে এবং বাকী এক তৃতীয়াংশ নেতিবাচক উত্তর দিয়েছেন।

গ্রাফ

বায়ু দূষণ

ময়মনসিংহের উত্তরদাতাদের ১৭%কে কারখানা এলাকায় বায়ু দূষণের কারণে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে এবং চট্টগ্রামে এই হার ৩০%। তবে ঢাকার উত্তরদাতারা সবচেয়ে বেশি বায়ু দূষণের শিকার হয়েছেনে, এই হার প্রায় ৪০%।

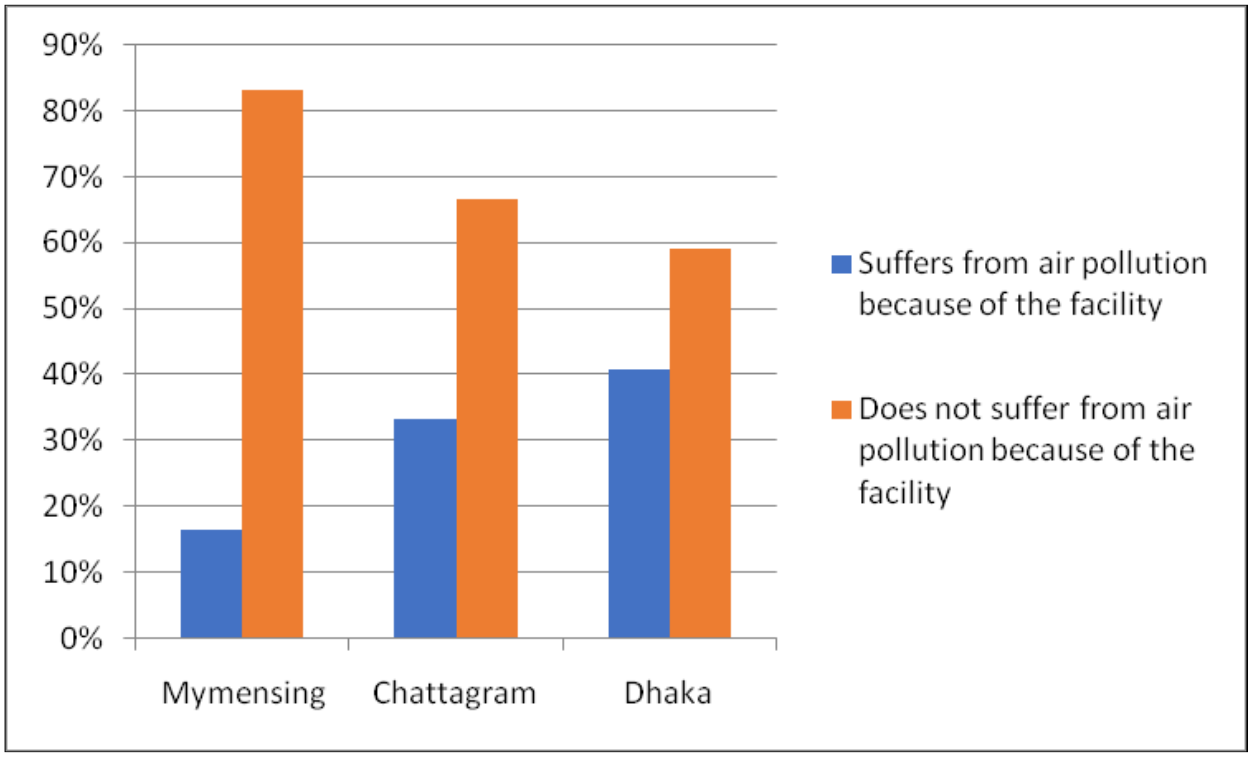

পানি দূষণ

ময়মনসিংহের কোনও উত্তরদাতা কারখানার আশেপাশে পানির দূষণে ভোগেননি বলে জানিয়েছেন এবং চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র একটি অংশ এর শিকার হয়েছেনে। তবে, ঢাকায় কারখানার পাশে থাকা ৩৫ শতাংশেরও বেশি উত্তরদাতা কারখানার কারণে পানিদূষণে

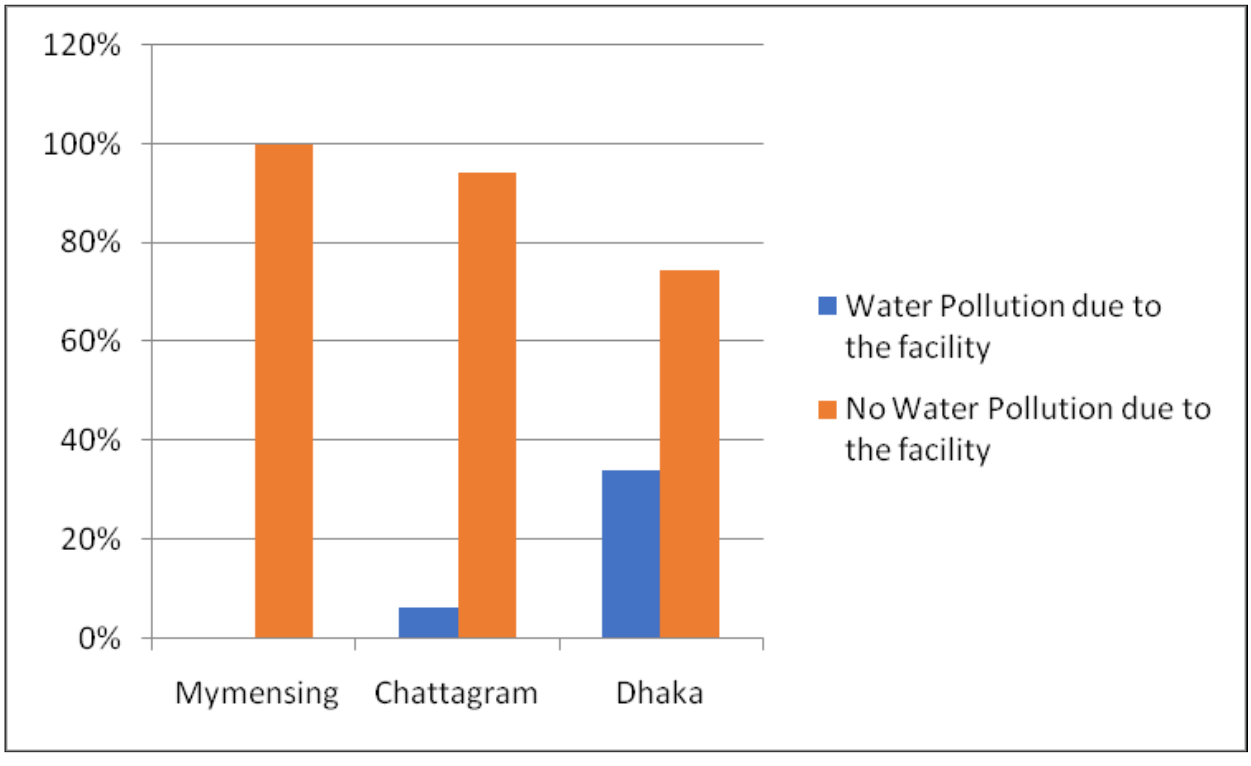

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

ঢাকা ও চট্টগ্রামের যথাক্রমে প্রায় ৮০% ও ৯0% উত্তরদাতারা বলেছেন যে তাদের যার যার এলাকায় যথাযথ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ছিল। বিপরীতে, ময়মনসিংহের প্রায় ৮0% এরও বেশি উত্তরদাতা বলেছেন যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থাটি ছিল অকার্যকর।

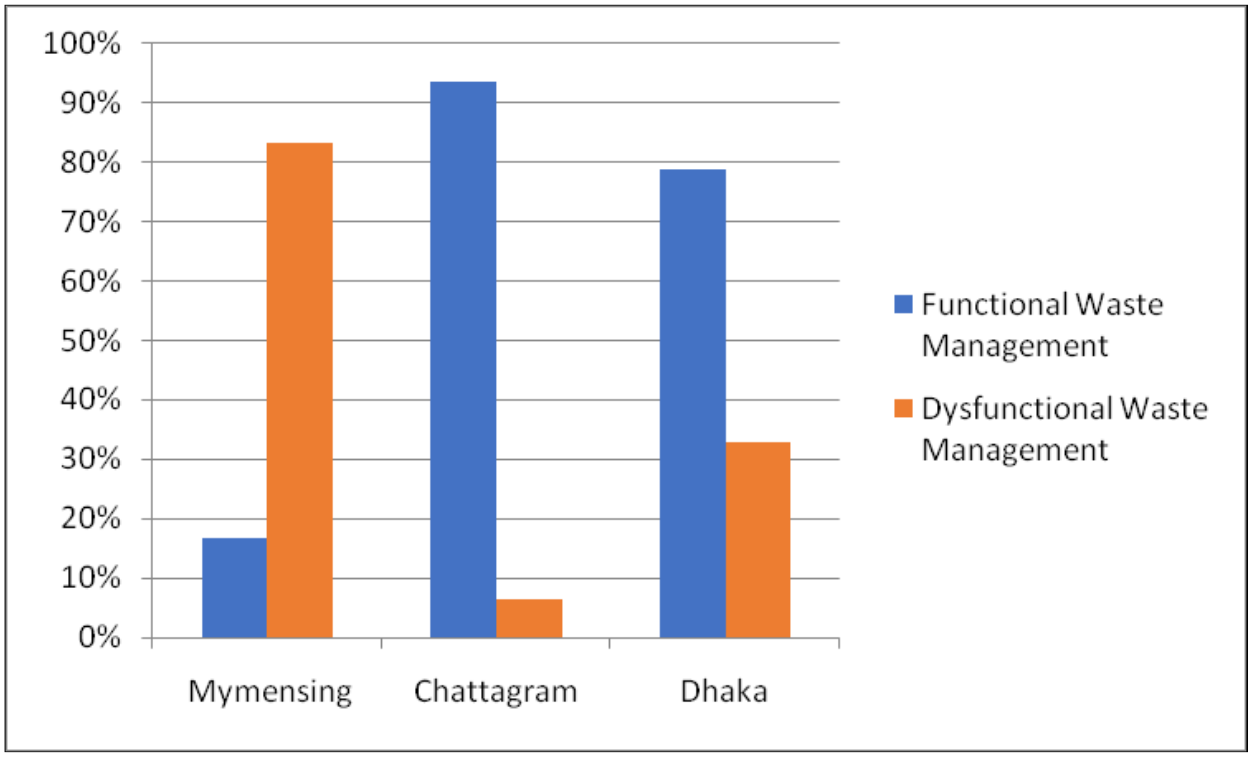

কাজের সুবিধা

চট্টগ্রামের প্রায় ১০% উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে জাতি, বর্ণ, জাতিগত উৎস, ধর্ম, প্রতিবন্ধিতা, লিঙ্গ, যৌন অভ্যাস, ইউনিয়নের সদস্যপদ, রাজনৈতিক যুক্ততা, বা বয়স যাই হোক না কেন কারখানা তদের চাকরির সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। বিপরীতে, ময়মনসিংহ এবং ঢাকায় যথাক্রমে ৩০% ও প্রায় ৭৫% উত্তরদাতা বলেছেন যে কারখানায় তাঁরা এ ধরনের কর্মসুবিধা পেয়েছেনে।

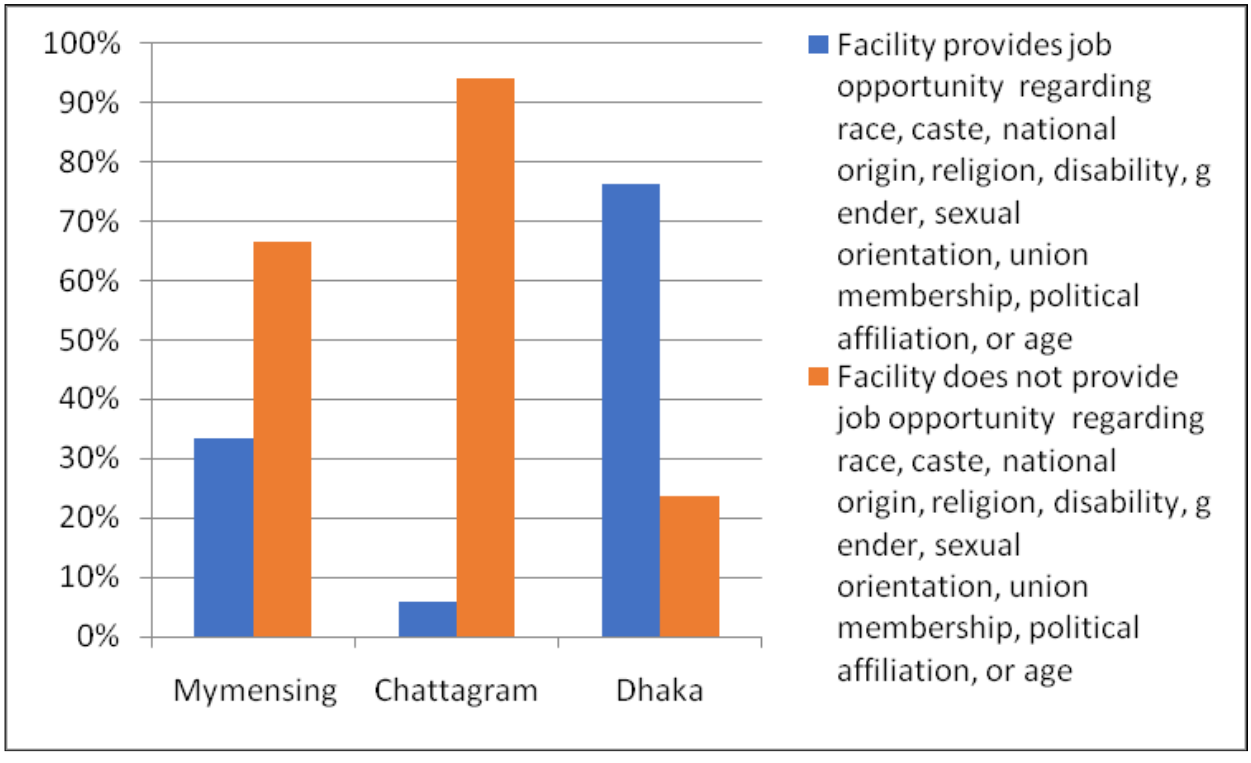

নিরাপত্তা সমস্যা

ময়মনসিংহের সবাই এবং ঢাকার বেশিরভাগ উত্তরদাতা বলেছেন যে কারখানায় তাঁরা কোনো নিরাপত্তা সমস্যায় ভোগেননি। তবে, চট্টগ্রামের ৬০০% এরও বেশি উত্তরদাতার বিশ্বাস, কারখানা থেকে নিরাপত্তা সমস্যা সৃষ্টি করা হয়েছে।

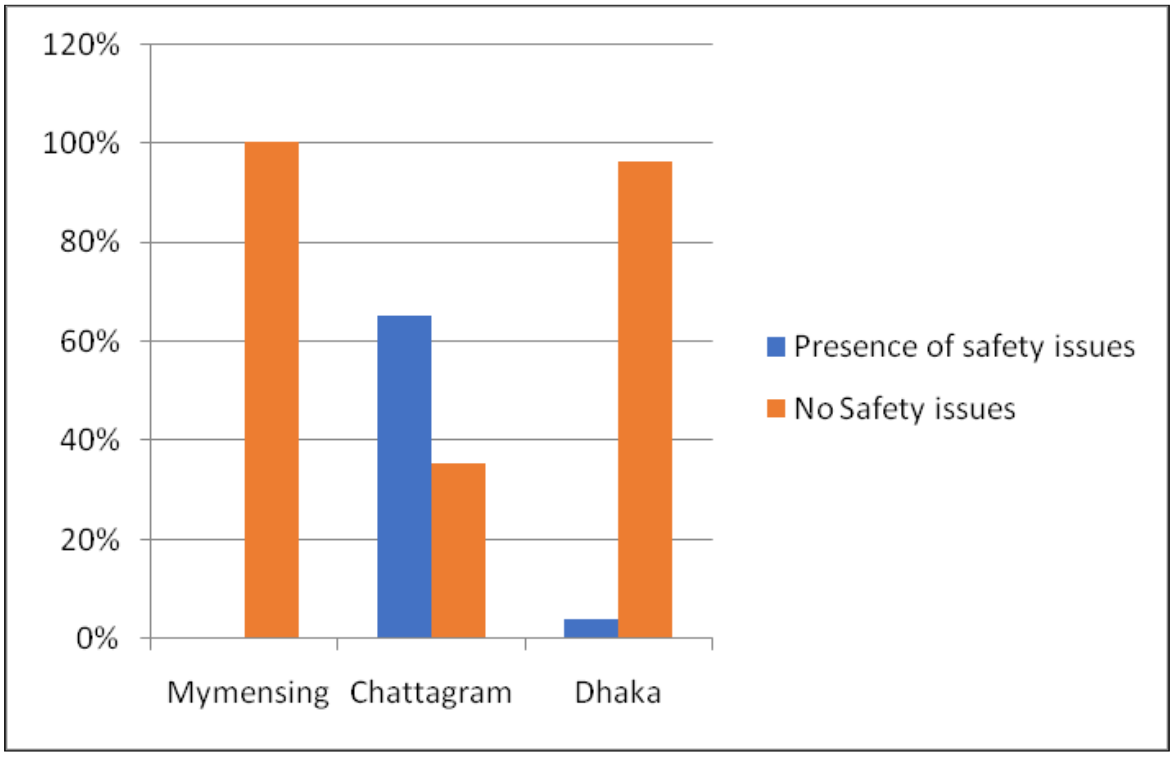

হয়রানি

তিনটি বিভাগের সকল উত্তরদাতা কারখানায় হয়রানির শিকার হওয়ার কথা বলেছেনে। হয়রানি বলতে স্থানীয় জনগণের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনাকে বোঝায়, অভিবাসী শ্রমিকদের দলে দলে আগমনের কারণে যা ঘটে থাকে (যেমন ইভটিজিং, অবমাননাকর ভাষা ব্যবহার, স্থানীয়দের প্রতি অসম্মানজনক আচরণ ইত্যাদি)।

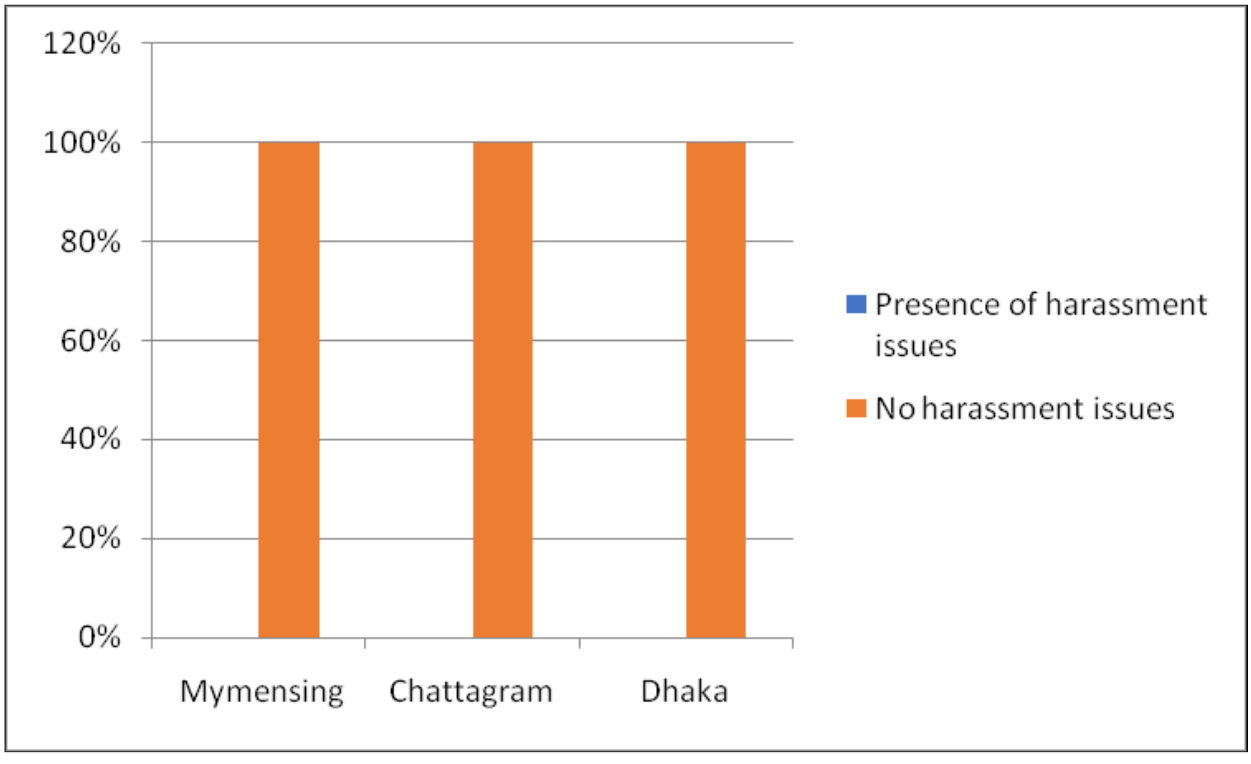

রাসায়নিক নিষ্পত্তি

ময়মনসিংহ এবং চ্যাটগ্রামের বেশিরভাগ উত্তরদাতা জানেন না যে রাসায়নিকের ব্যবহার সঠিক ও আলাদা আলাদাভাবে করা হয়েছে কিনা। চ্যাটগ্রামের উত্তরদাতাদের মধ্যে মাত্র ৫% ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তবে ঢাকার ৭১% উত্তরদাতা বলেছেন যে রাসায়নিক উৎপাদন যথাযথ এবং পৃথকভাবে করা হয়েছিল।

গ্রাফ

রাসায়নিক নিঃসরণ ঠেকানো

ময়মনসিংহের উত্তরদাতাদের মধ্যে মাত্র ১৭% বলেছেন যে ভূগর্ভস্থ পানিতে রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণের প্রতিরোধব্যবস্থা ছিল এবং চ্যাটগ্রামের বেশিরভাগ উত্তরদাতাই জানেন না যে এই ধরনের প্রতিরোধ ব্যবস্থা ছিল কিনা। তবে ঢাকার ৮৪% উত্তরদাতারা ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

গ্রাফ

রাসায়নিক দূষণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা

ময়মনসিংহের উত্তরদাতারা সকলেই জানান যে পরিবেশ দূষণ রোধে রাসায়নিক দূষণ মোকাবিলা করা হয়। অথচ চাটগ্রামের প্রায় ৬০% এবং ঢাকার ৮৫% বলেছেন যে পরিবেশ দূষণ রোধে রাসায়নিক দূষণ মোকাবিলা করা হয়।

গ্রাফ

শক্ত ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

ময়মনসিংহের সমস্ত উত্তরদাতা এবং চট্রগ্রামের উত্তরদাতাদের ৯২% বলেছেন যে শক্ত ও তরল বর্জ্যের যথাযথ ব্যবস্থাপনা ছিল। অন্যদিকে, ঢাকার ৬৭% উত্তরদাতা বলেছেন যে যথাযথ ব্যবস্থাপনা ছিল এবং ২৯% বলেছেন যে শক্ত ও তরল বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা ছিল না।

গ্রাফ

কারখানার দ্বারা পানি নিষ্কাশনের সমস্যা সৃষ্টি

Brown, M., Jenkins, B., Leon, P. and Seyedin, A. (2013). Global Review of Grievance Redress Mechanisms in World Bank Projects. Washington, D.C.: World Bank.
http://siteresources.worldbank.org/PROJECTS/Resources/40940- 1366729852427/GlobalReviewofGRMs.pdf

ময়মনসিংহের নমুনা উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫০% প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে যে কারখানার কারণে পানি নিষ্কাশনের সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। চট্রগ্রামের ৩৭% ও ঢাকার মাত্র ৯% জানান যে কারখানার জন্য পানি নিষ্কাশনের সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে।

কারখানা থেকে পাওয়া আর্থ-সামাজিক সুবিধা

ময়মনসিংহের ৮৩% উত্তরদাতাদের এবং চট্টগ্রাম ও ঢাকার ৭৮%

করে উত্তরদাতা বলেছেন যে কারখানা থেকে কারখানা আর্থ-সামাজিক সুবিধা তৈরি করে দিয়েছে।

জীবনযাত্রার ওপর কারখানার প্রভাব

তিনটি অঞ্চল থেকে পাওয়া বেশিরভাগ উত্তরদাতা বলেছেন যে কারখানার কারণে জীবনযাত্রার অবস্থা খুব বেশি মাত্রায় প্রভাবিত হয়নি।

কমিউনিটি পরিসেবাসমূহ

ময়মনসিংহয়ের অর্ধেক উত্তরদাতা বলেছেন যে কারখানা কমিউনিটি সার্ভিস দিয়েছে এবং চটগ্রাম ও ঢাকার যথাক্রমে ৩৫% ও ৪৬%% উত্তরদাতাও বলেছেন যে কারখানা কমিউনিটি পরিষেবা সরবরাহ করে।

রোগবালাই

তিনটি অঞ্চলের বেশিরভাগ উত্তরদাতা রোগবালাইয়ের জন্য কারখানাকে দায়ি করেছেনে।

স্থানীয় সম্পদের নির্ভরতা

Brown, M., Jenkins, B., Leon, P. and Seyedin, A. (2013). Global Review of Grievance Redress Mechanisms in World Bank Projects. Washington, D.C.: World Bank.
http://siteresources.worldbank.org/PROJECTS/Resources/40940- 1366729852427/GlobalReviewofGRMs.pdf

ময়মনসিংহ থেকে আসা সমস্ত উত্তরদাতা জানান, কারখানা স্থানীয় সম্পদের ওপর নির্ভরশীল। চট্রগ্রাম থেকে প্রাপ্ত প্রায় ২০% এবং ঢাকা থেকে আসা ৭৩% উত্তরদাতাও বলেছিলেন যে কারখানা স্থানীয় সম্পদের ওপর নির্ভরশীল।

দূষণের প্রভাব

ময়মনসিংহের সমস্ত উত্তরদাতা বলেছেন যে কারখানার দূষণ স্থানীয় জনগণের ওপর প্রভাব ফেলেনি। চট্টগ্রাম থেকে আসা এক তৃতীয়াংশ এবং ঢাকার ২১% উত্তরদাতার প্রতিক্রিয়া হলো যে এই কারখানা থেকে দূষণের ফলে স্থানীয় জনগণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা

ময়মনসিংহ থেকে আসা সমস্ত উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে কারখানা থেকে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। চট্টগ্রাম ও ঢাকার যথাক্রমে ৬৯% ও ৪০% উত্তরদাতাই বলেন যে দূষণ নিয়ন্ত্রণে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।

সংকটাক্রান্ত বসতির ওপর প্রভাব

তিনটি এলাকার বেশিরভাগ উত্তরদাতাই বলেছেন যে কারখানা সংকটাক্রান্ত বসতির ওপর প্রভাব ফেলেনি। তবে ময়মনসিংহ থেকে ১৭%% এবং ঢাকার বলেছেন যে কারখানা সংকটাক্রান্ত বসতিকে প্রভাবিত করেছে।

Brown, M., Jenkins, B., Leon, P. and Seyedin, A. (2013). Global Review of Grievance Redress Mechanisms in World Bank Projects. Washington, D.C.: World Bank. http://siteresources.worldbank.org/PROJECTS/Resources/40940- 1366729852427/GlobalReviewofGRMs.pdf

ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামের ৮০% এরও বেশি উত্তরদাতা কারখানার আশেপাশে নিরাপদ বোধ করেছেন, যেখানে ঢাকার ৭৫% উত্তরদাতাই কারখানার আশপাশে নিরাপদ বোধ করছেন।

সংযুক্তি ২: কারখানা জরিপের উপর মূল্যায়ন প্রতিবেদন

শ্রমিক ও কারখানার ব্যবস্থাপকেরা

শ্রমিক ও কারখানার ব্যবস্থাপকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

চিত্র ১ বসবে: নারী শ্রমিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

জরিপ করা নারী শ্রমিকদের মধ্যে ১৯% এর এসএসসি যোগ্যতা রয়েছে, ৩৮% এর রয়েছে এইচএসসি যোগ্যতা, ২০% প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেছে এবং ১৯% এর দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা অর্জন রয়েছে। মাত্র ৪% এর কোনও শিক্ষা নেই।

পুরুষ শ্রমিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

চিত্র ২ বসবে পুরুষ শ্রমিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

Brown, M., Jenkins, B., Leon, P. and Seyedin, A. (2013). Global Review of Grievance Redress Mechanisms in World Bank Projects. Washington, D.C.: World Bank. http://siteresources.worldbank.org/PROJECTS/Resources/40940- 1366729852427/GlobalReviewofGRMs.pdf

জরিপ করা পুরুষ শ্রমিকদের মধ্যে ৩৪% এসএসসি যোগ্যতা অর্জন করেছে, ১৪%-এর এইচএসসি যোগ্যতা রয়েছে, ৯%-এর রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষার অর্জন, 2৯% এর রয়েছে শ্রেণি দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা এবং ১৪% ডিপ্লোমা বা স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছে।

সামগ্রিকভাবে, পুরুষ শ্রমিকেরা নারী শ্রমিকদের চেয়ে চেয়ে শিক্ষাগ্রহণের বেলায় এগিয়ে থাকে।

নমুনায় নেওয়া সকল কারখানা ব্যবস্থাপক হলো পুরুষ

নমুনায় নেওয়া কারখানা ব্যবস্থাপকদের তিন-চতুর্থাংশ এইচএসসির চেয়ে উচ্চতর এবং কারখানা ব্যবস্থাপকদের এক-চতুর্থাংশের এইচএসসি বা তার নীচের শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ এবং শ্রমিক ও ব্যবস্থাপকদের জন্য মাতৃত্বকালীন যত্ন

চিত্র

মাতৃত্বকালীন যত্ন বিষয়ে ৮২% উত্তরদাতা বলেছেন যে যার যার কারখানায় শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো এবং শিশু যত্নের সুবিধা রয়েছে, প্রায় ৯০% বলেছেন যে সেখানে মাতৃত্বকালীন ছুটির ব্যবস্থা রয়েছে এবং ৭০% বলেছেন, গর্ভবতী মহিলাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে।

৬৪ শতাংশ উত্তরদাতা শ্রমিকেরা জানিয়েছিল যে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারে এবং নমুনা হিসেবে নেওয়া শ্রমিকদের ৩৬% তাদের প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছিল যে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারেন না।

চিত্র

জাতি, বর্ণ, জাতীগত উৎস, ধর্ম, প্রতিবন্ধিতা, লিঙ্গ, যৌন অভ্যাস, ইউনিয়নের সদস্যপদ, রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা বা বয়স নির্বিশেষে কারখানা ব্যবস্থাপকদের ৮৪% এরও বেশি বলেছেন যে শ্রমিকেরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারে। প্রায় ৯০% ম্যানেজার আরও বলেছিলেন যে মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং বুকের দুধ খাওয়ানো এবং শিশু যত্নের সুবিধার ব্যবস্থা ছিল।

Brown, M., Jenkins, B., Leon, P. and Seyedin, A. (2013). Global Review of Grievance Redress Mechanisms in World Bank Projects. Washington, D.C.: World Bank.
http://siteresources.worldbank.org/PROJECTS/Resources/40940- 1366729852427/GlobalReviewofGRMs.pdf

দূষণ ও শ্রমিকদের স্বাস্থ্য

চিত্র

প্রায় ৫৬% শ্রমিক বিশ্বাস করেন যে তাদের কারখানায় কার্যকর পানি শোধনাগার রয়েছে এবং প্রায় ৩০% শ্রমিক বলেছিলেন যে তাদের কারখানায় কোনও পানি শোধনাগার নেই।

চিত্র

প্রায় ৫৫% শ্রমিক জানিয়েছিল যে তাদের কারখানায় কার্যকরী ইটিপি রয়েছে এবং প্রায় ৩০% তাদের প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছিল যে তাদের কারখানায় কোনও ইটিপি নেই।

চিত্র

৫০ শতাংশেরও বেশি শ্রমিক প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছিলেন যে তাদের কারখানার বর্জ্য পানি ইটিপির মাধ্যমে নিষ্কাশন করা হয়। প্রায় ২০% জবাব দিয়েছে যে বর্জ্য পানি সরাসরি জলাশয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাকি উত্তরদাতারা জানেন না কীভাবে বর্জ্য পানি ছাড়া হয়।

চিত্র

প্রায় ৪৯ শতাংশ শ্রমিক শব্দদূষণ সম্পর্কে সচেতন এবং ৫১% শ্রমিকের নিরাপদ শব্দ স্তর সম্পর্কিত সচেতনতা নেই।

চিত্র

প্রায় অর্ধেক শ্রমিক বিশ্বাস করেন যে শক্ত বর্জ্যগুলি বিপজ্জনক ও অ-বিপজ্জনক ভাগে ভাগ করা হয়; ৩০%

Brown, M., Jenkins, B., Leon, P. and Seyedin, A. (2013). Global Review of Grievance Redress Mechanisms in World Bank Projects. Washington, D.C.: World Bank.
http://siteresources.worldbank.org/PROJECTS/Resources/40940- 1366729852427/GlobalReviewofGRMs.pdf

এরও বেশি উত্তরদাতা বলেছেন, কঠিন বর্জ্যগুলি কোনও ভাগে আলাদা করা করা হয়নি। বাকি শ্রমিকদের শক্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কোনো জ্ঞান ছিল না।

চিত্র

শ্রমিকদের নমুনার মধ্যে ২০% এরও বেশি নাকের সমস্যায় ভুগেছে যেমন নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, সর্দি এবং হাঁচির দমক এবং প্রায় ১৩% শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভুগেছে।

চিত্র

৫০% এরও বেশি শ্রমিকের উল্লেখযোগ্য স্বাস্থ্য সমস্যা নেই। এক তৃতীয়াংশ শ্রমিকের মাথা ঘোরা, ১৫% বমি বমি ভাব অনুভব করে, রক্তচাপের অস্বাভাবিকতা থাকে ১০% এর বেশি, প্রায় ১৮% শারীরিক ক্লান্তি এবং প্রায় ১০%-এর কোনো না কোনো ধরনের শ্রবণশক্তির দুর্বলতা থাকে।

জ্বালানি দক্ষতা বিষয়ে সচেতনতা এবং কারখানা ব্যবস্থাপকদের মধ্যে শ্রমিকদের সামর্থ্য বিষয়ে প্রত্যাশা

চিত্র

প্রায় অর্ধেক ব্যবস্তাপনের প্রতিক্রিয়া ছিল যে জ্বালানি দক্ষতা এবং অপারেশনাল সমস্যাগুলি সমাধানে এর সম্ভাবনা সম্পর্কে তাদের উচ্চ সচেতনতা রয়েছে এবং অর্ধেকেরও বেশি বলেছিলেন যে তাদের মাঝারি সচেতনতা রয়েছে। শ্রমিকদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান ধারণের সামর্থ্য বিষয়ে ব্যবস্থাপকদের প্রত্যাশার বিষয়ে ৩৭%% পরিচালক জানিয়েছেন যে তাদের উচ্চ প্রত্যাশা ছিল, ৫৮% বলেছেন মাঝারি প্রত্যাশা ছিল এবং মাত্র ৫% বলেছেন কম প্রত্যাশা ছিল।

চিত্র

Brown, M., Jenkins, B., Leon, P. and Seyedin, A. (2013). Global Review of Grievance Redress Mechanisms in World Bank Projects. Washington, D.C.: World Bank. http://siteresources.worldbank.org/PROJECTS/Resources/40940- 1366729852427/GlobalReviewofGRMs.pdf

সংযোজনী ৩: **মূল তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার** (কেআইআই) **প্রতিবেদনের সারাংশ**

প্রকল্পের জন্য প্রকল্প প্রস্তুতির কারখানা ক্রিয়াকলাপের অংশ হিসাবে, একাধিক মূল তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার (কেআইআই) নেওয়া হয়েছিল। আরএমজি খাতে জড়িত সংস্থা/সরকারী বিভাগগুলিতে মোট ২৮ টি কেআইআই পরিচালিত হয়েছিল। আলোচনার অন্যান্য ক্ষেত্রগুলির মধ্যে, উৎপাদনী ইউনিটের কমপ্লায়েন্সের সঙ্গে পরিবেশগত, সামাজিক এবং লিঙ্গ (ইএসজি) সম্পর্কিত জ্ঞাতব্যগুলি সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছিল।

৩৯২. বাংলাদেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সক্ষমতা তৈরিতে আরএমজি খাত মূল ভূমিকা পালন করে এবং তাই এই খাতে নেওয়া যে কোনও পদক্ষেপের গভীর সামাজিক প্রভাব থাকে। এই খাতের দ্রুত বিকাশ প্রায় ৪-৫ মিলিয়ন লোকের কর্মসংস্থান দিয়েছে, আর তাদের বেশিরভাগই নারী। এই খাতে নিযুক্ত শ্রমিকেরা বেশিরভাগ গ্রামীণ অঞ্চল থেকে আসা এবং এই কর্মসংস্থান তাদের আর্থিক মুক্তি এবং বৃহত্তর সামাজিক স্বাধীনতা দিয়েছে। এই খাতটি সাধারণভাবে শিশু শ্রমিকের সীমিত উপস্থিতির উদাহরণও হাজির করে।

৩৯৩. রানা প্লাজা ঘটনাটি ক্রেতার ব্যবসায়িক সিদ্ধান্তের মধ্যে সামাজিক, স্বাস্থ্য, সুরক্ষা এবং লিঙ্গ বিবেচনা অন্তর্ভুক্ত করার বেলায় এক মোড় ফেরানো ঘটনা। রানা প্লাজার পরে, ক্রেতাদের ওপর বাজার ও গণমাধ্যমের গুরুতর চাপ তৈরি হয়েছিল। যেমন বড় পোশাক ব্র্যান্ডগুলি যাতে তাদের সামাজিক দায়িত্ব পালন করে এবং এই উৎপাদন ইউনিটগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের আরও ভাল কাজের পরিস্থিতি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা হয়। **সে অনুসারে, ক্রেতারা উৎদন ইউনিটগুলির কাছ থেকে সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কমপ্লায়েন্স বিষয়ে কঠোর অঙ্গীকার দাবি করে, অন্যথায় ব্যবসা প্রত্যাহার করার কথা বলা হয়।** এ উদ্দেশ্যে অ্যাকর্ড এবং অ্যালায়েন্স বিকাশিত হয়েছিল এবং তাদের শর্ত কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল-সমীক্ষা চালানো হয়েছিল এবং কোথায় কোথায় উন্নতি করতে হবে তা ইউনিটগুলিকে জানানো হয়েছিল। ক্রেতাদের সাথে সরাসরি ব্যবসায় লিপ্ত বৃহত শিল্পগুলিকে ঐসব নিয়ম মেনে চলতে উৎহিত করেছিল। তবে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি মাপের কারখানাগুলিতে চুইয়ে পড়া ধরনের এই পরিবর্তনের প্রভাব খুব কম ছিল, কারণ চূড়ান্ত ক্রেতাদের সঙ্গে তাদের সরাসরি সংযোগ বা ব্যবসা ছিল না এবং তাদের বেশিরভাগই বড় কারখানায় বিভিন্ন উপাদান সরবরাহ করে থাকে। অতএব, মাঝারি ও ক্ষুদ্রতর ইউনিটের জন্য সামাজিক, স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা পরিস্থিতি অবস্থার উন্নতির একটি বিশাল সুযোগ রয়েছে।

৩৯৪. **এই খাতে যতটা পরিবেশগত বিবেচনার কমপ্লায়েন্স যতটা রয়েছে তার কারণ মূলত ক্রেতা ব্র্যান্ডগুলির নিজস্ব পরিবেশগত অঙ্গিকারের কারণে।** ক্রেতাদের প্রয়োগ করা বিধিগুলি বাংলাদেশে বিদ্যমান আইনের

Brown, M., Jenkins, B., Leon, P. and Seyedin, A. (2013). Global Review of Grievance Redress Mechanisms in World Bank Projects. Washington, D.C.: World Bank.
http://siteresources.worldbank.org/PROJECTS/Resources/40940- 1366729852427/GlobalReviewofGRMs.pdf

বাড়তি- এতে বুনিয়াদি পরিবেশগত কমপ্লায়েন্স পালনের প্রয়োজনীয়তা অন্তর্ভুক্ত। এর ফলে এখন বাংলাদেশের আরএমজি খাতে এলইইডি শংসাপত্রপ্রাপ্ত কারখানার সংখ্যা বাড়ছে। ২০১৯ সালের মে পর্যন্ত, বাংলাদেশে ৯০ টি এলইডি-প্রত্যয়িত পোশাক কারখানা ছিল এবং এর মধ্যে ২৪ টি হলো প্ল্যাটিনাম রেটিংযুক্ত, আর এই সংখ্যা বিশ্বের সর্বোচ্চ। এছাড়াও, বিশ্বের শীর্ষ দশটি এলইইডি প্রত্যয়িত সবুজ কারখানার ছয়টি রয়েছে বাংলাদেশে। তাহলেও, সামাজিক, লিঙ্গ, স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষার ক্ষেত্রে, এই পরিবেশগত আইনগুলির সঙ্গে কমপ্লায়েন্স মূলত বৃহত শিল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই পরিবেশগত মান গ্রহণের বেলায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি স্তরের কারখানাগুলিকে প্রভাবিত করার জন্য আরও বৃহত্তর পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।

সংযোজনী ৪: পরিবেশগত নিরীক্ষা

সংযোজনী ৪-ক: পরিবেশগত নিরীক্ষার পদ্ধতি

চিত্র

সংযোজনী ৪-খ: পরিবেশগত ও সামাজিক নিরীক্ষার চেকলিস্ট

উপ উপাদানের নাম:			
নগর/পৌরসভা			
আবেদনকারীর নাম (বাস্তবায়নকারী ইউনিট			
যোগাযোগ:			
পরিবেশগত ও সামাজিক চেকলিস্টের প্রশ্নাবলি (অবশ্যই পূরণ করতে হবে এবং সকল দরখাস্তেই থাকবে)			
ধরন	**হ্যাঁ**	**না**	**প্রযোজ্য না**
অর্থায়ন করা কাজগুলিতে কি নির্মাণ, পুনর্গঠন বা ধ্বংসাত্মক কাজ অন্তর্ভুক্ত থাকবে? যদি হ্যাঁ হয়, তবে কি একটি ইএসএমপি প্রস্তুত করা প্রয়োজন?			

Brown, M., Jenkins, B., Leon, P. and Seyedin, A. (2013). Global Review of Grievance Redress Mechanisms in World Bank Projects. Washington, D.C.: World Bank.
http://siteresources.worldbank.org/PROJECTS/Resources/40940- 1366729852427/GlobalReviewofGRMs.pdf

বিদ্যমান উদ্যোগের কি বৈধ অপারেটিং পারমিট, লাইসেন্স, অনুমোদন ইত্যাদি রয়েছে? যদি না হয়, দয়া করে ব্যাখ্যা করুন। সমীক্ষা করে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অনুমতি দিন: কনস্ট্রাকশন পারমিট, অপারেশনাল / ইউজ পারমিট, নগর পারমিট, ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট পারমিট... যদি তা না হয় তবে এই অবস্থা ঠিক করার জন্য অর্থায়ন ব্যবহার করা হবে?			
বিদ্যমান সংস্থাগুলির কি বৈধ পরিবেশগত অনুমতি আছে (অথবা বাংলাদেশের আইন অনুসারে পরিবেশগত অনুমতি পাওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছে) এবং প্রস্তাবিত কাজ কি তার মধ্যে পড়ে যার জন্য এই অনুমতিপত্র জারি করা হয়েছিল?			
বিদ্যমান সংস্থার কি বৈধ পানি ব্যবস্থাপনার অনুমতি আছে যা পানি ব্যবস্থাপনার জন্য বিশেষ বিনিয়োগ বা পদক্ষেপের মাধ্যমে ওই সংস্থার বর্জ্য পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেওয়ার ডাক দেয় (অথবা বাংলাদেশের আইন অনুসারে অনুমতি পাওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছে)?			
চলমান উদ্যোগে বায়ু নিঃসরণ, পানির ব্যবহার বা বর্জ্য পানি নিঃসরণ এবং শক্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বাংলাদেশের নির্দিষ্ট পরিবেশবিধি অনুসরণ করা দরকার?			
এখানে কি কোনও উল্লেখযোগ্য বকেয়া পরিবেশের ফি, জরিমানা বা বা অন্য কোনও পরিবেশগত দায়বদ্ধতা রয়েছে (যেমন: পরিবেশগত সমস্যাগুলির সাথে জড়িত আইনী কার্যক্রম ইত্যাদি)			
যদি তা হয় তবে এই শর্তটি সংশোধন করার জন্য অর্থায়ন ব্যবহার করা হবে কিনা, দয়া করে ব্যাখ্যা করুন			
কারখানার কারণে স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা এনজিওদের তরফে কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে?			
যদি তা হয় তবে এই অভিযোগগুলির প্রতিকারের জন্য অনুদানের অর্থায়ন কী ব্যবহৃত হবে?			
পরিবেশগত ঝুঁকি এবং প্রভাব			

Brown, M., Jenkins, B., Leon, P. and Seyedin, A. (2013). Global Review of Grievance Redress Mechanisms in World Bank Projects. Washington, D.C.: World Bank.
http://siteresources.worldbank.org/PROJECTS/Resources/40940- 1366729852427/GlobalReviewofGRMs.pdf

প্রস্তাবিত ক্রিয়াকলাপের জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হবে কিনা, যেমন ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর দখল প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের পুনর্বাসন ব্যক্তিগত জমি বা সম্পদের ক্ষতি জীবিকার আয়ের ওপর প্রভাব যদি তা হয়, তবে একটি সাইট-নির্দিষ্ট পুনর্বাসন / জীবিকা সংরক্ষণ পদক্ষেপ পরিকল্পনা বা সংক্ষিপ্ত পুনর্বাসন / জীবিকা পুনরুদ্ধার পদক্ষেপ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হবে			
ক্রিয়াকলাপটি কী পানির প্রবাহ (বর্জ্য পানি) তৈরি করবে কিনা যার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, নিয়ন্ত্রণ বা পানি ব্যবস্থাপনার অনুমতি প্রয়োজন হতে পারে?			
এই ক্রিয়াকলাপটি কি বায়ু নিঃসরণ ঘটায় যার জন্য বাংলাদেশ মানের সাথে সাযুয্য নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হবে?			
ক্রিয়াকলাপগুলি কি সম্ভাব্য সামাজিক দ্বন্দ্বকে প্ররোচিত করতে পারে?			
এই ক্রিয়াকলাপটি কি এমন শক্ত বর্জ্য তৈরি করবে যা বিপজ্জনক, ব্যবস্থাপনা করা কঠিন, বা প্রাত্যহিক গৃহস্থালি বর্জ্যের চাইতে ব্যবস্থা করা কঠিন? (এটিতে প্রাণীর শব, বিষাক্ত উপকরণ, কীটনাশক, চিকিৎসার বর্জ্য, পরিষ্কারের উপকরণ, দহনযোগ্য ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে তবে এর মধ্যে সীমিতও নয়)			
এই ক্রিয়াকলাপ কি এমন শব্দের স্তর তৈরি করবে, বাংলাদেশের মানের সাথে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করার জন্য নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থার প্রয়োজন?			
শব্দদূষণের স্তর বিশেষত সংবেদনশীল রিসেপ্টরগুলিকে (প্রাকৃতিক আবাসস্থল, হাসপাতাল, স্কুল, স্থানীয় জনকেন্দ্র) প্রভাবিত করবে?			
প্রস্তাবিত কার্যকলাপ স্বাস্থ্য পরিষেবাগুলির সুযোগ ব্যাহত করবে?			

Brown, M., Jenkins, B., Leon, P. and Seyedin, A. (2013). Global Review of Grievance Redress Mechanisms in World Bank Projects. Washington, D.C.: World Bank.
http://siteresources.worldbank.org/PROJECTS/Resources/40940- 1366729852427/GlobalReviewofGRMs.pdf

ওপরে চিহ্নিত উপ-প্রকল্পটির কোনও প্রভাব দ্বারা দুর্বল[৩৯iii] গোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্থ হবে?			
এই কার্যকলাপটি কি কোনো প্রাকৃতিক আবাসস্থল বা সরকারের বিবেচনাধীন বিশেষ সুরক্ষিথ অঞ্চলে বা তার কাছাকাছি অবস্থিত? এই ক্রিয়াকলাপটি স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তাৎর্যপূর্ণ অঞ্চলগুলিকে প্রভাবিত করবে?			
এই ক্রিয়াকলাপে এমন কোনও কাজ করা যাবে যা সংবেদনশীল পরিবেশগত রিসেপ্টরগুলিকে প্রভাবিত করতে পারে?			
শ্রম এবং কাজের পরিস্থিতি			
ক্রিয়াকলাপগুলি কর্মপরিবেশের ক্ষেত্রে, বিশেষত কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে, শ্রম ও অন্যান্য আইনের সঙ্গে কমপ্লায়েন্স, সমান সুযোগ, শিশুশ্রম, এবং প্রত্যক্ষ, চুক্তিবদ্ধ অথবা তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে শ্রমিকদের জোরপূর্বক শ্রমের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারে?			
ক্রিয়াকলাপগুলি সরবরাহ চেইনের শ্রমিকসহ শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা ঝুঁকি তৈরি করবে?			
সম্পদ দক্ষতা এবং দূষণ প্রতিরোধ			
কার্যক্রমগুলি কী কার্যকরভাবে পানি ও জ্বালানিসহ প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার করতে পারে?			
কমিউনিটি স্বাস্থ্য, সুরক্ষা এবং সুরক্ষা			
ক্রিয়াকলাপগুলি কি আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষার ওপর সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং প্রতিবেশ ব্যবস্থার ওপর ক্ষতিকর প্রভাবের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি করবে?			
ক্রিয়াকলাপগুলি কি যৌন শোষণ, অপব্যবহার এবং হয়রানির ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলবে?			
উপ-প্রকল্প সাইটে নিরাপত্তা আয়োজন এবং শ্রমিক ও ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর সম্ভাব্য সংঘাতের ঝুঁকি থাকবে?			

Brown, M., Jenkins, B., Leon, P. and Seyedin, A. (2013). Global Review of Grievance Redress Mechanisms in World Bank Projects. Washington, D.C.: World Bank. http://siteresources.worldbank.org/PROJECTS/Resources/40940- 1366729852427/GlobalReviewofGRMs.pdf

জমি অধিগ্রহণ এবং অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন			
ক্রিয়াকলাপগুলিতে কি দেশের আইনী ব্যবস্থা অনুসারে জমি অধিগ্রহণ বা অন্যান্য বাধ্যতামূলক পদ্ধতির মাধ্যমে জমির অধিকার বা জমি-ব্যবহারের অধিকার বাজেয়াপ্তকরণের সম্পর্ক থাকতে পারে?			
ঝুঁকি এবং প্রভাবগুলির মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনা			
অনুমোদিত সংস্থা, কার্যনির্বাহী সংস্থাগুলি এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলি (গ্রান্টি, উপ-ঋণগ্রহীতা এবং জড়িত প্রপোনেন্ট) পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা/কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সক্ষমতা রাখে কি?			

প্রত্যয়ন

আবেদনকারী এই ফরম স্বাক্ষরের মাধ্যমে প্রমাণ করবে যে, উপ-প্রকল্পের কর্মকাণ্ডে জমি অধিগ্রহণ, কেনো ধরনের নির্মাণ অথবা বিশ্বব্যাংক গ্রুপের আইএফসি তালিকায় বর্জিত কোনো কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে না। পাশাপাশি আবেদনকারী বাংলাদশের আইন অনুযায়ী ইআইএ-এর শর্ত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। এবং তিনি প্রত্যয়ন করবেন যে, সম্পূর্ণ পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদনের প্রয়োজন নেই।

আমরা এখানে প্রত্যয়ন করছি যে, এই উপ-উপাদানের সকল সম্ভাব্য প্রতিকূল প্রভাবগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিযে দেখেছি। আমাদের জানা মতে উপ-উপাদানটি সমস্ত প্রতিকূল সামাজিক প্রভাবগুলি এড়িয়ে যায় না বা এড়াতে পারে না। ঘটনাক্রমে, উপ-উপাদানটি প্রতিকূল সামাজিক প্রভাব তালিকার অন্তত দুটি উপ-উপাদান যোগ্যতা পূরণ করতে পারে না।

[39]For purposes of the Screening form and assessment vulnerable groups shall Refers to either people below the poverty line, the landless, the elderly, women and children, and those who by virtue of gender, ethnicity, age, physical or mental disability, economic disadvantage, or social status may be more adversely affected by resettlement or other adverse social impacts than others or who may be limited in their ability to claim or take advantage of resettlement assistance and related development benefits

ফরম পূরণ (আবেদনকারী)	
তারিখ	
নাম	
পদবি	
স্বাক্ষর	

Brown, M., Jenkins, B., Leon, P. and Seyedin, A. (2013). Global Review of Grievance Redress Mechanisms in World Bank Projects. Washington, D.C.: World Bank. http://siteresources.worldbank.org/PROJECTS/Resources/40940- 1366729852427/GlobalReviewofGRMs.pdf

স্ট্যাম্প	

ফরম চেক (পরিবেশগত সামাজিক বিশেষজ্ঞ)	
তারিখ	
নাম	
পদবি	
স্বাক্ষর	
স্ট্যাম্প	

Brown, M., Jenkins, B., Leon, P. and Seyedin, A. (2013). Global Review of Grievance Redress Mechanisms in World Bank Projects. Washington, D.C.: World Bank. http://siteresources.worldbank.org/PROJECTS/Resources/40940- 1366729852427/GlobalReviewofGRMs.pdf

উপ-প্রকল্পের নিরীক্ষণ বা স্ক্রিনিংয়ের মানদণ্ড

এলএফআই'র দ্বারা কোনো উপ-প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়ার পর এবং এলএফআই দ্বারা তা যাচাইয়ের পর, প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পটি নীচের সমস্ত শর্ত সন্তোষজনকভাবে পূরণ করলে ইআইএ ক্যাটেগির ১২-এর শর্তগুলি আর আলাদা করে পূরণ করতে হবে না:

১. উপ-প্রকল্পটি প্রাকৃতিক সম্পদের এমন গুরুতর ব্যবহার করবে না যে তা ওই সম্পদের ভবিষ্যত ব্যবহার আগাম বন্ধ করে বা সেই সম্পদের সম্ভাব্য কোনো ব্যবহার বন্ধ করে দেয়।

২. পরিবেশের ওপর বাকি সম্ভাব্য প্রভাবগুলি নগন্য হওয়ার মতো, অথবা সেসবের তাৎপর্য সামান্য এবং সহজেই তার প্রশমন ঘটানো যায়।

৩. উপ-প্রকল্পের ধরন, এর পরিবেশগত প্রভাব এবং প্রশমন ব্যবস্থা স্পষ্ট এবং ভালভাবে বোঝা যায়।

৪) প্রভাব মোকাবিলার পদক্ষেপগুলি নেওয়ার নির্ভরযোগ্য উপায় যেমন রয়েছে এবং তা পর্যাপ্ত পরিকল্পনা দিয়ে যথেষ্ঠভাবে বাস্তবায়নযোগ্য।

৫. উপ-প্রকল্পটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ, পরিবার বা জনগোষ্ঠীকে স্থানচ্যুত করবে না।

৬. উপ-প্রকল্পটি পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল জায়গাগুলিতে অবস্থিত নয় এবং সেসবে প্রভাব ফেলবে না। যেমন:

ক) জাতীয় উদ্যান

খ) জলাভূমি

গ) উৎদনশীল কৃষিজমি

ঘ) গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক পীঠস্থান

ঙ) আইন দ্বারা সুরক্ষিত অঞ্চল

Brown, M., Jenkins, B., Leon, P. and Seyedin, A. (2013). Global Review of Grievance Redress Mechanisms in World Bank Projects. Washington, D.C.: World Bank.
http://siteresources.worldbank.org/PROJECTS/Resources/40940- 1366729852427/GlobalReviewofGRMs.pdf

চ) বিরল বা বিপন্ন উদ্ভিদ বা প্রাণীকুলের বসবাসের অঞ্চল

ছ) অঞ্চলগুলিতে অনন্য বা অসামান্য নিসর্গ রয়েছে

জ) পাহাড় রয়েছে অথবা খাড়া পাহাড়ের ঢালে

ঝ) বন

ঞ) হ্রদ বা তার তীরে

ট) জেলে সম্প্রদায়ের মতো দুর্বল গোষ্ঠীগুলির জন্য গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল

ঠ) উচ্চ জনঘনত্ব বা শিল্পাঞ্চলের নিকটবর্তী এলাকা যেখানে আরও উন্নয়ন গুরুতর পরিমাণে পরিবেশগত সমস্যা তৈরি করতে পারে

ড) ভূগর্ভস্থ পানি রিচার্জ অঞ্চল বা জলনিকাশী অববাহিকা

৭. উপ-প্রকল্পের পরিণতি যা হবে না এবং/ অথবা:

ক) পরিবেশকে প্রভাবিত করতে পারে এমন নীতিগত উদ্যোগ

খ) জমির মালিকানায় বড় পরিবর্তন

গ) পানি ব্যবহারের ধরনে পরিবর্তন যেমন সেচ, নিষ্কাশন ব্যবস্থা অথবা বাঁধে উৎসাহ, মাছ ধরার কায়দায় পরিবর্তন।

৮. উপ-প্রকল্প ঘটাবে না:

ক) প্রতিকূল আর্থ-সামাজিক প্রভাব

খ) জমির অবক্ষয়

গ) পানি দূষণ

ঘ) বায়ু দূষণ

ঙ) বন্যজীবন এবং আবাসস্থলের ক্ষতি

Brown, M., Jenkins, B., Leon, P. and Seyedin, A. (2013). Global Review of Grievance Redress Mechanisms in World Bank Projects. Washington, D.C.: World Bank.
http://siteresources.worldbank.org/PROJECTS/Resources/40940- 1366729852427/GlobalReviewofGRMs.pdf

চ) জলবায়ু এবং জলবিদ্যুৎচক্রের বিরূপ প্রভাব

ছ) পার্শ্ব উৎপন্নের সৃষ্টি, অবশিষ্ট বা বর্জ্য পদার্থ তৈরি যা সামলাতে এমন ব্যবস্থা লাগবে যা বিদ্যমান কর্তৃপক্ষের দ্বারা পরিচালিত নয়।

৯. সম্ভাব্য পরিবেশগত পরিবর্তনের কারণে উপ-প্রকল্পটি গুরুতর জন উদ্বেগের কারণ হবে না। নিম্নলিখিতগুলি হলো তার নীতি নির্দেশিকা:

ক) প্রভাবটি কি ইতিবাচক, বা ক্ষতিকারক?

খ) কী মত্রার ও সংখ্যার মানুষ বা বন্যপ্রাণী ক্ষতিগ্রস্থ হবে?

গ) প্রভাবের তীব্রতা কত?

ঘ) প্রভাব সময়কাল কত হবে?

ঙ) প্রভাবগুলি থেকে ক্রমবর্ধমান ক্ষতির কারণ জন্মাবে?

চ) এর প্রভাব কি রাজনৈতিকভাবে বিতর্কিত?

ছ) মূল অর্থনৈতিক, বাস্তুসংস্থান এবং সামাজিক মূল্য কি নিরূপিত হয়েছে?

জ) সামাজিক গ্রুপ বা লিঙ্গের ওপর প্রভাব কি ভিন্ন ভিন্ন হবে?

ঞ) প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলির কি কোনো আন্তর্জাতিক প্রভাব আছে?

১০. পরিবেশের ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে, উপ-প্রকল্পটির জন্য এমন আরও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রয়োজন হবে না।

Brown, M., Jenkins, B., Leon, P. and Seyedin, A. (2013). Global Review of Grievance Redress Mechanisms in World Bank Projects. Washington, D.C.: World Bank.
http://siteresources.worldbank.org/PROJECTS/Resources/40940- 1366729852427/GlobalReviewofGRMs.pdf